প্রহ্লাদ-চরিত্র

নাটক

প্রণেতা

শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ

অন্যান্য যথা—

"হরিশ্চন্দ্র" "মহাসমর" "অদৃষ্ট"
"সপ্তরথী" "শ্রীবৎস" "শক্তিশেল"
"বিজয়-বসন্ত" "সরমা" প্রভৃতি

মাচরং, বরিশাল, নট্ট কোং দ্বারা
বৈকুণ্ঠ সঙ্গীত-সমাজে অভিনীত

কলিকাতা
পাল ব্রাদার্স এণ্ড কোং
৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন
জোড়াসাঁকো

মূল্য ২৷৷০ টাকা

প্রহ্লাদ-চরিত্র "প্রণেতার"

শ্রীবৎস (পৌরাণিক নাটক)

সর্ব্বত্র যশ, সর্ব্বত্র সুনাম, মূল্য ১৷৹

শক্তিশেল (লক্ষ্মণের)

মেঘনাদ বধ, বীরাঙ্গনা প্রমীলার
চিতারোহণ প্রভৃতি একত্রে মূল্য ১৷৹

হরিপাদপদ্ম (গয়াসুর)

দৈত্যবীরের বিরাট বীরত্ব……[যন্ত্রস্থ]

উক্ত ৩ খানি নাটকই নট্ট কোং দ্বারা
বৈকুণ্ঠ সঙ্গীত সমাজে সমারোহে অভিনীত

Published by R. C. Dey for Paul Brothers & Co.
7, Shibkrishna Daw's Lane, Jorasanko, Calcutta.
Printed by L. M. Roy, Lalit Press,
116, Manicktola Street, Calcutta.

নড়াইলের প্রসিদ্ধ উকীল

শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

বি, এল

প্রিয়বরেষু—

আপনি একদা যে প্রহ্লাদের অভিনয় দেখে অতি আহ্লাদের সঙ্গে আমাকে একখানি পদক প্রদান করেছিলেন, আজ আপনার সেই বড় আহ্লাদের প্রহ্লাদ পরমাহ্লাদে আপনারই করে সমর্পিত হল।

শ্রীঅঘোরচন্দ্র

বিজ্ঞপ্তি

পুরাণ-কল্প-পাদপের একটি মাত্র কিশলয় আহরণ করিয়া এই নাট্যগ্রন্থ বিরচিত হইল। ভরসা এই যে, ইহার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হরিভক্তি—হরিনাম; সুতরাং এই নাটক যেভাবেই রচিত হউক না কেন, মন্দ হইলেও মধুরত্বে বঞ্চিত হইবে না।

এখানে আর এক বিষয়ে কিঞ্চিদালোচনার প্রয়োজন মনে করিতেছি। যাঁহাদিগের সনির্ব্বন্ধ প্ররোচনায় এই নাট্য প্রবন্ধের রচনা, সেই বৈকুণ্ঠ সঙ্গীত-সমাজের নাট্যামোদী সভ্যবৃন্দ ইহার অভিনয়ানুষ্ঠানে যে পারিপাট্য, কৃতিত্ব কলাকুশলতা ও ভাব-নৈপুণ্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদর্শন করিয়া আপনাদের গৌরবের সহিত ইহারও গৌরব-বৃদ্ধি করিয়াছেন, তন্নিদর্শনে তাঁহাদিগকে সাশিস্‌সাধুবাদ প্রদান করিয়া স্বীয় চিত্ত-প্রাশস্ত্য লাভ করিলাম।

বিজয়া-দশমী
২৭শে আশ্বিন

গ্রন্থকার

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

কৃষ্ণ। ব্রহ্মা। নৃসিংহ। ইন্দ্র। অগ্নি। পবন। বরুণ। দৈব। পুরুষকার। নারদ।

পুরুষ।

হিরণ্যকশিপু	...	...	দৈত্যরাজ।
হ্লাদ অনুহ্লাদ সংহ্লাদ	...	...	ঐ পুত্রগণ
প্রহ্লাদ	...	...	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র।
সুবাহু	...	...	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র।
দূষণ	...	...	ঐ সেনাপতি।
মহানাভ	...	...	জনৈক রাজভক্ত।
বটুকাচার্য্য ভৈরবাচার্য্য	...	...	শিক্ষকদ্বয়।
ঘণ্টাকর্ণ	...	...	হ্লাদের সহচর।

মাখনলাল—বনমালী—ব্যাধ-বালক—ছদ্মবেশীকৃষ্ণ। মন্ত্রী, উন্মাদ, নগরপাল, প্রতিহারী, ঘাতক, লণ্ড, ভণ্ড, প্রহরিদ্বয়, সিদ্ধগণ, দৈত্যবালকগণ, ভীল-দস্যুগণ, সৈন্যগণ, ইত্যাদি—

স্ত্রী।

শ্রীরাধা। ভক্তি। মহাশক্তি।

কয়াধু	...	...	হিরণ্যকশিপুর পত্নী।
ভানুমতী	...	...	হিরণ্যাক্ষের বিধবা।
শোভা	...	...	ঐ কন্যা।
বড়-বৌ	...	...	বটুকাচার্য্যের স্ত্রী।
বেদিনী	...	...	ছদ্মবেশিনী লক্ষ্মী

গোলোকবাসিনীগণ, স্বর্গবাসিনীগণ, অপ্সরাগণ প্রভৃতি—

নান্দী

তব কর কমলবরে নখমদ্ভুত শৃঙ্গম্

দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্

কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥

প্রহ্লাদ-চরিত্র

প্রস্তাবনা

গোলোকধাম

রাসমঞ্চোপরি বিনোদবেশে রাধা ও কৃষ্ণ মিলিতভাবে দণ্ডায়মান। এক-পার্শ্বে গোলোক-রাখালগণ, অন্য পার্শ্বে গোলোক-সহচরীগণ দণ্ডায়মান।
রাখালগণ ও সহচরীগণ গাহিতেছিল।

সকলে।—

গান।

আমাদের নিত্যধামে নিত্যলীলা নিতুই নূতন ভাবে।
ভাব-তরঙ্গে ভাস্‌ছে রঙ্গে যে ভাবে—যে ভাবে॥

রাখালগণ।— আমাদের নবীন কিশোর—নবীন নাগর
চির নবীন বেশে,

সহচরীগণ।— আমাদের নবীন কিশোরী—রসিকা নাগরী
রসিক নাগর পাশে;

সকলে।— যেন নবীন নীরদে জড়িত তড়িত হাসিছে খেলিছে স্বভাবে॥

রাখালগণ।— নিত্যরাসে নিত্যরসে রস-রাস-বিহারী,

সহচরীগণ।— সরসে সুরসে সুহাসিনী হাসে রাই রাসেশ্বরী;

সকলে।— হেরে, গোলোকে পুলকে যুগল মিলনে
হও গো বিভোর ভাবে॥

রাধা। বল দেখি, রসময়! তোমার এই নিত্যধামের নিত্যলীলা দেখ্‌লে কে ভাব্‌তে পারে যে, তুমি সেই ভীষণ বরাহ-রূপ ধ'রে অমন একটা প্রকাণ্ড দানব হিরণ্যাক্ষকে বধ ক'রে এসেছ?

কৃষ্ণ। [সহাস্যে] তোমার শক্তি সম্বল থাক্‌লে কিনা সম্ভব হয় আমা দ্বারা, রাধে?

রাধা। কিন্তু, গোলোকেশ! আমার বড় হাসি পাচ্ছে।

কৃষ্ণ। কেন বল দেখি?

রাধা। তোমার সেই বরাহ-মূর্ত্তির বিকট গর্জ্জন মনে পড়্‌ছে, আবার এই নব নটবর বেশে তোমার চরণে যে নূপুর-শিঞ্জন শুন্‌ছি, এই দুই ভাবের মধ্যে কত আকাশ-পাতাল প্রভেদ, তাই ভাব্‌ছি আর হাসি পাচ্ছে।

কৃষ্ণ। [সহাস্যে] আর কোন কারণ নাই, রাধে?

রাধা। [সহাস্যে] সত্যি, আরও একটা হাস্‌বার কারণ আছে।

কৃষ্ণ। কি বল ত?

রাধা। ভাব্‌ছি যে, ভক্তেরা তোমাকে স্তব কর্‌বার সময়ে বরাহ ব'লে সম্বোধন কর্‌লে কেমন শোনাবে তখন?

কৃষ্ণ। [সহাস্যে] স্বরূপ বর্ণনই দেবতাদের যখন প্রকৃত স্তব, তখন আর তা ভাব্‌লে চল্‌বে কেন? তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে যে তোমাকেও 'বরাহী' নাম ধর্‌তে হ'ল, এইটাই বোধ হয়, তোমার লজ্জার কারণ বেশি হয়েছে?

রাধা। একেবারে পশুতে গিয়ে পৌছিতে হ'ল? তাও আবার অন্য পশু হয়, একেবারে সব চেয়ে নিকৃষ্ট—বরাহ! কেন বল দেখি, এ বরাহ-মূর্ত্তি ধর্‌লে? আর কোন মূর্ত্তি ধর্‌লে কি হিরণ্যাক্ষকে বধ করা যেত না?

কৃষ্ণ। তুমি যদি আমার অবতারগুলির দিকে একটু লক্ষ্য ক'রে

এসে থাক, তবে বুঝ্‌তে তোমার শক্ত হবে না যে, কেন আমি এই বরাহ-মূর্ত্তি ধারণ করেছিলাম।

রাধা। লক্ষ্য ক'রে এসেছি; প্রথমে মীন অবতার, তার পর কূর্ম্ম অবতার, তার পর এই বরাহ-অবতার! এখন এতে কি বুঝ্‌তে হবে, বুঝিয়ে দাও দেখি?

কৃষ্ণ। আমার এই সমস্ত অবতারের দ্বারা সৃষ্টি-তত্ত্বের একটা ক্রম-বিকাশ বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে। সৃষ্টির প্রথম সুরু থেকে পূর্ণাবস্থায় পৌছান পর্য্যন্ত একটা ধারা দেখ্‌তে পাবে। তদ্দ্বারা জগৎ এই বুঝ্‌তে পারে যে, ক্রমোৎকর্যই জগতের স্বাভাবিক নিয়ম; জীবের যেমন শৈশব-যৌবনাদি উন্নত অবস্থার ক্রমশঃ স্তর-বিভাগ আছে, তেমনই এই সৃষ্টিতত্ত্বেরও একটা ধারা নিয়মিত আছে। মহা-প্রলয়ের পর যখন আমি প্রথম সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তখন আমি প্রথমে কি সৃষ্টি করি?

রাধা। প্রথমতঃ জলের সৃষ্টিই ত দেখ্‌তে পাই।

কৃষ্ণ। হাঁ, তাই, রাধে! একমাত্র জল ভিন্ন আর তখন কিছুই থাকে না। সেইজন্যই আমি জলচর 'মীন' অবতার গ্রহণ ক'রে জলের মধ্যে বিচরণ করি।

রাধা। তার পর কোন্ অবতার?

কৃষ্ণ। তার পর কূর্ম্ম-অবতার। তখন জল আর স্থল উভয়েরই সৃষ্টি হয়েছে, কাজেই জলচর স্থলচর এই উভচরই কূর্ম্ম-অবতার।

রাধা। তার পরই এই বরাহ-অবতার?

কৃষ্ণ। এই আমার পৃথিবীতে পশু সৃষ্টি আরম্ভ হ'ল।

রাধা। এর পর চতুর্থ অবতারে কি হবে?

কৃষ্ণ। পশু আর নরের মিলিত সৃষ্টি। রাধে, তুমি ত জানই যে, আমার সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে মনুষ্য-সৃষ্টিই চরম সৃষ্টি; তারই ক্রমবিকাশ—এই

সব সৃষ্টি। আমি যেমন ক্রমবিকাশের দ্বারা চরম সৃষ্টি নরকে দিয়েই শেষ করব। আবার মানুষও জন্মগ্রহণের পর হ'তে ক্রমশঃ তার জীবনের মধ্য দিয়ে চরম অবস্থায় সম্পূর্ণ মানুষ হ'তে চেষ্টা করবে। আত্মার চরম উন্নতিই হ'ল সেই মনুষ্যত্ব।

রাধা। বুঝ্‌লাম, কৃষ্ণ! এই চতুর্থ অবতারের বৃত্তান্তটী এখন জান্‌তে পারি কি? কৌতূহল হচ্ছে, পশু আর নরের মিলিত সৃষ্টিটা কিরূপ হবে?

কৃষ্ণ। না, রাধে! এখন সে বৃত্তান্ত ব্যক্ত কর্‌লে আমার লীলা-মাধুর্য্য নষ্ট হ'য়ে যাবে। ক্রমশঃ ঘটনাস্রোতে গিয়ে তোমাতে আর আমাতে সেই মাধুর্য্যরস উপভোগ করব। এ অবতারে আমার হৃদয়কে বজ্রের ন্যায় কঠোর আবার কুসুমের ন্যায় কোমল কর্‌তে হবে। এ কয় অবতারে ভক্ত পাই নি, এবার ভক্ত পাব—ভক্তির নূতন ধারায় জগৎ প্লাবিত হ'য়ে যাবে! বিষ হ'তে সুধার উৎপত্তি হবে! পাষাণ বক্ষে শতদল পদ্ম বিকশিত হবে। দৈত্যকুলে মহাসাধক হরি-ভক্তের আবির্ভাব হবে। নিষ্কাম প্রেম বা নিষ্কাম ভক্তির প্রথম সূচনা এইবার দেখ্‌তে পাবে। চেয়ে দেখ, রাধে—কল্পনার দৃষ্টি দিয়ে! ঐ যে কি ভীষণ প্রলয় মেঘ ঘনীভূত হ'য়ে বজ্রনাদ কর্‌ছে, আবার কি সুশীতল স্নিগ্ধ বারি তা হ'তে বর্ষিত হ'য়ে প্রাণ মন শীতল ক'রে দিচ্ছে!

রাধা। বুঝেছি, ঐ প্রলয়-মেঘকে দূর করাই তোমার এইবারের কার্য্য হবে; আর ঐ সুশীতল সলিল হ'তেই ভক্তির মন্দাকিনী-ধারা পৃথিবীকে প্লাবিত ক'রে দেবে।

কৃষ্ণ। হাঁ, রাধে! ঠিক বুঝেছ। শীঘ্রই এই অমিয়রাশি উভয়ে প্রাণভ'রে পান ক'রে পরিতৃপ্তি লাভ করব। থাক্, আজ এই পর্য্যন্ত—আর শুনতে চেয়ো না!

[রাখালগণ ও সহচরীগণ গাহিল]

সকলে।—

গান।

মধুর মধুর মধুর লীলা, নেহার গোলোকবাসী।
উজল গোলোকে উজল আলোকে যায় পুলকে পরাণ ভাসি॥

রাখালগণ।— আধ চাঁচর চিকুর'পরে সুচারু শিখি-পাখা,
সহচরীগণ।— তাহে আছে কিবা সুধামাখা শ্রীরাধা নামটী লেখা,
সকলে।— আধ অধরে সুমোহন বাঁশী, আধ অধরে সুমধুর মোহন হাসি॥
রাখালগণ।— কিবা ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে, তাহে কিশোরী শোভিছে বামে,
সকলে।—আধ পীতাম্বর, আধ নীলাম্বর, যেন নীলাম্বরে জ্যোছনা রাশি॥

[সকলের প্রস্থান

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অঙ্গন-প্রদেশ

[নেপথ্যে ঘোষণা-প্রচারক]

'নগরবাসী আবালবৃদ্ধ সকলেই শোন, দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর আদেশ—আগামী পরশ্ব পরলোকগত দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষ-বধের প্রতিশোধ নেবার জন্য পরামর্শ-সভা আহূত হবে। সকলেরই সেই সভায় যোগদান করা চাই ; কেহ যেন অনুপস্থিত না হন্। [ঢেঁড়া বাদন]

সুবাহু ও সেনাপতি দূষণের প্রবেশ।

সুবাহু। সেনাপতি ! আমি তোমার কথার ঠিক মর্ম্ম গ্রহণ কর্‌তে পার্‌লাম না কিন্তু !

দূষণ। মর্ম্মগ্রহণ করা ত খুব শক্ত নয়, কুমার ; মহাবাহু দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ স্বর্গীয় দৈত্যরাজই এই দানব-রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। একমাত্র তাঁরই বাহুবলে স্বর্গ-সিংহাসন হ'তে সুরেন্দ্র বিতাড়িত। এখন সেই দৈত্যপতির অবর্ত্তমানে সেই পিতৃ-সিংহাসন একমাত্র কুমারেরই প্রাপ্য। এই কথাটাই কুমারকে সঙ্ক্ষেপে বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম।

সুবাহু। আমার যদি ন্যায্য প্রাপ্য হয়, তা' হ'লে খুল্লতাত নিশ্চয়ই আমাকে সেই পিতৃ-সিংহাসন হ'তে বঞ্চিত কর্‌বেন না, এই ত আমি বুঝি।

দূষণ। সরল বুদ্ধিতে এইরূপ বোঝাই স্বাভাবিক ও সহজ। কিন্তু কুমার! আমার নিজের অভিজ্ঞতায় যতদূর জানি, তাতে দেখ্‌তে পাই, কুমারের সংসারটা অত সোজা ভাবে চল্‌তে চায় না; বিশেষতঃ স্বর্গ-সিংহাসনের লোভ—যা দেবতাকেও মত্ত ক'রে তোলে!

সুবাহু। তুমি কি তবে বল্‌তে চাও—সেনাপতি, যে, পিতৃব্য সেই সিংহাসনের লোভ ত্যাগ কর্‌তে পার্‌বেন না?

দূষণ। এ ভিন্ন আর কি?

সুবাহু। এ বিশ্বাস তোমার কিসে এল?

দূষণ। বর্ত্তমানে—ছায়ার ন্যায় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থেকে।

সুবাহু। তবে পিতার মৃত্যুর পর এখন পর্য্যন্ত পিতৃব্য সে স্বর্গ-সিংহাসন অধিকার করেন নি কেন?

দূষণ। আর কুমারকেই বা সে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন নি কেন?

সুবাহু। [অঙ্গুলী দংশন করিতে করিতে কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া] এ ভাবে সিংহাসন শূন্য রাখ্‌বার কারণ তুমি কি মনে কর সেনাপতি?

দূষণ। আমার মনে হয় বা ধারণা যে, আগামী পরশ্বই সিংহাসন সম্বন্ধে শেষ-মীমাংসা হ'য়ে যাবে। তারই জন্য সকলকে পরামর্শ-সভায় আহ্বানের ঘোষণা প্রচারিত হ'ল। সিংহাসন এ কয়দিন শূন্য রাখ্‌বার উদ্দেশ্য খুবই জটিল—খুবই গূঢ়; পরে জান্‌তে পার্‌বে।

সুবাহু। তা' হ'লে আগামী পরশ্ব দিনই যখন সিংহাসন সম্বন্ধে

শেষ-মীমাংসা হ'য়ে যাবে, তখন আমাকে সেইদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাই ত কর্ত্তব্য ?

দূষণ। কিন্তু এ কথাও হ'লে রাখি, তখন আর সময় বা সুযোগ থাক্‌বে না, কুমার !

সুবাহু। না, সেনাপতি! পিতৃব্য-সম্বন্ধে অতটা সংশয় আমার প্রাণে জাগিয়ে দিয়ো না। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি—বিশ্বাস করি।

দূষণ। স্বর্গীয় দৈত্যরাজ বিশেষ স্নেহ করতেন আমাকে, তাঁর সে স্নেহের ঋণ কথঞ্চিৎ পরিশোধ কর্‌বার পরম সুযোগ আমার হাতে উপস্থিত। কুমারকে পিতৃ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করাই সেই ঋণের কথঞ্চিৎ পরিশোধ আমার।

সুবাহু। আচ্ছা, এ সম্বন্ধে দাদা-মহাশয় মহানাভকে আর মা'কে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌ব।

দূষণ। না, কুমার ; আপাততঃ তাঁদের এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো না। কারণ মহারাণী এখনও শোকাকুলা, তাঁর এ সম্বন্ধে ভাব্‌বার বোঝ্‌বার সময় এখন নয়। আর মহানাভ নিতান্ত সরলবুদ্ধি বৃদ্ধ। তিনি এ রাজনৈতিক কূটকৌশলের মধ্যে প্রবেশ করতে পার্‌বেন না। সুতরাং কোনও অনুকূল উত্তর না পাবারই সম্ভাবনা। তুমি এখন প্রাপ্তবয়স্ক, বুদ্ধিমান্, নিজেই বোঝ, নিজেই সূক্ষ্মভাবে চিন্তা ক'রে দেখ, কি করা উচিত।

সুবাহু। তা' হ'লে আমার ঐ একই উত্তর। আগামী পরশ্ব দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা না ক'রে কোনও স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পার্‌ব না।

দূষণ। তবে তাই। কিন্তু পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তখন আর এ সময় বা সুযোগ থাক্‌বে না।

সহসা উন্মাদের প্রবেশ।

উন্মাদ।—

গান।

এবার দুষ্ট-শকুন ঘাড়ে চেপেছে।
ঘরের ভিতর আগুন জ্বাল্‌বার ভাল ফন্দী এঁটেছে॥

দূষণ। [কৃত্রিমভাবে] আহা, কি লোকটা কি হ'য়ে গেছে!

সুবাহু। পিতা যাকে রাস্তায় থেকে কুড়িয়ে এনে আশ্রয় দিয়েছিলেন, পিতার মৃত্যু-সংবাদ শোন্‌বার পর থেকেই আর ওকে দেখ্‌তে পাই না।

দূষণ। এখন দেখ্‌ছ না, একেবারেই উন্মাদ—পাগল।

উন্মাদ।— [পূর্ব্ব-গীতাংশ]

পাগল ব'লে গোল বাধালে গোল ত ঘোচে না,
তেমন পাগল নয় এ পাগল,
মিছে আবোল-তাবল ব'কো না,
যা খাঁটি তাই বল্‌ছে খাঁটি, ঘুঘুর প্রাণে ধাক্কা লেগেছে॥

দূষণ। এখন আসি তবে, কুমার!

উন্মাদ।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

আসার চেয়ে যাওয়াই ভাল,
গেলেই মেটে গোল,
আসা-যাওয়া কর্‌লেই খত
বাড়্‌বে গণ্ডগোল ;
এমন সরল প্রাণে গরল-ধারা হায় রে ঢাল্‌তে সুরু করেছে॥

[প্রস্থান।

সুবাহু। [স্বগত] উন্মাদের এলো-মেলো গানের ভিতর কোন গূঢ় অর্থ আছে না কি?

দূষণ। উন্মাদের গানে কুমারের মনে বোধ হয়, একটা খট্‌কা ধ'রে গেল? কিন্তু ক্রমশঃ জান্‌তে পার্‌বে, ওর ও সব গানের ভাষা প্রলাপ ভিন্ন কিছুই নয়। তবে আসি, কুমার! আমার কথাগুলি বেশ ভেবে দেখ্‌বে, আবার সন্ধ্যাকালে নিভৃতে দেখা কর্‌ব।

[প্রস্থান।

সুবাহু। যথার্থই উন্মাদের গানে মনে কেমন একটা সংশয় এসে দাঁড়াল! সেনাপতি কি সত্যই আমার হিতৈষী? না কোন অভিসন্ধি নিয়ে ঘুর্‌ছে? কী বা অভিসন্ধি থাক্‌তে পারে? আমি সিংহাসন পেলে, তাতে তার নিজের আর অন্য স্বার্থ কি থাক্‌তে পারে? বরং আমার পিতার অগাধ স্নেহের প্রতিদান ইচ্ছাই হওয়া সম্ভব।

বিষাদিনী বিধবা ভানুমতী মহানাভের সহিত কথা কহিতে কহিতে আসিতেছিলেন।

মহা। [প্রবেশ পথ হইতে] না রে, মা—না, সংসার ছেড়ে কোন স্থানেই যেতে হবে না। সব ধর্ম্ম-কর্ম্মই এই সংসারে ব'সে করা যায়। [সুবাহুকে দেখাইয়া] এমন চাঁদের মত ছেলে ফেলে কি তুই কোথাও যেতে পারিস্, বেটি? তার পর বুড়োছেলে আছে, তাকে কার কাছে রেখে যাবি বল্‌ ত?

সুবাহু। কোথায় যেতে চাইছেন মা, দাদা-মশাই?

মহা। বনে তপস্যা কর্‌তে। তোকে ফেলে, শোভাকে ফেলে, আমাকে ফেলে মা পালিয়ে যেতে চাইছে রে?

সুবাহু। [সাভিমানে ছল ছল নেত্রে] হাঁ মা, তাই কি? তা যাবে বই কি? পিতা আমাদের ফেলে চ'লে গেছেন, এখন তুমি যাবে বই কি মা! নতুবা আমরা অনাথ হ'য়ে ভেসে বেড়াব কি ক'রে?

মহা। [স্বগত] এইবার ঠিক হয়েছে, যা দেখি বেটি—কেমন ক'রে যাবি ?

ভানু। বাবা সুবাহু, শোন।

সুবাহু। অপর কিছুই শুন্‌ব না, মা ! বল যে, তুমি কোথাও যাবে না ? ঘরে এলেই তোমাকে দেখ্‌তে পাব, মা ব'লে ডাক্‌তে পাব ?

মহা। [স্বগত] ঠিক বলেছ।

ভানু। সংসার যে আর ভাল লাগ্‌ছে না, বাবা ! তিনি যে একা চ'লে গেছেন ; তাঁর সেবা কর্‌বার যে সেখানে আর কেউ নাই, সুবাহু ?

সুবাহু। [পূর্ব্ববৎ] তা' হ'লে শুধু তপস্যা কর্‌তে যাওয়া নয় তোমার মা—একেবারে পিতার কাছে চ'লে যাবে ? তা' হ'লে আর একা যাবে কেন, মা ? আমাকে আর শোভাকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে চল—আমরাও তা' হ'লে পিতার সেবা কর্‌তে পাব।

মহা। আর এক বুড়ো থাক্‌বে তা' হ'লে কোথা রে ? কেবল আপনাদের জন্য স্বার্থটুকুই বুঝে নিয়েছিস্ ? এ বুড়ো বুঝি তোদের কেউ নয় ? তোরা গেলে আমি বুঝি যেতে জানি না ? কেমন যাক্ দেখি, বেটি আমায় ফেলে তোদের নিয়ে।

ভানু। কেন বাবা, ছেলেমানুষের কথায় দুঃখ কর্‌ছ ? আর কেনই বা আমাকে সংসারে জড়িয়ে রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌ছ ? সুবাহু ছেলেমানুষ, ও না হয় বোঝে না ; কিন্তু তুমি ত সব বোঝ, বাবা ! তুমিই বরং সুবাহুকে বুঝিয়ে দাও যে, এ মাকে আর টেনে রেখে কেন তার পরকাল নষ্ট কর্‌বে ? আমার চির-ইষ্ট—চির-বাঞ্ছিত—চির-সর্ব্বস্ব স্বামীকে হারা হ'য়ে বেঁচে থাক্‌বার চেয়ে সেই স্বামী-সেবা কর্‌তে সেই স্বামীর কাছে যাওয়া ভাল নয় কি ?

সুবাহু। আর সন্তান-পালন বুঝি মায়ের ধর্ম্ম নয় ?

ভান্নু। যতদিন শিশু ছিলে, ততদিন ত পালন করেছি, এখন ত তোমরা বড় হয়েছে, বাবা।

মহা। আরে বড় হ'লে কি হবে? এই যে আমি বড় ছেড়ে বুড়ো হ'য়ে গেছি, তবুও ত—বেটি, তোকে মা ব'লে ডাক্‌লে বল্‌ দেখি, প্রাণটা এমন ঠাণ্ডা হ'য়ে যায় কেন? তবু ত আমি তোর গর্ভে জন্মি' নি!

ভান্নু। কই, তোমার গর্ভধারিণী মাকে ত ভুলে গেছ, বাবা!

মহা। আরে, সে মাকে কি কখনও আমি দেখেছি? মাতৃ-পিতৃহীন এই অনাথ শিশুকে কোথা হ'তে কুড়িয়ে এনে কশ্যপ ঋষি ভাইয়ের মত ভালবেসে আশ্রয় দিয়েছিলেন। দিতি দিদির খেলার সাথীই ছিলাম আমি। পিতা মাতা ব'লে কোন কথাই ত জানতাম না তখন; তার পর বাবা হিরণ্যাক্ষ যখন লক্ষ্মীর মত তোকে এনে ঘর আলো ক'রে ফেল্‌লে, সেইদিন থেকেই ত মা নামের আস্বাদ পেলাম—কন্যা-স্নেহের আনন্দ উপভোগ কর্‌লাম! তুইই ত বেটি, আমাকে একসঙ্গে মা ও মেয়ের আস্বাদ পাইয়ে দিয়েছিস্‌। সে এমন আস্বাদ যে, এই বুড়োবয়সেও সে অমৃতের স্বাদ ভুল্‌তে পার্‌ছি নে। আমার হিরণ্যাক্ষ বাবা এ বুড়োকে একবারটী জিজ্ঞেস্‌ না করেই পালিয়ে গেল; সেই দুঃখে, সেই অভিমানে জ্ব'লে মর্‌ছি। এই বুড়োর এই জীর্ণ হাড়গুলো দেখ্‌ত দেখি, বেটি! কেমন ক'রে হিরণ্য আমার ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে রেখে গেছে? সেই ভাঙা হাড়ের মাঝে দেখ্‌ত দেখি, কেমন ক'রে আবার তুষের আগুন জ্বেলে রেখে গেছে! আজ আবার তুইও সেই আগুনের উপর আবার কুলকাঠের আগুন জ্বালাতে এসেছিস্‌? তা জ্বালা—যত পারিস্‌ জ্বালা—কিছু বল্‌ব না—কিছু কর্‌ব না! আমার কি জোর আছে যে, তোর কাজে বাধা দেবো! স্রোতের তৃণ কবে কোথা থেকে ভেসে ভেসে এসে

পড়েছিলাম ! কে আমার দিকে চাইবে ? কে আমার দিকে তাকাবে ? কেউ না—কেউ না—কেউ না—

[রোদন ও উচ্ছ্বাসের সহিত বেগে প্রস্থান।

ভানু। যা—যা, সুবাহু ! বৃদ্ধকে এখনই ফিরিয়ে নিয়ে আয়। বল্‌গে, আমি মর্‌ব না—মর্‌ব না।

সুবাহু। এ কথাটা ত আগে বল্‌লে আর কোন গোল হ'ত না। আহা—বুড়োমানুষ ! হয় ত জলেই ঝাঁপ দেবে, না হয় আগুনেই পুড়ে মরে। আমি ছুটে যাই মা !

[বেগে প্রস্থান।

ভানু। [করযোড়ে ঊর্দ্ধমুখে সজলনেত্রে] স্বামিন্‌ ! জীবন-সর্ব্বস্ব গুরু আমার ! কাছে যেতে পার্‌লাম না ! মায়ার শৃঙ্খলে টেনে রাখ্‌লে—ছিঁড়্‌তে পার্‌লাম না। উদ্দেশে পূজা করা বই আর কোন উপায় থাক্‌ল না। চিরদিন ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম ; কিন্তু সংসার আমাকে ছাড়্‌লে না ! অভাগিনী ভানুমতীর প্রাণের আশা পূর্ণ হ'ল না ! থাক্‌লাম তোমারই চরণ ধ্যান ক'রে—তোমারই সাজানো সংসারে তোমারই গচ্ছিত ধনগুলি নিয়ে প'ড়ে থাক্‌লাম। প্রভু ! আশীর্ব্বাদ ক'রো—তোমারই সংসারকে যেন আনন্দময় ক'রে তুল্‌তে পারি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গুপ্ত প্রমোদ-উদ্যান

অপ্সরাগণ সহ ঘণ্টাকর্ণের প্রবেশ

ঘণ্টা। এই যে ডানাকাটা পরীসকল! এই প্রমোদ-কাননে এসে পড়েছি। দাঁড়াও সকলে দুই সারি দিয়ে—রূপের আলো জেলে ঠিক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক। এখনই পতঙ্গের মত এসে যুবরাজ পড়্লেন ব'লে।

১ম অপ্সরা। এই যুবরাজই বুঝি ছোট দৈত্যরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র?

ঘণ্টা। হাঁ, ইনিই জ্যেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ-বরিষ্ঠ-গরিষ্ঠ সবই এখন ইনি। যেমন রূপ, তেমনই গুণ! তোমরা স্বর্গের অপ্সরা হ'লে কি হয়? সেরূপ রূপের কার্ত্তিক তোমাদের বুড়োকর্ত্তার কৈলাসেও নেই! এই এলেই দেখ্তে পাবে। তোমাদের দেখ্লে তাঁর মুণ্ডু ঘুর্বে, না তাঁকে দেখ্লে তোমাদের মুণ্ডু ঘুরে যাবে, সেইটাই হচ্ছে ভাবনা।

১ম অপ্সরা। আমাদের জন্য আপনার ভাব্তে হবে না; আপনি আপনার বন্ধুর মুণ্ডুই ঠিক রাখ্তে বল্বেন।

২য় অপ্সরা। এমন নব-কার্ত্তিককে এতদিন তবে আমরা দেখ্তে পাই নি কেন, মহাশয়? স্বর্গে ত অনেকদিন এসেছেন আপনারা?

ঘণ্টা। এতদিন বাপের ভয়ে বেশ প্রাণখুলে উড়্তে পারেন নি, তাই শ্রীমতীদের সঙ্গে মোলাকাৎটা ঘ'টে ওঠে নি।

১ম অপ্সরা। বাপের ভয় এখন গেল কিসে?

ঘণ্টা। দৈত্যরাজ যে তপস্যা করতে শীঘ্রই বেরিয়ে যাচ্ছেন; এই

জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই স্বর্গ-সিংহাসনে বসিয়ে যাচ্ছেন। এ সংবাদটা আমরা গোপনে আজ জান্‌তে পেরে, এই গোপনে গোপনে একটু গোপন আমোদের ব্যবস্থা করেছি। এর পর দৈত্যরাজ চ'লে গেলে একেবারে প্রকাশ্য সভাতে হর্‌দম—হর্‌দম! তোমাদের কি তখন আর একটুও ফুরসুৎ থাক্‌বে? দিবারাত্র নাচে-গানে পুরীটা ভর্‌পুর ক'রে রাখ্‌তে হবে। দেখ্‌তে পাবে, আমাদের যুবরাজ হ্রাদচন্দ্র কি চমৎকার ষড়্‌রসিক! রসেতে যেন পান্‌তোয়ার মত ডগ্‌মগ হয়েই আছেন।

১ম অপ্সরা। কি নাম বল্‌লেন—হ্রদচন্দ্র? হ্রদ—পুকুর, সরোবর এ সব জলাশয়েরই নাম হ'য়ে থাকে।

ঘণ্টা। হ্রদ নয় গো—হ্রদ নয়। অত ছোট হতে যাবেন কেন? হ্রাদ বা হ্লাদ মানে আহ্লাদ—একেবারে আহ্লাদের সাগর।

১ম অপ্সরা। যাই বলুন, নামটা যেন কেমন কটমট—বেশ রসাল গোছের নয়!

ঘণ্টা। বলেইছি ত—রসের পান্‌তোয়া! পান্‌তোয়ার ওপরটায় একটা পরদা থাকে না? কিন্তু ভিতরটা যেমন একেবারে রসের ভাণ্ডার, আমাদের যুবরাজও ঠিক তাই।

১ম অপ্সরা। আমিও তাই বল্‌ছিলাম যে, রসগোল্লার মত বেশ ভিতর বাইরে গ'লে পড়া মত ভাব নয়।

ঘণ্টা। তা ব'লে কি পান্‌তোয়ার কাছে রসগোল্লা দাঁড়াতে পারে? পান্‌তোয়া যে অনেক উপরে। রসগোল্লা, রসমুণ্ডি ও সব অনেক নীচের জিনিষ। দেখ্‌তেই পাবে—কিরূপ মজিদার চিজ্‌।

২য় অপ্সরা। আপনি ত যুবরাজের বন্ধু?

ঘণ্টা। হাঁ, একেবারে অভেদাত্মা—গলায় গলায় মাখামাখি।

২য় অপ্সরা। মহাশয়ের নামটী একবার শুন্‌তে পাই কি?

ঘণ্টা। কেন পাবে না? আমার নামটী হচ্ছে শ্রীল যুক্ত ঘণ্টাকর্ণ বিদূষক মহাশয়।

অপ্সরাগণ। [হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল]

ঘণ্টা। হেসে উঠ্‌লে যে? নামটা পছন্দ হ'ল না? তোমাদের ছন্দজ্ঞান মোটেই নাই দেখ্‌ছি! কী দরওয়াজ নাম—ঘ-ণ্টা-ক-র্ণ!

অপ্সরাগণ। [পুনরায় হাসিয়া উঠিল]

ঘণ্টা। এঃ নেহাৎ বেরসিক তোমরা! এইভাবে কি—তোমরা স্বর্গের দেবতাদের প্রাণ ঠাণ্ডা কর্‌তে? আরে নামে কি হবে? কামে দেখে নে? কোকিল যে কালো—তাতে কিবে আসে-যায়? এ সব শ্রীফল লাইনের নাম রাখা? ওপর শক্ত—ভেতরে ভরা কোমল শাস্।

১ম অপ্সরা। না, আপনি চট্‌বেন না? আপনাদের নামগুলো কেমন আমাদের কানে বে-রস কড়া-কড়া ঠেকে।

ঘণ্টা। তোমরা এ দাস্তুবে-কায়দা বুঝ্‌তে পার্‌বে না। কিছুদিন সংসর্গ কর—ঘোর-ফের—তবে যদি বুঝ্‌তে পার।

২য় অপ্সরা। হাঁ মশায়, আমি এখন কতক-কতক বুঝ্‌তে পেরেছি। আপনারা হচ্ছেন ফল্গুনদী; উপরে বালি, কিন্তু খুঁড়্‌লেই জলে-জলাকার। কেমন—এই না?

ঘণ্টা। [সানন্দে] এই—ঠিক বুঝ্‌তে পেরেছ! তোমার সুন্দরি—একটু ছন্দবোধ-রসবোধ আছে দেখ্‌ছি। যাক্, এখন ঠিক হ'য়ে দাঁড়িয়ে একটা বেশ ভাল দেখে গান মনে ক'রে রাখ; যুবরাজ এলেই অমনি এমন ভাবে সুরের তরঙ্গ ছুটিয়ে দেবে যে, যুবরাজ যেন একেবারে ত্যর্ হ'য়ে যান্। একবার যদি আমাদের যুবরাজের মনোরঞ্জন ক'রে নজরে প'ড়ে যেতে পার, তা'হ'লে দেখ্‌বে—তোমাদের বরাত একদম্ ফিরে যাবে। ঐ যে যুবরাজ আস্‌ছেন, তোমরা তৈরী থেকো।

দূষণ সহ উজ্জ্বলবেশে হ্রাদের প্রবেশ।

হ্রাদ। [প্রবেশ পথ হইতে] থাক্, সেনাপতি! ও সব পরে শুন্‌ব ; আগে এস—একটু অপ্সরা-কণ্ঠসুধা পান ক'রে নি।

দূষণ। কিন্তু বড় যে দরকারী কথা, যুবরাজ ?

হ্রাদ। আঃ, রেখেই দাও না—পরেই শুন্‌ব!

ঘণ্টা। আস্‌তে আজ্ঞা হোক্, রসরাজ—নটরাজ—যুবরাজ! এই যে চেয়ে দেখুন, যুবরাজের প্রমোদবনে কেমন সব জ্যান্ত ফুল ফুটিয়ে রেখে দিয়েছি ; এখন যথা খুসী যুবরাজ ফুল তুলে মালা পরুন—তোড়া বাঁধুন—শুঁকে দেখুন—যা ইচ্ছা!

হ্রাদ। [সকলকে দেখিয়া সানন্দে] বেশ সখা! বেশ—বেশ!

ঘণ্টা। [অপ্সরাদের প্রতি চাহিয়া জনান্তিকে] একবার চেহারাখানা দেখে নাও। এইবার তান লাগাও।

অপ্সরাগণ।—[নৃত্যসহ]

গান।

এসেছি হে দিতে তোমা আজি প্রিয় নব উপহার।
ধর ধর ধর সখা, গাঁথা মোদের ফুলহার॥
এনেছি সাজায়ে হের জীবন-বরণ ডালা,
চরণ যুগল পূজি জুড়াবে জীবন-জ্বালা,
হৃদয়-আসন পাতি রেখেছি হে, এস প্রাণাধার॥
আকুলা সরলা বালা, নাহি জানি ছলা কলা,
যা আছে সব দিয়ে যাব, কিছু চাহিব না ফিরে আর॥

ঘণ্টা। [মুখে বিরক্তির ভাব দেখিয়া জনান্তিকে] আহা-হা, কি—গাইলে। ছিঃ—একটু রসাল ঝাঁঝাল কাঁচা গোছের ; দেখ্‌ছ না, কি রকম সাজ-সজ্জার বাহার!

অপ্সরাগণ ।—[নৃত্যসহ]

গান ।

কেন বল তবু সয় না, এই ত সবে হ'ল সুরু ।
মোরা, প্রেমের ময়না, ঢের সেয়ানা, জানি সবই মোটা সরু ॥
এই নয়না-বাণে কতজনার মুণ্ডু ঘুরে যায়,
এই রসে ভরা প্রাণ আমাদের, আছে কত প্রেমের কুণ্ডু তায়,
(মোদের এই) ঝুমুর ঝুমুর নূপুর তানে
কর্‌বে কেমন বুকের ভিতর দুরু দুরু ॥
মোদের এমনি রসের জোর,
চুবন্ খেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে রসিক নাগর,
আকাশের চাঁদ দিই গো ধ'রে, এমনি মোরা নটের গুরু ॥

হ্রাদ । অপ্সরাগণ, আমি তোমাদের নৃত্য-গীতে খুবই তুষ্ট হয়েছি ! এখন তোমরা বিশ্রাম কর গে—আজ এই পর্য্যন্ত ।

ঘণ্টা । বুঝ্‌লে সুন্দরি সব ! আজ কেবল অধিবাস হ'য়ে রইল, এর পরে—বলেইছি ত, দিবারাত্র হরদম্ ! যাও—আজ থেকে ভাল ভাল গান, ভাল ভাল নাচ—এ সবের মহলা দিয়ে রাখ গে ।

[অভিবাদন করিয়া অপ্সরাগণের প্রস্থান ।

হ্রাদ । বল সেনাপতি, কি বল্‌তে চাইছিলে ?

দুষণ । দৈত্যপতি যে তপস্যা কর্‌তে হিমালয়ে যাচ্ছেন, তা এই স্বর্গ-সিংহাসন কাকে দিয়ে যাচ্ছেন ?

হ্রাদ । কেন আমাকে—আবার কাকে ?

দুষণ । যুবরাজ কি দৈত্যপতির মনের কথা ঠিক জানেন ?

হ্রাদ । এর আর জানা-জানি কি, সেনাপতি ? আমি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র, তাঁর অবর্ত্তমানে আমি ছাড়া আর কে সিংহাসনে বস্‌বে ?

দুষণ । তার মধ্যে একটা কথা আছে ।

হ্রাদ। কি ?

দুষণ। দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষের মৃত্যুর পর এ কয়দিন ত সিংহাসন শূন্য প'ড়েই আছে। দৈত্যপতি নিজেও ত সে সিংহাসনে উপবেশন করেন নি ?

হ্রাদ। তাতে কি হয়েছে ?

দুষণ। তাতে এই বোঝাচ্ছে যে, যুবরাজ সুবাহুই বোধ হয়, তাঁর পিতৃ-সিংহাসনের দাবী ক'রে বস্‌বেন।

ঘণ্টা। হাঁ সখা, সেনাপতি কথাটা মন্দ বলে নি কিন্তু। তা যদি হয়, তা'হ'লে সব আশাতেই আমাদের ছাই প'ড়ে যাবে! অপ্সরাদের যে নাচ-গানের মহলা দিতে বলা গেল, সে সব আর কোন কাজেই লাগ্‌বে না।

হ্রাদ। পাগল হয়েছ তোমরা ?

দুষণ। আমার যেন বোধ হচ্ছে, আগামী পরশ্ব পরামর্শ-সভার আহ্বানের উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাই—যুবরাজ সুবাহুকেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা।

ঘণ্টা। তা অসম্ভব নয়, সখা! যেরূপ টান্ দৈত্যপতির ওদিকে।

হ্রাদ। একেবারেই অসম্ভব!

দুষণ। আমার বোধ হ'চ্ছে, খুবই সম্ভব।

হ্রাদ। [উত্তেজিত হইয়া] তা'হ'লে একটা তুমূল কাণ্ড ঘ'টে যাবে।

দুষণ। থাক্, উত্তেজিত হ'য়ো না; শান্ত ভাবেই পরামর্শই করা যাক্ না।

ঘণ্টা। হাঁ হাঁ, শান্তভাবেই পরামর্শ করা যাক্। আর যখন সেনাপতি মহাশয় যুবরাজের এতদূর হিতাকাঙ্ক্ষী, তখন চিন্তা কি? ভাবনা কি ?

হ্রাদ। পিতা কি এত বড় একটা অন্যায় ক'রে বস্‌বেন ?

দুষণ। বৃদ্ধ মন্ত্রীর মন্ত্রণা না শুনে কি পার্‌বেন ?

হ্লাদ। কেন, মন্ত্রীর ঝোঁক্ কি ঐদিকে ?

ঘণ্টা। ও বাবা, সে একেবারে যদ্দূর হ'তে হয়! বড় রাজার পেয়ারের মন্ত্রী !

হ্লাদ। কেন, সেনাপতিও ত বড় রাজার এতটা স্নেহের পাত্র ছিলেন।

ঘণ্টা। ওঁর কথা! কাতে আর কাতে ? উনি যে সখাকে চিরদিনই ভালবেসে আস্ছেন ; ওঁর কৃতজ্ঞতার কি সীমা আছে ? ঐ ত বড় রাজা সেনাপতিকে এত স্নেহ করেছেন—হাতে ক'রে মানুষ করেছেন। তা বল্‌লে কি হয় ! তবু সখার উন্নতির জন্য কত চেষ্টা—এ কি কম কৃতজ্ঞতা ?

দূষণ। [স্বগত] বাচালটা আবার বলে কি ? বিদ্রূপ করে না কি ?

হ্লাদ। সুবাহু কি সাহস কর্‌বে আমার সাম্‌নে সিংহাসনে বস্‌তে ?

ঘণ্টা। কখনই না ! সখার তলোয়ারের যেরূপ প্যাঁচ শেখা আছে, সাধ্য কি যে, সুবাহু কাছে আসে ?

দূষণ। তখন রাজ্যের সকলেই তার দিকে হ'য়ে দাঁড়াবে—সৈন্য-সামন্ত এরা ত সবাই তার বাধ্য হ'তে তখন বাধ্য হবে।

ঘণ্টা। তা বটে ! ওদের কি আর কৃতজ্ঞতা আছে ? নিমকহারামের দল যত ! সেনাপতির মতন অমন কৃতজ্ঞতা কয়জনের আছে, বলুন ? অমন অন্নদাতা পালয়িতা বড় রাজা, তাঁর পুত্রকে ছেড়ে সখার উপর তা' হ'লে কি এত টান্ আস্‌তে পারে ? একি যেমন-তেমন কৃতজ্ঞতা, বলুন ?

দূষণ। [স্বগত] এ যে স্পষ্টাস্পষ্টি বিদ্রূপ !

হ্লাদ। তা' হ'লে কি পিতার মনোভাবটা একবার মাকে দিয়ে জেনে নেবো ?

দূষণ। আমার ইচ্ছাও তাই, কুমার !

ঘণ্টা। হাঁ, নিজে গিয়ে জিজ্ঞেস্ কর্‌বার চেয়ে মহারাণীকে দিয়েই জিজ্ঞেস্ করাই ভাল। কারণ দৈত্যপতির স্নেহটা সখা কোন দিনই

পাবার জন্য লালায়িত হন্ নি কি না ; বিশেষতঃ স্নেহটা নিম্নগামী—নীচের দিকেই ওটার গতি, তাই সখার উপর থেকে ক্রমশঃ নীচের দিকেই চ'লে এসেছে। সুতরাং দৈত্যপতিকে যা বলা-না বলা, সেটা মহারাণীকে দিয়েই সেরে নেওয়া ভাল। তাতে নিজের গাম্ভীর্য্যও বজায় রাখা হবে।

হ্রাদ। তাতেও যদি পিতা পক্ষপাতিত্ব দেখান্, তা' হ'লে কিন্তু আমি নিজের পথ নিজেই ক'রে নেবো।

ঘণ্টা। নিশ্চয়ই! বলং বলং বাহুবলং। সখা কি পিছপাও হবার ছেলে? তবে সেনাপতি মশায় যখন স্বর্গীয় বড় রাজার নুণের ধার শোধ না ক'রে নিজে হ'তেই সখার পক্ষ-সমর্থন ক'রে চির-কৃতজ্ঞতার পরা-কাষ্ঠা দেখাতে এতটা ঔৎসুক্য জানাচ্ছেন, তখন তার এ অযাচিত কৃতজ্ঞতা দেখাবার সুযোগ তাঁকে দেওয়া যুবরাজের একান্ত কর্ত্তব্য মনে করি।

দূষণ। [স্বগত] বড়ই বিরক্ত আরম্ভ কর্‌লে যে?

হ্রাদ। সুবাহুকে পিতা অতটা স্নেহ করেন কেন বল ত, সেনাপতি?

দূষণ। তোষামোদের জন্য—আর কি?

ঘণ্টা। তা বই কি? নতুবা কি আর তার গুণ দেখে? তবে যে, সকলের কাছে দৈত্যপতি ভ্রাতুষ্পুত্রের গুণ ব্যাখ্যা ক'রে থাকেন, সে সব কিছুই না।

হ্রাদ। কি গুণ তার আছে যে, তা ব্যাখ্যা করেন?

ঘণ্টা। দানবীয় হিসাবে কিছুই না! শান্ত, শিষ্ট, মিষ্টভাষী, ন্যায়, ধর্ম্ম, এ সব হ'ল দানব-শত্রু দেবতাদের গুণ। আর অশান্ত, অশিষ্ট, অন্যায়, অধর্ম্ম, এই সব হ'ল দানবীয় গুণ। এই সব গুণ সখার ভেতর ষোল আনার চেয়েও যেন বেশি আছে ব'লে বোধ হয়। দৈত্যপতি কেন যে, পুত্রের এই সব গুণ কীর্ত্তন ক'রে ধন্য হন্ না, তাই সময়ে সময়ে আমি অত্যন্ত ভাবি!

দূষণ। [স্বগত] কুমারকেও ত ছাড়্ছে না দেখ্ছি!

হ্লাদ। যাক্, সেনাপতি, আমি এখনই একবার জননীর সঙ্গে দেখা কর্‌ব; তার পর ফলাফল বুঝে আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করা যাবে। তুমি ত নিশ্চয়ই আমার পক্ষে আছ?

ঘণ্টা। দেখুন দেখি, এ কথা জিজ্ঞেস্ কর্‌লে সেনাপতির প্রাণে ব্যথা দেওয়া হয় না? বড় রাজার অত স্নেহ, অত দয়া, সে সব ভুলে গিয়ে কুমারের কল্যাণের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ ক'রে ব'সে আছেন! এরূপ কৃতজ্ঞতা পালন আর কে কর্‌তে পারে? তবে যে, রাজকুমার সুবাহুর সঙ্গে সময়ে সময়ে ফুস্থুর-ফাস্থুর কর্‌তে দেখা যায়, সেটা কেবল ওঁর স্বভাবের গুণ—আর কিছুই নয়।

দূষণ। [স্বগত] ভারি জ্বালাতন কর্‌লে ত! [প্রকাশ্যে] কুমার কার্য্যক্ষেত্র ভিন্ন প্রাণের কথা ব্যক্ত কর্‌তে পার্‌ব না! যেদিন যুবরাজকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে প্রাণের একান্ত বাসনা পূর্ণ কর্‌তে পার্‌ব, সেইদিন আমার—

ঘণ্টা। প্রকৃত কৃতজ্ঞতা জান্‌তে পার্‌বেন। নিশ্চয়ই—এই ত হ'ল কথার মত কথা!

হ্লাদ। সত্য, সেনাপতি, এতদিন তোমাকে ঠিক চিন্‌তে পারি নাই!

সহসা উন্মাদের প্রবেশ।

উন্মাদ।—

গান।

চিন্‌বার এবার সময় এসেছে।
এবার হাড়ে হাড়ে চিন্‌তে পার্‌বে,
যখন পিছু তোমার লেগেছে॥

দূষণ। [কৃত্রিম হাস্যে] চিন্‌তে পারেন নি, কুমার, ওটা সেই বড় রাজার—

ঘণ্টা। পাতাচাটা পুষ্যিপুত্তুর! কেমন এই বল্‌বে ত ?

উন্মাদ।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

পোষ্য বটে দুষ্য নাই তায়,
আমি তাঁরই পুষ্যি-পুত্তুর,
তাঁর গুণ কি বুঝ্‌তে পারে,
যত বাপের ত্যাজ্য পুত্তুর ;
যারা দেশের শত্তুর, দশের শত্তুর,
তারাই ঘরে ঢুকেছে॥

দূষণ। [কৃত্রিম হাস্যে] ব্যাটা একেবারেই পাগল হ'য়ে গেছে !

হ্রাদ। [সক্রোধে] তাড়াও ওটাকে এখনই এখান থেকে।

উন্মাদ।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

তাড়াবে কি তাড়াতাড়ি, একি তাড়া খাবার ছেলে,
নিজেই তাড়া খাবি এবার বেশি তাড়াতে এলে,
বুঝি, তাড়া খাবার তাড়াতাড়ি,
তোমার ভাগ্যে লেখা রয়েছে॥

হ্রাদ। সেনাপতি ? ধর ত ওটাকে !

উন্মাদ।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

ধর্‌তে এলে পড়্‌বে ধরা, ওর দুষ্টবুদ্ধির ধারা,
যে ধারাতে ধরা প'ড়ে হায় রে ধরা দেখ্‌ছ সরা,
শেষে এমন ধারা পড়্‌বে ধরা, যাত্ন এখনি কি হয়েছে॥

[প্রস্থান।

হ্রাদ। ফের যদি ওটা কখনও আসে, তা' হ'লে সাবাড়্ ক'রে দেবে—এই হুকুম রইল।

ঘণ্টা। ফের্ ত ভাল, একেবারে ফিঙের মত পেছু লেগেই রইল ?

দূষণ। আচ্ছা, দেখা যাবে—কেমন ক'রে রক্ষা পায় !

হ্লাদ। আমি তা' হ'লে মায়ের কাছে চল্লাম !

[প্রস্থান।

দূষণ। আমিও তা' হ'লে আসি।

[প্রস্থান।

ঘণ্টা। আমি এখন কোন্ চুলোয় যাই ? যেরূপ গতিক দেখ্ছি, তাতে যে আর বেশিদিন কুমারের সঙ্গে থাকা ঘট্বে, বোধ হয় না! সেনাপতিটা ভারি ঘুঘু, আমার প্রত্যেক কথার অর্থই বুঝে ফেলেছে। এখন অজ্ঞাতসারে কোন্ দিন না আমায় শেষ ক'রে ফেলে! কি করা যাবে ? কুমার যখন আশ্রয় দিয়েছেন, এতদিন ব'সে নুন খেয়েছি, তখন এই রহস্যের ভেতর দিয়েও উচিত কথা বল্তে ছাড়্ব না—তাতেও যদি আক্কেল দিতে পারি। সোজাভাবে বল্তে গেলে চ'টে যাবে। এমন বোকা যে, ব্যঙ্গটাকেও ঠিক বুঝ্তে পারে না! দেখি ত—"যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি, কোঽত্র দোষঃ !"

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর

একাকিনী শোভা আসীনা

শোভা। শৈশব-প্রভাত কুঞ্জে,
পুঞ্জে পুঞ্জে ফুটেছিল
সুরভি কুসুম-রাজি,
গুঞ্জরিত অলিকুল মধুর গুঞ্জনে।
শিঞ্জিত নূপুর সম মুখর বিপিনে।
কলকণ্ঠে কোকিল-কোকিলাকুল,
কুহরিত আকুল অন্তরে।
সে শারদী উষার সুষমা ভরা
সদ্যঃস্নাত শিশির-সলিলে,
শেফালির ঝুর্ ঝুর্ ঝরা,
কোথা চ'লে গেল
সেই স্বর্গের নন্দন ?
কেন ভেঙে গেল সেই শৈশব-স্বপন ?

গান।

আমি ভাসিয়ে চলেছি সদা
স্রোতের তৃণের সম।
কোথা যাব কেন যাব
নাহি কোন লক্ষ্য মম॥

কে যেন মোর হাতটী ধ'রে,
কোথায় নে যায় আমায় ধীরে ধীরে,
আমি জানি না বুঝি না কিছু
কেন এ জীবন—জনম ॥
শৈশবের মধুর জীবন,
কেবা তায় করিল হরণ,
কে ভাঙ্‌ল সে সুখের স্বপন
সে আনন্দ নিরুপম ॥

[গান করিবার সময়ে সেনাপতি দূষণ নিঃশব্দে শোভার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শোভা সহসা পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া দূষণকে দেখিয়া চমকিত হইয়া একটু দূরে সরিয়া গিয়া বিস্মিত ও বিরক্তভাবে কহিল।]

একি! আপনি এখানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ?

দূষণ। [সহাস্যে] তোমার এমন মধুর গানটা কি চেঁচিয়ে উঠে নষ্ট ক'রে দিতে পারি ? আমাকে কি তুমি রসহীন মূর্খ ঠাউরেছ, শোভা ?

শোভা। দূর থেকে শুন্‌লেই ত পার্‌তেন ?

দূষণ। শোনানতে যখন তোমার কোন আপত্তি নাই, তখন দূরে আর কাছে কি এসে যায়, শোভা ? বরং দূর থেকে শোন্‌বার চেয়ে কাছে এসে শুন্‌লে আরও স্পষ্ট আরও মিষ্ট শোনা যায়।

শোভা। না, আপনি এ ভাবে অন্তঃপুরে এসে একজন রমণীর লজ্জাশীলতার ব্যাঘাত কর্‌বেন না। আমি হয় ত নির্জ্জনে ব'সে নিজের মনে কত সুখ-দুঃখের গান গাইছি, আপনি পুরুষ হ'য়ে তাই শুন্‌তে অমন লুকিয়ে এসে দাঁড়াবেন কেন ?

দূষণ। চিরদিনই ত তোমার গান এই ভাবেই শুনে আস্‌ছি, শোভা! আজ ত নূতন নয়।

শোভা। না, আমি অনেক দিনই কোন গান গাই নাই। যখন গাইতাম, তখন আমি বালিকা ছিলাম।

দূষণ। যখন বালিকা ছিলে, তখন ত কারু সাম্‌নে গাইতে লজ্জা কর্‌তে না, এখন যে লজ্জা কর ব'লেই ত নিঃশব্দে লুকিয়ে শুন্‌তে হয়।

শোভা। না, আর কখনও আমি একলাটি থাক্‌লে বা গান গাইলে, সেখানে আপনি আস্‌বেন না ব'লে দিচ্ছি।

দূষণ। আজ আমার উপরে এত বিরক্ত হচ্ছ কেন, শোভা?

শোভা। আজ না—কিছুদিন হ'তেই বিশেষ ভাবেই হয়েছি।

দূষণ। কেন—কারণ?

শোভা। যদি না বলি?

দূষণ। শুধু এইটুকু শুন্‌তে চাই—শোভা, যে, তোমার সম্বন্ধে আমি কি কোন বিরক্তির কারণ কিছু করেছি?

শোভা। আপনি আমার কাছ থেকে তার কোন উত্তরই পাবেন না। আপনার নিজের বর্ত্তমান চরিত্র নিজেই বিশ্লেষণ ক'রে দেখুন, বুঝ্‌তে পার্‌বেন যে, আপনি এখন কি?

দূষণ। যা-ই হই না কেন, তাতে তোমাদের ত কোন ক্ষতি হবে না —বরং উপকারই হবে। কেন? কুমার কি তোমাকে আমার মনোগত ভাব কিছু বলেন নি? তোমাকে ত তিনি সব কথাই ব'লেই থাকেন।

শোভা। না বল্‌লে, আপনার চরিত্রের পরিচয় পেলাম কি ক'রে? আপনাকে আমি মিনতি ক'রে বল্‌ছি, আপনি আমার সরল দাদার সরল প্রাণে গরল ঢেলে দিয়ে তার সরল প্রাণটা বিষাক্ত ক'রে তুল্‌বেন না।

দূষণ। রাজ-নীতিক ব্যাপার নিয়ে তোমার কোন আলোচনা না করাই ভাল, শোভা! তবে এইমাত্র বল্‌তে পারি, যা কর্‌ছি, সে তোমার দাদার ভালর জন্যই কর্‌ছি; আমার তাতে বিন্দুমাত্রও স্বার্থ নাই জেনে রেখো।

শোভা। স্বার্থ আছে কি না আছে, সে কথা আমি বিলক্ষণই জানি।

দূষণ। তাতেই বল্‌ছিলাম, রাজনৈতিক ব্যাপার থেকে তোমাদের দূরে থাকাই ভাল।

শোভা। কেন, রমণী ব'লে? আপনার দুষ্ট অভিপ্রায়ে বাধা পড়েছে ব'লে? আপনার নীচ স্বার্থ ধ'রে ফেলেছি ব'লে?

দূষণ। শোভা আজ তুমি এত মুখরা?

শোভা। প্রয়োজন হয়েছে ব'লে।

দূষণ। না—শোভা, তুমি ভুল করেছ।

শোভা। না, ভুল আপনি করেছেন; যে ভুলের পরিণাম আমাদের সর্ব্বনাশ! যে ভুলের পরিণাম—আমাদের গৃহ-বিপ্লবের অনল-শিখায় রাজপুরী ভস্মসাৎ হওয়া!

দূষণ। তাতে আমার উদ্দেশ্য?

শোভা। উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য কি আপনি জানেন না? আপনি ছলনা কর্‌ছেন? আপনি আপনার নীচ স্বার্থের কথা জানেন না? আপনি ঘোর কপট! আপনার এতদিনকার গুপ্ত হৃদয়ের কথাটা পিতার মৃত্যুর পর হ'তেই খুল্‌তে আরম্ভ করেছেন। নতুবা পিতৃ-শোকের অনল নির্ব্বাণ হ'তে-না-হ'তে আপনি কেন আমাদের গৃহমধ্যে বিদ্বেষের অনল জ্বালিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছেন? কিন্তু যত চেষ্টাই করুন, আপনি যে জন্য যা কর্‌ছেন, সে আশায় আপনার ছাই—ছাই—ছাই!

[সত্বর প্রস্থান করিতেছিল; তৎক্ষণাৎ সুবাহুর প্রবেশ ও শোভার হস্ত ধরিয়া ফিরাইলেন।]

সুবাহু। কি হয়েছে, শোভা? লক্ষ্মী বোন্! তোর চোখ মুখের ভাব অমন কেন?

শোভা। এসেছ, দাদা! ভালই হয়েছে—আমি ছুটে তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম।

সুবাহু। কি হয়েছে?

দূষণ। [বিষণ্ণ হাস্যে] আমার উপর আজ বিষম রাগ শোভার।

শোভা। দাদা! আগে তোমাকে একটা ব'লে রাখি—তুমি সেনাপতিকে বিশেষ ভাবে মানা ক'রে দিয়ো, আর কখনও যেন—আমি অন্তঃপুরে একলা থাক্‌লে সেখানে উনি না আসেন।

সুবাহু। এই ত তুমিই ব'লে দিলে, সেনাপতিও শুন্‌লেন। আমাকে আবার ফের্ বল্‌তে হবে কেন?

দূষণ। [স্বগত] ওঃ, এ যে তীব্র অপমান!

শোভা। তোমাকেও ব'লে রাখ্‌ছি, দাদা! তুমি সেনাপতির সঙ্গে কোন গুপ্ত-পরামর্শে যোগ দিয়ো না। পিতৃব্য জান্‌তে পার্‌লে নিতান্ত দুঃখিত—নিতান্ত অসন্তুষ্ট হবেন। তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টির কাছে কিছুই গোপন থাক্‌বে না।

দূষণ। যুবরাজ! আমাদের রাজ-নীতিক ব্যাপারে কোন কথা বল্‌বার অধিকার তোমার ভগিনীকে না দিলেই ভাল হয়।

সুবাহু। সেটী আমি পার্‌ব না, সেনাপতি! আমি মায়ের কাছেও অনেক কথা গোপন কর্‌তে পার্‌ব, কিন্তু আমার ভগিনীর কাছে একটী কথাও অপ্রকাশ রাখ্‌তে পার্‌ব না। আর অপ্রকাশই বা রাখ্‌ব কি? না বল্‌বার আগেই যে, শোভা সব কথা যেন কেমন ক'রে বুঝে ফেলে—আশ্চর্য্য বোঝ্‌বার শক্তি শোভার। তুমি আমার ভগিনীকে সাধারণ বালিকা ব'লে বুঝ না, সেনাপতি!

শোভা। দেখুন, আপনি আমাদের পিতৃব্যের বিরুদ্ধে কোন কথাই বল্‌তে আস্‌বেন না। পিতৃব্য ইচ্ছা করেন্, দাদাকে সিংহাসন দিয়ে

যাবেন, না ইচ্ছা করেন না দেবেন; তার জন্য দাদা কিছুমাত্রই দুঃখিত হবে না। আমার দাদা অত রাজ্যের কাঙাল নয় বা অত ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে ঘোরে না। আপনার সেজন্যে একটুও মাথা ব্যথার প্রয়োজন নাই।

সুবাহু। [সহাস্যে] জানই ত, সেনাপতি! আমার ভগিনী চিরদিনই একটু মুখরা।

শোভা। সাধে কি আজ সেনাপতিকে এতটা তীব্র কষাঘাত করছি, তোমাকে সে সব কথা আমি কোনদিনই বলি নি, দাদা! কিন্তু আর গোপন রাখা চ'লে না। ও অধম চায় কি জান? শুন্‌লে বিস্ময়ে ডুবে যাবে—ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত হ'য়ে আস্‌বে! কি স্পর্দ্ধা! সারমেয় আজ যজ্ঞের হবিঃ লেহন কর্‌তে চায়! আমার পিতৃদত্ত অন্নে পুষ্ট অকৃতজ্ঞ অধম আমাকে পত্নীভাবে পেতে চায়।

সুবাহু। [বিস্মিত এবং উত্তেজিত হইয়া] য়ঁ্যা। বল কি, শোভা? কই কখনও ত ঘুণাক্ষরেও শুনি নি এ কথা? এত দুরাশা থাক্‌তে পারে একজন প্রসাদজীবী সামান্য ভৃত্যের প্রাণে? বল নি কেন এতদিন আমাকে এ কথা?

শোভা। বলি নি, যদি ওকে নিরস্ত কর্‌তে পারি ব'লে; কিন্তু আজ যখন আমার অন্তঃপুরে তস্করের ন্যায় আমার অজ্ঞাতসারে এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছে; সহসা দেখ্‌তে পেয়ে আমি একেবারে আগুনের মত জ্ব'লে উঠেছি। দাদা! এরূপ অন্যায় আমি বহুকষ্টে সহ্য করেছি।

সুবাহু। একি ব্যবহার, তোমার সেনাপতি? পিতা তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ কর্‌তেন ব'লে কি তাঁর কৃতজ্ঞতা তুমি এইভাবে প্রকাশ কর্‌তে উদ্যত হয়েছ না কি? তোমাকে আমি বিশেষ সতর্ক—বিশেষ সাবধান ক'রে দিচ্ছি, তুমি আর কখনও আমার ভগিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ বা কোনরূপ কথা-বার্ত্তা ব'লো না।

দূষণ। [পূর্ব্ব হইতেই অনেকক্ষণ অবনতমস্তকে ক্রোধ চাপিয়াছিল] আচ্ছা, তাই হবে। এখন আমি আসি। [নতমস্তকে গম্ভীর ভাবে যাইতে যাইতে স্বগত] আচ্ছা শোভা! দেখ্‌ব তোমাকে—তুমি কত বড় ধড়ীবাজ মেয়ে !

[প্রস্থান।

শোভা। সেনাপতি খুবই চ'টে গেল কিন্তু। গুপ্তভাবে তোমার অনিষ্ট কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে ছাড়্‌বে না। তুমি আর ওর কোন সংশ্রবেই থেকো না, দাদা ! ও নিতান্ত নীচ—নিতান্ত অধম—নিতান্ত কাপুরুষ !

সহসা উন্মাদ আসিয়া গাহিল।

উন্মাদ।—

গান।

ওযে বিষম ফন্দীবাজ।
বিষম ঠ্যাটা বাধিয়ে ল্যাঠা, কর্‌বে হাসিল আপন কাজ ॥
ওযে দুধ-কলা দিয়ে পোষা গোখ্‌রো সাপ,
দেখ্‌লে পরে প্রাণের ভেতরে ওঠে যেন কাঁপ,
ওযে রক্ত্ গত শনির মত কবে মাথায় হান্‌বে বাজ ॥

[প্রস্থান।

শোভা। দেখ, দাদা ! সেনাপতির দুষ্ট অভিসন্ধি আমাদের উন্মাদও বুঝ্‌তে পেরেছে। এস দাদা ! মায়ের কাছে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

নিভৃত-প্রদেশ

প্রহ্লাদ তন্ময়ভাবে কার যেন বাঁশী শুনিতেছিল আর গাহিতেছিল।

প্রহ্লাদ।—

গান।

কে জানে ওই কে বাঁশী বাজায়।
কোথা থেকে, থেকে থেকে
আমায় নিতুই এসে বাঁশী শোনায়॥
কাণের ভিতর দিয়ে মরমে পশি'
আমার আকুল প্রাণে ব্যাকুল ক'রে দেয় গো ওই বাঁশী,
আমার মন উদাসী, প্রাণ উদাসী,
কোথায় যেন যেতে চায়॥
ওগো তুমি কোন্ বিদেশী, কোন্ অচিন্ দেশে রও,
কেন আড়াল থেকে বাজাও বাঁশী, একবার কথা কও,
কেন দেখা দাও না—কথা কও না,
শুধু পাগল ক'রে যাও গো আমায়॥

বালক সংহ্লাদের প্রবেশ।

সংহ্লাদ। পিলু, আজ তুমি ভাই আমাকে না ডেকে একলাটী এখানে চ'লে এসেছ? আমি সারা বাড়ী তোমায় পাতি পাতি ক'রে খুঁজেছি।

প্রহ্লাদ। আজ ডাক্‌তে তোমায় ভুলে গেছি, সেজ্-দা! [দুটী হস্ত ধরিয়া সাদরে] রাগ ক'রো না আমার উপর।

সংহ্লাদ। সেই বাঁশীর সুর শুনে বুঝি আমায় ডাক্‌তে ভুলে গেছ?

প্রহ্লাদ। হাঁ, সেজ্-দা! সেই বাঁশী আজও বেজে উঠেছিল, এই এতক্ষণ ধ'রে তাই শুন্‌ছিলাম। কি মিষ্টি সে বাঁশী, সেজ্-দা! শুন্‌লে আর কোন কথাই যেন মনে থাকে না।

সংহ্লাদ। কেন ভাই, সে বাঁশী আমরা শুন্‌তে পাই না?

প্রহ্লাদ। ঐ ত মজা! আর কেউ শুন্‌তে পায় না! একলা আমাকেই শোনায়—কেউ কাছে এলে আর বাঁশী বাজায় না। এই ত এতক্ষণ ধ'রে প্রাণভ'রে শুন্‌ছিলাম; যেমন তুমি এসে ডেকেছ, অমনই বাঁশী থেমে গেছে। ভারি কিন্তু মজা!

সংহ্লাদ। সত্যি পিলু, তোকে আড়াল থেকে কে যেন একজন ভালবাসে; তাই অমন ক'রে নিতুই এসে বাঁশী শোনায়।

প্রহ্লাদ। ভালবাস্‌লে তবে দেখা দেয় না কেন? কাছে আসে না কেন? কথা কয় না কেন? আমি যে তাকে দেখ্‌বার জন্যে কত ছট্‌ফট্ করি, কত ডেকে বলি—ওগো, কে তুমি বাঁশী বাজাও, আমায় একবারটী দেখা দাও—আমি তোমায় একবারটী দেখ্‌ব! কিন্তু কই কোন সাড়াই ত দেয় না? তবে আমায় ভালবাসে কিসে?

সংহ্লাদ। বোধ হয়, সে কাণে কালা হবে, তাই তোমার ডাক্ সে শুন্‌তে পায় না।

প্রহ্লাদ। দেখা দেয় না কেন? কাছে আসে না কেন?

সংহ্লাদ। কালা কিনা, তাই সে লজ্জায় কাছে আসে না।

প্রহ্লাদ। কোথায় থাকে জান্‌তে পেলে আমি নিজেই তার কাছে যেতাম—তাকে প্রাণভরে দেখ্‌তাম, আর কান পেতে তার বাঁশী শুন্‌তাম।

সংহ্লাদ। আচ্ছা, কোন্‌দিক্ থেকে বাঁশীর আওয়াজ আসে?

প্রহ্লাদ। কোন্‌দিক্ থেকে, ঠিক বুঝ্‌তে পারি না। মনে হয় যেন, আকাশ বাতাস সবই তার বাঁশীর সুরে ভ'রে গেছে।

একটা মোণ্ডা খাইতে খাইতে পঞ্চদশ বর্ষ
বয়স্ক অনুহ্লাদের প্রবেশ।

অনু। [একটু দূরে থাকিয়া] এখানে ব'সে ব'সে দু'জনের কি করা হচ্ছে? এখনই আমি গিয়ে বাবার কাছে ব'লে দিচ্ছি, তখন কেমন মজাটা টের পাবে।

সংহ্লাদ। এই ত আমি এইমাত্র পিলুকে এখানে ডাক্‌তে এসেছি।

প্রহ্লাদ। কেন, আমরা ত কোন দোষ করি নি, মেজ্‌-দা?

অনু। বাবা কাল ব'লে দেন্ নি যে, সকালে উঠেই তীর ধনুক নিয়ে তীর-চালা শিখ্‌বে?

সংহ্লাদ। সে ত তোমাকেও ব'লে দিয়েছেন, অনুদা! তুমিও ত কই তীর-চালা শিখ্‌ছ না—শুধু মোণ্ডাই খাচ্ছ।

অনু। [আর একটী মোণ্ডা ভাঙিয়া মুখে দিয়া খাইতে খাইতে অস্পষ্টভাবে] মা আমায় দিয়েছে, তাই খাচ্ছি, খুব কর্‌ছি, তোদের তাতে কি? এই দেখ্‌—আরও খাই। [আরও একটু ভগ্নাংশ মুখে দিয়া গপাগপ্‌ শব্দে খাইতে লাগিল।]

সংহ্লাদ। আমিও তা' হ'লে বাবাকে ব'লে দেবো যে, অনুদাদাও আজ তীর-চালা শেখে নি, কেবল গপাগপ্‌ ক'রে মোণ্ডা খেয়েছে।

অনু। আমিও বল্‌ব, মোণ্ডা দিই নি ব'লে মিথ্যে ক'রে বলেছে।

প্রহ্লাদ। তুমি বাবার কাছে মিছে কথা বল্‌বে, দাদা?

অনু। বাবা জান্‌তে পেলে ত?

প্রহ্লাদ। নাই বা পেলেন, কিন্তু মিছে কথা বল্‌তে নাই, মেজ্‌দা!

অনু। নে—নে—তোর আর জ্যাঠাম কর্‌তে হবে না, পিলু! এঁচোড়ে-পাকা কোথাকার!

সংহ্লাদ। থাক্ ভাই, পিলু! অনুদাকে তুমি কিছু বল্‌তে যেয়ো না, অনুদা তোমার কথা ভাল শোনে না; মিছে ক'রে বাবার কাছে বলে হয় ত তোমায় বকুনি খাওয়াবে।

অনু। এঁ্যা হ্যাঁ-হ্যাঁ—সেদিন কেমন বকুনি খাইয়েছিলাম, যেদিন সেই কুঠেটার হাতখানা পিলু নেকৃড়া দিয়ে জড়িয়ে দিচ্ছিল?

প্রহ্লাদ। সেও ত মিছে ক'রে ব'লে। আমি বুঝি তার কোলে উঠেছিলাম? তুমি কেন সেই মিছে কথাটা বল্‌লে বাবাকে?

সংহ্লাদ। যদি পিলু সেদিন চুপ ক'রে না থেকে বাবাকে মুখ ফুটে বল্‌ত যে, তুমি মিছে ক'রে ওর নামে লাগাচ্ছ, তা' হ'লে কিন্তু অনু-দা, তুমিই উল্‌টে বকুনি খেতে। পিলুর কথা বাবা খুব বিশ্বাস করেন। দেখ্‌তে পাও না, আমাদের সব ভাইয়ের চেয়ে বাবা পিলুকে বেশি ভালবাসেন? বলেন যে, পিলু মিছে কথা বলে না—কারও সঙ্গে মারামারি করে না?

অনু। ও যে বাবাকে মিষ্টি মিষ্টি গান শুনিয়ে বাধ্য ক'রে ফেলেছে, ওকি কম চালাক ছেলে! কিন্তু—মা? মায়ের কাছে কেমন বকুনি খায়? দিনরাত জ্যাঠাই-মার কাছে থাকে ব'লে মা কেমন বকে? আচ্ছা, দেখ্‌তে পাবে—এইবার মজাটা! বাবা ত তপস্যা কর্‌তে কালই চ'লে যাচ্ছেন, কতকাল বাড়ীতে আসবেন না, তার ঠিকও নাই; তখন পিলুকে কে ভালবাসে দেখা যাবে। বড়-দা রাজা হবে, আমায় বড়-দা ভালবাসে, আমি বড়-দার সঙ্গে-সঙ্গে থাক্‌ব—আর পিলুকে বকুনি খাওয়াব।

সংহ্লাদ। কেন বল দেখি, অনুদা, পিলুকে তুমি দেখ্‌তে পার না? আমাদের সকলের ছোট ভাই; ওকে কোথায় ভালবাস্‌বে, তা না ক'রে

তুমি শুধু—ও যাতে বকুনি খায়, তার চেষ্টা ক'রে বেড়াও। কিন্তু পিলু ত তোমার ওপর অমন হিংসে করে না!

অনু। তোকেও কিন্তু ব'লে দিচ্ছি, সংহ্রাদ! যদি তুই আমার কথামত না চলিস্, তবে বড়-দা রাজা হ'য়ে বস্‌লে তোকেও বুকনি খাওয়াব।

প্রহ্লাদ। [কোমল স্বরে] কেন, মেজ্-দা! তুমি আমায় ভালবাস না? আমি কি কোন দোষ করেছি, মেজ্-দা? [চক্ষু ছল্ ছল্ করিল]

অনু। বাবা আমাদের চাইতে তোকে কেন অত ভালবাস্‌বেন?

সংহ্রাদ। তাতে পিলু কি কর্‌বে? ওর তাতে কি দোষ আছে?

অনু। ও নিশ্চয়ই লুকিয়ে আমাদের নামে বাবার কাছে লাগায়। ও মিন্ মিনে ডাইন্—ছেলে খাবার রাক্ষস!

সংহ্রাদ। না, অনু-দা! পিলু কখনও কারও কাছে কিছু লাগায় না!

অনু। [মুখভঙ্গি করিয়া] না—না—তুই ত সব জানিস্! ও মিষ্টি-মিষ্টি কথা ক'য়ে আর গান গেয়ে বাবাকে ভুলায়, আর মিছেকথা লাগিয়ে-লাগিয়ে আমাকে আর বড়-দাদাকে বকুনি খাওয়ায়।

প্রহ্লাদ। [দুই হাতে চক্ষু চাপিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।]

সংহ্রাদ। দেখ দেখি, তুমি মিছেমিছি ওর নামে দোষ দিয়ে ওকে কাঁদিয়ে দিলে! ওযে মিছে কথা মোটেই শুন্‌তে পারে না। [প্রহ্লাদের কাছে গিয়া তাহার চক্ষু মুছাইতে মুছাইতে সাদরে] না—ভাই, তুমি কেঁদো না। চল—আমরা অনু-দার কাছ থেকে চ'লে যাই। অনু-দা ভারি দুষ্টু!

[প্রহ্লাদের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান।

অনু। ওঃ, ভারি মায়া দেখানো হচ্ছে! কাল থেকে দেখা যাবে। আমার কথা না শুন্‌লে, তোমারও কি দশা হয়, সংহ্রাদ! যাই, বড়-দার কাছে গিয়ে ওদের দু'জনের নামেই আগে থেকে খুব ক'রে লাগিয়ে রাখি গে। [মোণ্ডা খাইতে খাইতে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

নিভৃত-প্রদেশ।

একাকী দূষণ কূট-চিন্তা করিতেছিল

দূষণ। কি তীব্র অপমান! একটা বালিকার কাছে আজ আমাকে মাথা হেঁট্ ক'রে আস্‌তে হ'ল? দূষণের জীবনে আজ এ নূতন! যার ইঙ্গিতে শত শত দানব-সৈন্য পরিচালিত, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় স্বর্গ-মর্ত্ত-রসাতল বিত্রাসিত, সেই সেনাপতি দূষণ একটা ক্ষুদ্র বালিকার নিকট হ'তে আজ তীব্র অপমানের কষাঘাত সহ্য ক'রে নিঃশব্দে ফিরে চ'লে এল? এর প্রতিশোধ—শোভা—তোমার পক্ষে যে কি হ'য়ে দাঁড়াবে, তা সেইদিন বুঝ্‌তে পার্‌বে! তোমাকে যে ভাবে পারি, আমার প্রণয়িনী ক'রে ছাড়্‌বই। তোমার রূপে মুগ্ধ হ'য়ে যখন উন্মত্ত হয়েছি, তখন তোমাকে পাবার পথে যত রকম বাধা-বিঘ্ন থাক্-না-কেন, সব সরিয়ে ফেল্‌ব। ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গিনীর মত আজ যে ফণা উত্তোলন ক'রে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে গর্জ্জন কর্‌ছিলে, আবার একদিন ভূলুণ্ঠিতা লতিকার মত তোমাকে আমার এই পদতলে পতিত হ'য়ে আমার অনুগ্রহ ভিক্ষা কর্‌তে হবে; তখন কোথায় প'ড়ে থাক্‌বে, তোমার ঐ গর্ব্বিত দাদা সুবাহু! কোথায় উড়ে যাবে তার গর্ব্ব অহঙ্কার! এ যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র হবে আমার—যুবরাজ হ্লাদ। মূর্খকে করায়ত্ত কর্‌তে পার্‌লে আর কোন চিন্তা থাক্‌বে না শোভা! আজ হ'তে তোমার ভাগ্যলিপি আমারই হস্তে পরিবর্ত্তিত হ'তে থাক্‌বে। কই, এখনও আস্‌ছে না। না, ঐ যে আস্‌ছে, ঘণ্টাকর্ণটা সঙ্গে নাই ত? [দেখিয়া] না, নেই—বাঁচা গেছে!

ব্যস্তভাবে হ্রাদের প্রবেশ।

হ্রাদ। এই যে, সেনাপতি! আস্‌তে একটু দেরি হয়েছে; কারণ তুমি ঘণ্টাকর্ণকে সঙ্গে আন্‌তে নিষেধ করেছ, তাই তাকে সঙ্গচ্যুত কর্‌তে একটু সময় লেগেছে।

দূষণ। ওটার সঙ্গ একবারেই ত্যাগ কর্‌লে ভাল হয়, যুবরাজ!

হ্রাদ। না, ওকে তোমার কোন সন্দেহ কর্‌বার কারণ নাই, সেনাপতি! মুখে ও যাই বলুক, ও আমার ক্ষতি—প্রাণ গেলেও কর্‌বে না।

দূষণ। থাক্; কাজের কথা শোন, যুবরাজ! আমি আজ সুবাহুর সঙ্গে দেখা করেছিলাম; কথায়-বার্ত্তায় বুঝ্‌লাম, সুবাহু তোমার নিতান্ত বিদ্বেষী। এদিকে দৈত্যপতির কাছে তোমার নিন্দা-কুৎসা ক'রে পূর্ব্ব হ'তেই তোমার উপর দৈত্যপতির একটা বিদ্বেষভাব—একটা অশ্রদ্ধা জন্মিয়ে রেখেছে। যতটা বুঝ্‌তে পার্‌লাম, তাতে যেন বোধ হ'ল, দৈত্যপতি সুবাহুকেই স্বর্গ-সিংহাসন অর্পণ ক'রে তপস্যা-যাত্রা কর্‌বেন।

হ্রাদ। [উত্তেজিতভাবে] বটে? বটে?

দূষণ। রাখ, উত্তেজিত না হ'য়ে ধীরভাবে যা বলি, তাই শোন।

হ্রাদ। কি, বল?

দূষণ। আগামী কল্য যদি সুবাহুকেই সিংহাসন দিয়ে যান্, তা' হ'লে এক কাজ কর্‌তে হবে।

হ্রাদ। কি কাজ, বল? যা বল্‌বে তাই কর্‌ব।

দূষণ। আমি জানি, ছোট মহারাণী, বড় মহারাণী বা তাঁর পুত্র-কন্যার উপর সন্তুষ্ট নন্—বরং বিরক্ত।

হ্রাদ। অতিশয়! অতিশয়! ওদের নামও শুন্‌তে পারেন না।

দূষণ। আরও যদি কাল দৈত্যপতি তোমাকে সিংহাসন না দিয়ে সুবাহুকেই দিয়ে যান, তা' হ'লে তিনি আরও জ্ব'লে উঠ্‌বেন, কেমন?

হ্রাদ। নিশ্চয়! নিশ্চয়!

দূষণ। তা' হ'লে তিনিও আমাদের পক্ষে থাক্‌লেন, এদিকে সৈন্য-সামন্ত সবই আমার বশীভূত—যন্ত্র-পুত্তলিকা; কেমন—জান ত?

হ্রাদ। তা আর জানি না?

দূষণ। তা' হ'লেই যুবরাজকে সিংহাসনে বসানো আমার একটুও শক্ত হবে না।

হ্রাদ। কি রূপে?

দূষণ। সে এখন বল্‌ব না। কাল্‌কার অবস্থাটা আগে দেখে নি, তার পর সে কথা বল্‌ব।

হ্রাদ। হাঁ, সেদিন মাকে দিয়ে বাবার মনের ভাব্‌টা কি জান্‌তে বলেছিলে না?

দূষণ। হাঁ হাঁ, ভালকথা! কি জান্‌লেন রাণী-মা?

হ্রাদ। স্পষ্ট ক'রে কোন কথাই পিতা মাকে বলেন নি; তবে এই বলেছেন যে, তিনি কিছু অন্যায় কর্‌বেন না; যা কর্‌বেন, তাতে আমাদের পক্ষে কোন অনিষ্ট হবে না। সুবাহুটা বাবার মনের ভাব ঠিক বুঝ্‌তে পারে নি। বাবার পেটের কথা বের্ করা বড় সোজা কথা নয়!

দূষণ। যদি নির্ব্বিঘ্নে কাজ হাসিল হ'য়ে যায়, ভালই; নতুবা আমাদের ষড়্‌যন্ত্র ক'রে কার্য্য উদ্ধার কর্‌তে হবে। এমনভাবে কাজ ক'রে রাখ্‌তে হবে যে, যাতে দৈত্যপতি তপস্যা থেকে ফিরে এসেও আমাদের ষড়্‌যন্ত্রজাল ছিন্ন কর্‌তে না পারেন!

[অদূরে ঘণ্টাকর্ণ আসিয়া উঁকি মারিতেছিল]

ঘণ্টা। হাঁ, তাই ত বলি যে, সখা গেলেন কোথায়? এই যে ঠিক জায়গায় এসেই মাণিকজোড় মিলে গেছেন!

দূষণ। [স্বগত] আবার জ্বালাতে এল!

ঘণ্টা। কদ্দর কি ক'রে উঠ্‌লে, সেনাপতি ? বলি, সখার মস্তকে রাজমুকুট দেখ্‌তে পাব ত ?

দূষণ। সে খবর আমি কি জানি ? দৈত্যপতিই বল্‌তে পারেন সে কথা। তাঁর পুত্র—তাতে জ্যেষ্ঠ।

ঘণ্টা। একেবারে কিছুই জান্‌লে না, বাবা, এমন ডাহা নিজ লা সত্যকথা বল্‌তে আরম্ভ করেছ ? তবে কৃতজ্ঞতা জিনিষটা সেনাপতির খুবই আছে।

দূষণ। [স্বগত] আবার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ !

হ্লাদ। ঘণ্টাকর্ণের কাছে গোপনের প্রয়োজনই নাই, সেনাপতি !

দূষণ। [স্বগত] আছে কি না আছে, সে কথা আমি জানি।

ঘণ্টা। চলুক, নিরাপদে ফুস্থুর-ফাস্থুর, ঘণ্টাকর্ণ এই কর্ণে অঙ্গুলি দিয়ে রইল।

অদূরে সহসা উন্মাদের প্রবেশ।

উন্মাদ।—

গান।

ও সব ফুস্থুর-ফাস্থুর কেন রে তবে।
সাম্‌নে ভাসুর শ্বশুর দাঁড়িয়ে আছে,
মজা টের্‌ পাবে ॥

হ্লাদ। ওটাকে এখনও সাবাড়্‌ ক'রে দাও নি, সেনাপতি ?

উন্মাদ।— [পূর্ব্ব-গীতাংশ]

সাবাড়্‌ কর্‌বে সাধ্য আছে কার্‌,
অতিবড় বাড়্‌তে গেলেই পতন আছে তার,
ফাঁক পেলে তাক্‌ লাগিয়ে যাব,
মাথা [illegible]।

দূষণ। ব্যাটাকে কোথাও খুঁজে পাই নি।

উন্মাদ।— [পূর্ব্ব-গীতাবশেষ]

খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হবে, খুঁজে পাবে কে,
আপনার খোঁজ খোঁজনা আগে—পরের খোঁজ রেখে,
এই খোঁজাখুঁজি ভাঙ্‌বে সেদিন—
যেদিন বোঝাবুঝি হবে ॥

দূষণ। [কোষ হইতে তরবারি মুক্ত করিয়া] দাঁড়া তবে।

[উন্মাদের তড়িদ্বেগে প্রস্থান , তৎপশ্চাৎ সেনাপতি কিঞ্চিৎ গিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিল।]

হ্রাদ। ফিরে এলে ? পার্‌লে না ?

দূষণ। কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

ঘণ্টা। ভুলে যাচ্ছ কেন ? ওর যে, বড় রাজার কাছ থেকে দানবী মায়া শেখা ছিল ! আর ওকে সাবাড়্ কর্‌বার জন্য এতটা ব্যস্তই বা কেন ? বেচারা বড় রাজা শোকে পাগল হ'য়ে গেছে, তাই ছন্দবোধটা একটু কম আছে। অবশ্য, সেনাপতির মত সখার উপরে কৃতজ্ঞতা দেখাতেও পার্‌ছে না ; কাজেই পাগল হ'লেও বড় রাজার গুষ্টির দিকেই ওর ঝোঁক্। সেদিকে অনেক নুণ খেয়েছে কিনা ; সেনাপতির মত হজম শক্তি না থাকায়, মাঝে মাঝে এসে উদ্গীরণ ক'রে যায়।

দূষণ। তা' হ'লে, যুবরাজ ! আজ এই পর্য্যন্ত ?

ঘণ্টা। কাল তা' হ'লে আবার কখন থেকে সুরু হবে ? আমি ঠিক সময়ে এসেই হাজির হব। আজ যথা সময়ে হাজির হ'তে পারি নি, তার জন্য আপশোষে বাঁচ্‌ছি নে !

হ্রাদ। কাল রাজসভায় হাজির থেকো, সখা ! কাল একটা আমার সমস্যার দিন। কি আছে অদৃষ্টে, কে জানে ?

ঘণ্টা। কিছু ভাব্‌তে হবে না, খোদ পুরুষকারই যখন সহায় আছেন, তখন আর দুর্ব্বল অদৃষ্ট তোমার কি কর্‌তে পারে ?

দূষণ। তবে এখন আসি।

হ্লাদ চল, সকলেই যাচ্ছি।

ঘণ্টা। এলাম আর চল্‌লাম ? আঃ, কি আপ্‌শোষ গো !

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

নগর-পথ

গীত ও নৃত্য করিতে করিতে লণ্ড ও ভণ্ডের প্রবেশ।

গান।

আমি লণ্ড, আমি ভণ্ড।
আমরা গা দুলিয়ে বুক্ ফুলিয়ে
চলি যেন ছুটো বিশ্বনাথের ষণ্ড॥
মোরা মৃত্যুর মত দুর্ব্বার,
করি বজ্রের মত চুর্‌মার,
জ্ব'লে উঠি দেখ্‌তে দেখ্‌তে
যেন মধ্যাহ্নের মার্ত্তণ্ড॥
মোরা যার পিছনে লাগি,
তারে নাস্তানাবুদ ক'রে ফেলি,
হ'ক্ না সে মিন্‌সে কি মাগী ;
মোরা ঘর-ভাঙানি ঘর-জ্বালানি,
করি সকল কার্য্যই পণ্ড॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজসভা

[একখানি সিংহাসন কারুকার্য্য খচিত আস্তরণে আবৃত হইয়া মধ্যস্থলে রক্ষিত ছিল, এবং তাহাতে রাজমুকুট শোভা পাইতেছিল। অপর আসনে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে কোলে রাখিয়া উপবিষ্ট ছিলেন ; পার্শ্বে বৃদ্ধ মন্ত্রী আসীন। দক্ষিণ পার্শ্বে বিনীতভাবে সুবাহু দণ্ডায়মান, বাম পার্শ্বে উজ্জ্বল বেশে হ্রাদ ও ঘণ্টাকর্ণ দণ্ডায়মান ; তৎপার্শ্বে সেনাপতি দূষণ দণ্ডায়মান ছিল, পরিচারিকাদ্বয় ব্যজন করিতেছিল ; প্রতিহারী পশ্চাতে আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছিল। প্রহ্লাদ পিতৃ-পরিচ্ছদের কারুকার্য্যগুলি দেখিতেছিল এবং হস্ত দিয়া নাড়িতেচাড়িতে-ছিল ; হিরণ্যকশিপু স্নেহময় হস্তে প্রহ্লাদের মস্তক, চিবুক, বক্ষ স্পর্শ করিতেছিলেন ; সভা নিস্তব্ধ ছিল।]

হিরণ্য। কৈ, মহাত্মা মহানাভ ত এখনও সভাতে উপস্থিত হন্ নি।

প্রতিহারি—

তৎক্ষণাৎ মহানাভের প্রবেশ।

মহা। [প্রবেশ পথ হইতে] না, বাবা! আর প্রতিহারীকে প্রয়োজন হবে না, এই আমি এসেছি।

হিরণ্য। আজ্‌কার সভা-আহ্বানের উদ্দেশ্য কেহই সম্যক্ অবগত নন্; আমি এখনই আমার উদ্দেশ্য সভাস্থলে প্রকাশ কর্‌ব। সকলে স্থির হ'য়ে আমার বক্তব্য শুনুন্।

মহা। বল, বাবা!

হিরণ্য। বল্‌ব কি—বল্‌তে যাচ্ছি; কিন্তু বল্‌বার ভাষা যেন কণ্ঠ পথে এসে রুদ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে! ঐ স্বর্গ-সিংহাসন আজ শূন্য; ঐ রত্ন-খচিত আস্তরণ হ'তে আমার জ্যেষ্ঠের স্মৃতিচিহ্নগুলি যেন ফুটে ফুটে বেরুচ্ছে, আর আমার অন্তরের ভ্রাতৃ-শোকানল কে যেন আরও দ্বিগুণ-রূপে জ্বালিয়ে তুল্‌ছে! হায়! সে বিশাল শাল্মলী তরু আজ কোথায়? ত্রিলোক-বিজয়ী অখণ্ডদোর্দ্দণ্ড প্রতাপ আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর আজ কোথায়?

[চক্ষে বস্ত্র দিয়া কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন; অন্যান্য সকলেই বিষণ্নমুখে নতমস্তক হইলেন। মহানাভের চক্ষু হইতে জলধারা পড়িতে লাগিল। হ্রাদ সেনাপতির কানে কানে কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ধূর্ত্ত সেনাপতি ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া নতমুখে রহিল। প্রহ্লাদ পিতৃ-চক্ষু ধীরে ধীরে মুছাইয়া দিতেছিল।]

প্রবেশ-পথ হইতে উন্মাদ আসিয়া গাহিল।

উন্মাদ।—

গান।

প'ড়ে আছে ওই দেখ, শূন্য সিংহাসন।
দেখে বুক ফেটে যায়, কি করব হায়,
ওগো আমার কে হরিল হৃদয়-রতন!

আমি যার শোকেতে পাগল হ'য়ে হায়,
পথে পথে বেড়াই খুঁজে পাই না যে কোথায়,
বল কোথায় গেলে পাব তারে—
আমার শূন্যময় এই ত্রিভুবন ॥

মহা। [সোচ্ছ্বাসে] ওহো হো! বাবা হিরণ্যাক্ষ! তুমি কোথায়?

উন্মাদ।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

কেন, কিসের তরে ওগো তোমরা বল গো বল,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে এমন ক'রে সর্ব্বনাশ হ'ল;
হায় রে শশিশূন্য নিশার মতন
আজ শূন্য ভবন—শূন্য আসন ॥

[বেগে প্রস্থান।

মহা। কত অনাথকেই টেনে এনে আশ্রয় দিয়েছিল, বাবা! হয়, আজ তারা সকলেই অনাথা—পিতৃহীনা।

হিরণ্য। যাক্, এখন আর শোক প্রকাশের সময় নাই। আমার প্রধান উদ্দেশ্য—প্রথম কর্ত্তব্য—আমার জ্যেষ্ঠ-হন্তার প্রতিশোধ গ্রহণ করা। যতদিন না সেই প্রতিহিংসা সাধন কর্‌তে পার্‌ব, ততদিন আমি ভ্রাতৃ-শোক প্রকাশের অধিকারী নই। খেদ থাকৃত না—দুঃখ থাকৃত না—যদি আমার ত্রিলোক-বিজয়ী ভাই কোন সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে বীরের মত প্রাণ দিতে পার্‌তেন! এ যে তা নয়—এ যে একটা নিকৃষ্ট পশু বরাহের হস্তে নিহত হয়েছেন! এ দুঃখ কি আর রাখ্‌বার স্থান আছে? দানব-ইতিহাসে এ কলঙ্ক-গাথায় চির-কলঙ্কিত থাকৃবে যে? ওঃ, কি গ্লানি—কি ঘৃণা—কি অন্তর্দাহ!

সুভদ্র। দৈত্যেশ্বর! সত্যই ত সে বরাহ-মূর্ত্তি নিকৃষ্ট পশু বংশজাত নয়। দেবর্ষির মুখে শুনেছেন ত, স্বয়ং বৈকুণ্ঠ পতি হরিই বরাহ-মূর্ত্তি

ধ'রে দৈত্যপতিকে সংহার করেছে। সুতরাং পশুর হাতে নিহত হয়েছেন ব'লে গ্লানি বোধ কর্‌বার কারণ কিছুই নাই।

হিরণ্য। জানি, মন্ত্রি! সে কথা জানি। নারদের মুখে সে কথা শুনেছি ব'লেই ত প্রতিহিংসা সাধনের জন্য এতদূর ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছি। কিন্তু ত্রিলোকের লোক ত সে রহস্য অবগত নয়। তারা জান্‌ছে যে, একটা বরাহ হস্তেই হিরণ্যাক্ষ বিধ্বস্ত হয়েছেন। যতদিন না সেই ধূর্ত্ত মায়াবী বৈকুণ্ঠপতিকে ত্রিলোকের সম্মুখে পশুর ন্যায় হত্যা কর্‌তে পার্‌ছি, ততদিন ত্রিলোকের মনে প্রকৃত বিশ্বাস জন্মাতে পার্‌ব না।

মহা। তুমি এখন কি কর্‌বে মনস্থ করেছ, বাবা?

হিরণ্য। আমি ব্রহ্মার তপস্যা কর্‌তে হিমালয়ে যেতে মনস্থ করেছি, মহাত্মন্!

মহা। কিন্তু একটা কথা ব'লে রাখি, বাবা! তুমি যে বৈকুণ্ঠপতির কথা বল্‌লে, আমি তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই দাদার কাছে শুনেছি।

হিরণ্য। কি ব'লেছেন পিতা আপনাকে?

মহা। ব'লেছেন—বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণকে ত্রিসংসারে কেহই পরাস্ত কর্‌তে পারে না।

হিরণ্য। পিতা তাঁর দেবতা পুত্রদের সম্বন্ধে একটু অতিরিক্ত স্নেহ-বান্, তাই অতিরঞ্জিত গুণ-ব্যাখ্যাও তাঁর মুখে শুন্‌তে পাওয়া অসম্ভব বা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়!

মহা। দানবদল-দলন করাই নাকি তাঁর একটী প্রধান কার্য্য।

হিরণ্য। চিন্তিত হবেন না; এ সবই অতিরঞ্জিত।

মহা। মধু আর কৈটভ দৈত্যকে নাকি তিনিই বধ করেছিলেন।

হিরণ্য। সে চালাকী ক'রে। তাদের বধ কর্‌বার বর—ধূর্ত্ত তাদের নিকট থেকেই কৌশলে লাভ করেছিল।

মহা। তার পর—আমার হিরণ্যাক্ষকে ?

হিরণ্য। সেও পশু সেজে—বীরের মত যুদ্ধ ক'রে ত নয় ? দাদা তখন ঘৃণাভরে তাকে গ্রাহ্যই করেন নি। অবহেলায়—চরণে সামান্য কণ্টক বিদ্ধ হ'লেও প্রাণান্ত হওয়া অসম্ভব নয়।

মহা। দেখো, বাবা! খুব বিবেচনা ক'রে কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'য়ো। এক হিরণ্যাক্ষের শোকানলে দিবারাত্র দগ্ধ হচ্ছি, এর পর আর এ ভাঙ্গা বুকে সহ্য হবে না!

হিরণ্য। কঠোর তপস্যালব্ধ বিধাতার বরে আমি নিশ্চয়ই ত্রিলোকে অজেয় হ'য়ে সেই ভ্রাতৃহন্তার প্রাণ-সংহার কর্‌ব।

মহা। যে ব্রহ্মার তপস্যা কর্‌তে যাচ্ছ, তিনিও না কি সেই নারায়ণ হরির উপাসক, বাবা ?

হিরণ্য। তা হোক্, তপস্যার এমনই প্রভাব যে, বাধ্য হ'য়েই তাকে অভিমত বর দিতে হবে।

সত্বর সংহ্লাদের প্রবেশ।

সংহ্লাদ। সকাল থেকেই পিলু আজ কিছু খায় নি, বাবা! জ্যাঠাই-মা তাই পিলুকে খেতে ডাক্‌ছেন।

হিরণ্য। যাও, প্রহ্লাদ অন্তঃপুরে যাও।

প্রহ্লাদ। তুমি আর কাঁদ্‌বে না ত—বাবা, বল ?

হিরণ্য। না, তুমি যাও।

[সংহ্লাদ ও প্রহ্লাদ পরস্পর কণ্ঠবেষ্টন করিয়া প্রস্থান করিল।

মন্ত্রী। রাজ-সিংহাসন যে শূন্য প'ড়ে আছে, দৈত্যনাথ ?

মহা। হাঁ, বাবা! সিংহাসন সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা ত ক'রে যেতে হবে ?

ঘণ্টা। [হ্লাদ্‌কে টিপিয়া] এইবার সখা!

হিরণ্য। হাঁ, তারই ব্যবস্থা কর্‌ব ব'লেই আজ সকলে আহূত হয়েছেন। আমার মন্তব্য এখনই সকলে অবগত হবেন।

হ্লাদ। [জনান্তিকে] সখা! এইবার মা দুর্গাকে ডাক।

ঘণ্টা। [জনান্তিকে] আর কাউকে ডাক্‌তে হবে না, রাজ-মুকুট তোমার মাথায় উঠ্‌বে ব'লে নিজেই দেখ না, মহা ব্যস্ত হ'য়ে তোমার দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে রয়েছে!

হ্লাদ। [জনান্তিকে সহাস্যে] তা' হ'লে তোমায় দুধ দিয়ে নাওয়াব, সখা!

হিরণ্য। বৎস সুবাহু! আমার কাছে এস।

[সুবাহু বিনীতভাবে কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন]

হ্লাদ। [জনান্তিকে উদ্বিগ্ন মনে] তাইত কাছে ডেকে নিলে যে, সখা?

ঘণ্টা। [জনান্তিকে] বোধ হয়, স্পষ্টাস্পষ্টি ব'লে দেবেন্ যে, তোমার বাপু হবে না।

হিরণ্য। বৎস! তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাবাহুকে তোমার মনে পড়ে কি?

সুবাহু। একটু—একটু। আমি তখন নিতান্ত শিশু।

হিরণ্য। হাঁ, তুমি তখন নিতান্ত শিশু। হায়, পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে সর্পাঘাতে তার মৃত্যু হয়। মহাবাহু জীবিত থাক্‌লে স্বর্গ-সিংহাসন আজ তারই প্রাপ্য হ'ত; কিন্তু সে আশা যখন আর নাই, তখন সেজন্য চিন্তা করা এখন বৃথা।

মহা। আহা, ভাই আমার দিবারাত্র আমারই কাছে থাক্‌ত! তার সঙ্গে কত রঙ্গ কর্‌তাম! এখনও সেই হাসিভরা মুখখানি যেন আমার চোখের উপরে ভাস্‌ছে, বাবা!

হিরণ্য। সুবাহু! এখন তোমার এই শূন্য পিতৃ-সিংহাসনের অধিকারী কে?

[হ্লাদ অতিশয় ব্যাকুলতা প্রদর্শন করিতেছিল]

সুবাহু। আপনিই জানেন্, আমি কিছুই জানি না।

হিরণ্য। আজ যদি এই স্বর্গ-সিংহাসন তোমাকে প্রদান না ক'রে আমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র হ্লাদকে প্রদান করি, তা হ'লে কি তুমি খুবই দুঃখিত আর আমার উপর অসন্তুষ্ট হবে?

[হ্লাদ ও ঘণ্টাকর্ণ দুইজনে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিতেছিল]

সুবাহু। হে পরমপূজ্য পিতৃব্য! আজ আমি পিতৃহীন ব'লে কি আমার প্রাণে ব্যথা দিচ্ছেন? আমি ত জানি, আমার পিতা আজ স্বর্গগত হ'লেও আমি সত্যসত্যই পিতৃহীন হই নি। আমার পিতৃস্থানের অভাব পূর্ণ ক'রে সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন—এক স্নেহময় কোল পেতে আমার চির স্নেহময় পিতৃব্যদেব। পিতৃ-সিংহাসন কে পাবে-না-পাবে, সে চিন্তা কর্‌বার জন্য আমি ত ব্যস্ত নই, কাকা; আমি জানি—আমার পিতৃ-স্থানীয় পিতৃব্যদেবের আদেশ-পালনই আমার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। এ ছাড়া ত আর কিছুই জানি না আমি।

হ্লাদ। [জনান্তিকে] দেখ্‌ছ, সখা! তোষামোদের ঘটাটা?

মহা। আহা, দাদা আমার বড় সরল—বড় সরল, বাবা!

হিরণ্য। হাঁ, এই অতিরিক্ত সরল ব'লেই—[সেনাপতির দিকে কটাক্ষ করিয়া] ধূর্ত্তগণ তাদের কূট-অভিসন্ধি সিদ্ধ ক'রে নেবার সুযোগ পায় আর গৃহ-বিদ্বেষের বীজ বপন কর্‌বার চেষ্টা পায়।

সুবাহু। [নতজানু হইয়া করযোড়ে] হে পরমপূজ্য পিতৃব্য-দেব! সত্যই আমি অন্যের পরামর্শে অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্যও একদিন আমার এমন উদার-হৃদয় স্নেহময় পিতৃব্যদেব সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণাকে হৃদয়ে পোষণ

ক'রেছিলাম, সে কথা এখন আমার মনে প'ড়ে গেল। তার জন্য আমি নিশ্চয়ই অপরাধী। আমি সেই অপরাধের দণ্ড নিতে প্রস্তুত আছি। আমাকে উপযুক্ত দণ্ড দিন্।

হিরণ্য। আমি সে সংবাদ রাখ্‌তাম। এরূপ ঘট্‌তে পারে ব'লেই আমি এ কয়দিন স্বর্গ-সিংহাসন শূন্য রেখে কুমারকে পরীক্ষা কর্‌ছিলাম।

সুবাহু। আমি অকপটে স্বীকার কর্‌ছি—আমি মাত্র সেই মুহূর্ত্তের অপরাধে অপরাধী। আমায় উপযুক্ত দণ্ড দিয়ে আমার অনুতপ্ত হৃদয়ের গ্লানি দুর ক'রে দিন্, পিতৃব্য!

হিরণ্য। তারই ব্যবস্থা কর্‌ছি। দাঁড়াও আমার সম্মুখে স্থির হ'য়ে, সুবাহু। দণ্ড নেবার জন্য প্রস্তুত হও।

[সুবাহু যুক্তকরে নতশিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন]

হ্রাদ। [জনান্তিকে] কেমন চাঁদ! এইবার সিংহাসনে বসা হয়েছে? সখা! আনন্দ যে আর চেপে রাখ্‌তে পার্‌ছি না!

ঘণ্টা। [জনান্তিকে] আর এক মুহূর্ত্তকাল চেপে রাখ।

হিরণ্য। [উত্থিত হইয়া সুবাহুর দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া] শুভাকাঙ্ক্ষী মন্ত্রি! পরম হিতৈষী মহাত্মা মহানাভ! আর অন্যান্য সভ্যগণ! প্রজাবৃন্দ! আমি আজ আমার স্বর্গীয় জ্যেষ্ঠ সহোদর দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ মহামতি হিরণ্যাক্ষের শূন্য-সিংহাসনে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ সুবাহুকে স্বহস্তে প্রতিষ্ঠিত কর্‌লাম [সিংহাসনে সুবাহুকে বসাইয়া রাজমুকুট লইয়া] আর এই রাজমুকুট স্বহস্তে শ্রীমানের মস্তকে পরিয়ে দিলাম। [তথাকরণ এবং রাজদণ্ড লইয়া হাস্যমুখে] এই নাও, বৎস! এই তোমার অপরাধের ন্যায্য দণ্ডগ্রহণ কর। [প্রদান] এ হ'তে তোমাকে আর অন্য দণ্ড দিতে তোমার পিতৃব্য জানে না। সকলে নবীন সম্রাটের জয়ধ্বনি কর।

অধিকাংশ সকলে। জয় নবীন সম্রাট্ দৈত্যপতি সুবাহুর জয়!

[তিনবার জয়ধ্বনি করণ]

[হ্লাদ কাঁপিতে কাঁপিতে অবসন্নভাবে ঘণ্টাকর্ণের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িতেছিল।]

ঘণ্টা। একি—একি, সখা! [হ্লাদকে বসাইয়া নিজ উত্তরীয় দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিল।]

মহা। [ব্যস্তভাবে] কি হ'ল? কি হ'ল?

হিরণ্য। [দেখিয়া গম্ভীর ও কঠোরস্বরে] কাপুরুষ মূর্খদের যা হ'য়ে থাকে, তাই হয়েছে; আপনার কোন চিন্তার কারণ নাই। যাও, ঘণ্টাকর্ণ! এখনই ঐ অধম কাপুরুষটাকে নিয়ে স্থানান্তরে যাও।

ঘণ্টা। কৈ, সেনাপতি—না, ভুলে গিয়েছিলাম, আমি নিজেই নিয়ে যাচ্ছি। [নিম্নস্বরে] একেবারে আকাশ থেকে ভুঁয়ে প'ড়ে যাওয়া! আঘাতটা কি কম গা?

[ধীরে ধীরে হ্লাদকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান।

হিরণ্য। [বিরক্তভাবে রুক্ষদৃষ্টিতে চাহিয়া স্বগত] অপদার্থ কুলাঙ্গার কোথাকার! [নিজ আসনে বসিলেন]

সুবাহু। [উঠিয়া করযোড়ে হিরণ্যকশিপুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া] হে পরম পূজ্য পিতৃব্যদেব! এ কি কঠোর দণ্ড আমাকে প্রদান কর্‌লেন? আমি যে অক্ষম—দুর্ব্বল! আমি করযোড়ে আন্তরিক প্রার্থনা করছি, এই সিংহাসন আমার অগ্রজ যুবরাজ হ্লাদকে প্রদান করুন; আমি সর্ব্বান্তঃকরণে অবনতমস্তকে তাঁর সমস্ত নিদেশ পালন ক'রে কৃতার্থ হ'ব।

হিরণ্য। যাও, সুবাহু! সিংহাসনে উপবেশন কর গে। আমার বক্তব্য এখন শেষ হয় নাই।

[সুবাহু ধীরে ধীরে আসিয়া সিংহাসনে বসিলেন]

হিরণ্য। মন্ত্রি! আজ হ'তে তুমি প্রভু-পুত্রের মঙ্গলের জন্য কায়-মনোবাক্যে নিয়োজিত হ'লে। আশা করি, সুবাহু বালক হ'লেও তোমার মত দূরদর্শী সু-মন্ত্রীর মন্ত্রণায় পিতৃ-সিংহাসনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে সমর্থ হবে।

সুভদ্র। দৈত্যনাথ! এ বৃদ্ধ তার জীবন দিয়েও প্রভু-পুত্রের হিত-সাধনে ক্রুটি কর্‌বে না।

হিরণ্য। মহাত্মন্ মহানাভ! আজ আমি আপনাদের আশীর্ব্বাদ নিয়ে তপস্যা যাত্রা কর্‌ব। আমি আজ আমার পুত্রাপেক্ষা প্রাণাধিক কুমার সুবাহুর মস্তকে যে দুরূহ রাজ্যভার অর্পণ ক'রে যাচ্ছি, সে কেবল আপনি আর মন্ত্রীর ভরসায়। বর্ত্তমান রাজ্য কুমারের পক্ষে নিষ্কণ্টক নয়, এ কথা আমি বিশেষরূপেই অবগত আছি। কখন্ কোথা হ'তে কোন্ অনল জ্ব'লে উঠে, অশান্তি উৎপাদন কর্‌বে, তার স্থিরতা নাই। আপনার স্নেহ-হস্ত যেন সর্ব্বদাই কুমারকে বিপদ্ হ'তে রক্ষা করে, এই আমার প্রার্থনা।

মহা। আর কি শক্তি আছে এই বৃদ্ধের, বাবা? তবে এই দীর্ণ বুকের জীর্ণ হাড়গুলি যতক্ষণ না ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে যাবে, ততক্ষণ আমার ভাইকে আমি এই বুকটোর ভেতর পূরে রেখে দেবো, কেউ তার গায়ে হাতটী দিতে পার্‌বে না। আজ আমার হিরণ্যাক্ষের ব্যাটাকে রাজ-সিংহাসনে বস্‌তে দেখে, একদিকে শোক আর একদিকে আনন্দ যেন উথ্‌লে উঠ্‌ছে! হে ভগবান্! হে করুণানিদান! আমার দাদুর মস্তকে তোমার অনন্ত করুণাধারা বর্ষিত হোক্! *

হিরণ্য। সেনাপতি দুষণ! তোমাকে কয়টা অপ্রিয় সত্যকথা বল্‌ব। আমি জানি, মন্ত্রী আর সেনাপতিই রাজার রাজ্যপালন-সম্বন্ধে দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। কিন্তু তুমি রণ-নিপুণ বীর হ'লেও বর্ত্তমানে তোমার চরিত্র সম্বন্ধে অনেক নিন্দা-গ্লানি শুন্‌তে পাওয়া যাচ্ছে। তুমি আমার পুত্র হ্লাদকে

কুপথে পরিচালিত ক'রে নিয়ে বেড়াচ্ছ। কুমার সুবাহুর প্রতিও তুমি কোনও কারণে তুষ্ট নও, তাও আমি অবগত আছি। তথাপি আমি তোমাকে সেই সুবাহুর দক্ষিণবাহু-স্বরূপ ক'রে রেখে যাচ্ছি।

সহসা উন্মাদের প্রবেশ।

উন্মাদ।—

গান।

বাস্তু ঘুঘু ধরা পড়েছে।
এ কি কামারের কাছে সূচ চুরি গো,
এবার সকল ফন্দি ভেঙেছে॥
ও যে দুষ্ট শনি কর ওরে দূর,
নইলে নষ্ট করবে সকল সৃষ্টি দিয়ে দৃষ্টি ক্রূর,
ও যে ন্যাজ কাটা সাপ কি বিষম পাপ
ঘরের ভিতর ঢুকেছে॥

হিরণ্য। শুন্‌ছ, তোমার চরিত্র-বর্ণনা? তথাপি তোমাকে এবার ক্ষমা কর্‌ছি, সেনাপতি! তুমি যত অন্যায়ই কর না কেন, তবুও তুমি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের একান্ত প্রিয়পাত্র ছিলে। তোমাকে যিনি নিজের হাতে সর্ব্ব বিষয়ে গ'ড়ে তুলেছিলেন, পুত্রাধিক স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন, তাঁর সেই স্নেহের ঋণ তুমি তাঁর পুত্র কন্যার উপরে অন্যায় আচরণ ক'রে পরিশোধ করতে চেষ্টা কর্‌ছ? এমন অকৃতজ্ঞ তুমি? এমন নীচ তুমি? এমন কাপুরুষ তুমি?

দূষণ। [নতজানু হইয়া বসিয়া] অধমকে ক্ষমা করুন, দৈত্যনাথ! আমাকে আর একবার আমার অন্যায় ব্যবহারের সংশোধনের একটা সুযোগ দিন্, আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে নি। আমার আর বল্‌বার কিছুই নাই, দৈত্যপতি!

হিরণ্য। বৎস সুবাহু! সেনাপতিকে ক্ষমা ক'রে আর একবার পরীক্ষা ক'রে দেখ। কিন্তু সর্ব্বদা কঠোর দৃষ্টি রাখ্‌তে ভুলো না যেন এর পর। এখন তুমি যে বিপৎসঙ্কুল গুরুভার গ্রহণ করলে, এর কর্ত্তব্য—এর দায়িত্ব বড় গুরুতর! প্রতি কার্য্যে মন্ত্রীর উপদেশ গ্রহণ ক'রে ধীর ভাবে বিবেচনার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে। তোমাকে পুনঃ পুনঃ সাবধান ক'রে দিচ্ছি, আমার স্বর্গীয় সহোদর তোমার পিতৃদেবের প্রতিষ্ঠিত এই স্বর্গ-সিংহাসনের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে যেন তিলমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ না হয়। তোমাকে এই গুরু কর্ত্তব্য প্রদান ক'রে আমি যেন নিশ্চিন্ত মনে আমার মহা সাধনায় নিযুক্ত হতে পারি। মনে রেখো—দেবতার দল এখন সুযোগ পেয়ে তাদের স্বর্গরাজ্য উদ্ধারের জন্য এবার বিপুল উদ্যমে চেষ্টা করবে; দেখো যেন যুদ্ধ উপস্থিত হ'লে তোমার দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ তরবারি প্রাণ থাকৃতে মুষ্টিচ্যুত না হয়। দানবের জাতীয় গৌরব—জাতীয় মর্য্যাদা রক্ষার সমস্ত ভারই এখন তোমার উপরে ন্যস্ত রইল।

সুবাহু। আশীর্ব্বাদ করুন, শেষ নিঃশ্বাস পতন পর্য্যন্ত যেন পিতৃব্যের এই মহাশিক্ষার মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারি। [পদধূলি গ্রহণ]

মহা। বাবা, এই বৃদ্ধের একটা কথা শোন! তুমি আরও কিছুদিন রাজ্যে থেকে আমার এই ভাইটিকে এইরূপ কর্ত্তব্য শিক্ষা দিয়ে উপযুক্ত ক'রে রেখে যাও।

হিরণ্য। [মৃদুহাস্যে] কোন চিন্তা নাই, মহাত্মন্! আমি কখনও অযোগ্য পাত্রে এই দায়িত্বপূর্ণ গুরুভার অর্পণ ক'রে যাচ্ছি নে। আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, আমার সুবাহু কখনও তার পিতৃ-সিংহাসন কলঙ্কিত ক'রে অসুর-গৌরব-জ্যোতিঃ নিষ্প্রভ করবে না। তথাপি অতিরিক্ত সাবধান করছি কেন? সরলপ্রাণ কুমারের হৃদয় বজ্রের ন্যায় দৃঢ় করতে—মৃত্যুর মত কঠোর করতে।

মহা। তা দেখ—বাবা, তুমি ত সবই বোঝ ! তবে তুমি রাজ্যে কিছু দিন বর্ত্তমান থাকলে, ভাই আমার পর্ব্বতের আড়ালে থেকে নিশ্চিন্ত মনে কাজ করতে পারত।

হিরণ্য ! আপনার কথা খুবই সত্য, এ আমি অস্বীকার করছি না; কিন্তু আমার প্রাণ যে আর এক মুহূর্ত্ত ও গৃহে থাকতে চায় না। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের হত্যা-স্মৃতি যেন জ্বলন্ত অনলের মত আমার অন্তরকে দগ্ধ ক'রে দিচ্ছে। উঃ কি পরিতাপ ! কি অন্তর্জ্বালা ! আমি এখনও সেই ভ্রাতৃহন্তাকে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যেতে দিচ্ছি ? এখনও হিরণ্যকশিপু তার ভ্রাতৃহন্তার হৃৎপিণ্ডটা স্বহস্তে উৎপাটন না করে জড়ের মত অপেক্ষা করছি ? এখন সেই বরাহমূর্ত্তি হরিকে অতি নৃশংস ভাবে হত্যা ক'রে, তার সেই উত্তপ্ত রুধির-ধারা দিয়ে জ্যেষ্ঠের প্রেত-তর্পণ না ক'রে নিরস্ত আছি ? না—আর না, মহাত্মন্ ! আর আমাকে কোন বাধা দিতে চেষ্টা করবেন না। উত্তেজনার ভৈরব তাড়িত-শক্তি আমাকে তীব্রবেগে সঞ্চালিত করছে। শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে উষ্ণ শোণিত-স্রোত অতি দ্রুতবেগে সঞ্চালিত হচ্ছে। আমি এখনই যাত্রা করব, আর তিলার্দ্ধও অপেক্ষা করব না। [সহসা উত্তেজিত হইয়া] ঐ যে—এ যে দাদার প্রেতাত্মা আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করছে, আর অঙ্গুলি-সঙ্কেতে সেই পরমশত্রু হরিকে দেখিয়ে দিচ্ছে ! ঐ যে সেই বরাহ—বরাহ-মূর্ত্তি ! বরাহ-মূর্ত্তি এখনই সংহার করব।

[সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কোষ বদ্ধ তরবারিতে হস্ত প্রদান করিলেন ; তৎক্ষণাৎ মন্ত্রী গিয়া হস্তদ্বয় ধরিলেন।

মন্ত্রী। স্থির হন্—স্থির হন্, দৈত্যনাথ !

হিরণ্য। [আসনে বসিয়া স্থির হইয়া] ওঃ, বড় উত্তেজিত হ'য়ে পড়েছিলাম। পারি না যে আর—মন্ত্রি ! যখনই সেই জ্বলন্ত স্মৃতি জেগে

ওঠে, তখনই এইরূপ উত্তেজনা এসে আমাকে দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য ক'রে স্থান, কাল, পাত্র সব ভুলিয়ে দেয়।

মহা। আহা! এমন ভ্রাতৃ-স্নেহ—এমন ভ্রাতৃ-সদ্ভাব আর ত কোথাও দেখা যায় না! দুটীতে যেন একই আত্মা—ভিন্ন দেহ মাত্র ছিল। একজন 'ভাই' বল্‌তে অজ্ঞান, আর একজন 'দাদা' বল্‌তে অজ্ঞান! সবই ত চোখের উপর দেখ্‌ছি, বাবা!

হিরণ্য। যাক্, আর কালবিলম্ব কর্‌ব না। বৎস সুবাহু!

সুবাহু। আদেশ করুন, পিতৃব্য!

হিরণ্য। তোমাকে উপসংহারে আরও কিছু বল্‌বার আছে, শোন! দেখ, আমার জ্যেষ্ঠপুত্র হ্লাদ তোমার এ সিংহাসন-প্রাপ্তিতে সুখী নয়, তা বোধ হয়, এই সভাস্থলেই আজ বুঝ্‌তে পেরেছ? বিশেষতঃ আমি বর্ত্তমান না থাক্‌লে মূর্খ কাপুরুষ হয় ত তোমার অনিষ্ট কর্‌বার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা কর্‌বে; কিন্তু তখন যেন ভ্রাতৃস্নেহে অন্ধ হ'য়ে রাজ-কর্ত্তব্য ভুলে যেয়ো না। রাজদ্রোহীকে যেরূপ কঠোর দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য, ঠিক সেই দণ্ডই দেবে; একটুও ইতস্ততঃ ক'রো না। এ ভিন্ন হ্লাদ সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় আদেশ—সে মূর্খ, উচ্ছৃঙ্খল, বিলাসপরায়ণ যুবক; তার চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে তোমাকে। বিপথগামী হ'তে দেখ্‌লে, তখনই তার সংশোধন করতে চেষ্টা কর্‌বে। তার জন্য যদি কঠোর শাস্তি দেবার প্রয়োজন বোধ কর, তাই কর্‌বে। এ আমার দৃঢ় আদেশ ব'লে মনে রেখো।

মহা। ও ভাই আমার কি তা পার্‌বে, বাবা? ওর প্রাণে যেরূপ দয়ামায়া, তাতে ভাই আমার ও সব কড়া কাজ কি করতে পার্‌বে?

হিরণ্য। নিশ্চয়ই পার্‌বে—পার্‌তে হবে! সম্রাটের কর্ত্তব্যই এই-রূপ বজ্রের ন্যায় কঠোর। কর্ত্তব্যের অনুরোধে স্নেহ মমতা, ক্ষমা দয়া,

এ সব কোমল বৃত্তিগুলি হৃদয় হ'তে উৎপাটিত ক'রে দিতে হবে। মন্ত্রি! তোমার বিচক্ষণতার উপরেই সমস্ত নির্ভর করছে কিন্তু। তুমি আমার প্রাণাধিক সুবাহুকে দিয়ে সমস্ত কার্য্যই করিয়ে নেবে।

মন্ত্রী। দৈত্যপতি! সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। আমাকে কিছু বল্‌তে হবে না।

হিরণ্য। আর একটি প্রয়োজনীয় কথা শোন, মন্ত্রি! শোন, সুবাহু! আজই রাজ্যমধ্যে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা ক'রে দাও—এ রাজ্যমধ্যে কেউ যেন আজ হ'তে হরিনাম উচ্চারণ করে না। দেবর্ষির মুখে শুনেছি, ওর অনেকগুলি নাম আছে—হরি, নারায়ণ, কৃষ্ণ প্রভৃতি; আর সংসারে অনেকেই না কি তার ভক্ত আছে। সেইজন্য তাদের বিশেষভাবে সাবধান আর সতর্ক ক'রে দেবে যে, কেউ যেন সেই হরির পূজা বা তার কোন একটি নাম উচ্চারণ করতে না পারে। যদি করে, তবে তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করবে।

সুবাহু। এখনই ঘোষণা প্রচারিত হবে।

হিরণ্য। আর একটী কাজ ক'রো, বৎস! সংহ্লাদ আর প্রহ্লাদকে বিদ্যাশিক্ষা দেবার জন্য গুরু-পুত্রদ্বয়কে শীঘ্র নিয়োজিত করবে। আপাততঃ তাদের কিছুদিন গুরুগৃহে না রেখে, গৃহে রেখেই শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে দেবে। গুরুদেব শুক্রাচার্য্য এখন তপস্যায় নিরত আছেন, তাঁর উপযুক্ত পণ্ডিত পুত্রদ্বয়কেই রাজপুত্রদের শিক্ষা দেবার জন্য স্থির ক'রে গেছেন।

সুবাহু। আমি আজই তাঁদিগে আহ্বান ক'রে আন্‌ব।

হিরণ্য। আর আমার বল্‌বার এখন কিছুই নাই। সেনাপতি! তোমাকে আমি আবার সাবধান ক'রে দিয়ে যাচ্ছি; আত্ম-অপরাধের জন্য যদি যথার্থই অনুতপ্ত হ'য়ে থাক, উত্তম! নতুবা পরিণাম তোমার অতি ভয়াবহ—অতি শোচনীয় হ'য়ে দাঁড়াবে কিন্তু ব'লে যাচ্ছি।

দূষণ। [করযোড়ে] একবার পরীক্ষা ক'রে দেখুন, দৈত্যপতি।

হিরণ্য। হাঁ, সেই পরীক্ষার জন্যই তুমি এ যাত্রা অব্যাহতি পেলে। এখন বৎস সুবাহু! আমি বিদায় হচ্ছি—আশা করি, আমার বাক্যগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। মন্ত্রি! মহাত্মন্! হৃষ্টচিত্তে সকলেই আমাকে আজ বিদায় দিন্। আমি এই শুভ-মুহূর্ত্তে তপস্যায় যাত্রা করি।

মহা। [ছল্ ছল্ নেত্রে রুদ্ধকণ্ঠে] আয়—বাবা, আয়—একবার বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরি। [হিরণ্যকশিপুকে বক্ষে ধরিয়া] আহা-হা! আমার হিরণ্যাক্ষের শোকানলে যেন শীতল তুষার ধারা বর্ষিত হ'ল। আশীর্ব্বাদ করি, মনোবাসনা পূর্ণ হোক্। ফিরে না আসা পর্য্যন্ত এ বৃদ্ধ তোর আশা-পথ পানে চেয়ে প'ড়ে থাক্‌ল। আর কি বল্‌ব?

হিরণ্য। পিতৃ-স্নেহের প্রকৃত অধিকারী দেবতারা হ'লেও আমরা দু'ভাই একমাত্র এই পিতৃস্থানীয় স্নেহবান্ মহাত্মার স্নেহ-রসেই পুষ্ট হ'য়ে এসেছি। আশা করি, আমার বংশধরগণও সে স্নেহাস্বাদে বঞ্চিত হবে না। এখন আসি তবে। [মুক্ত হইয়া] আজকার সভা এই পর্য্যন্ত। বল সকলে সমস্বরে—জয় নবীন-সম্রাট্ দৈত্যপতি সুবাহুর জয়!

সকলে। জয় নবীন-সম্রাট্ দৈত্যপতি সুবাহুর জয়!

সহস্র পুরবাসী যুবক ও বালক-বালিকাগণ আসিয়া বিদায়-গান করিল।

সকলে।—

গান।

জয়তি জয়তি হে দানব-পতি,
করিছ সম্প্রতি তপস্যার গমন।
সাধনায় হবে সিদ্ধি, ঘটিবে আত্মশুদ্ধি,
হইবে যশোবৃদ্ধি ব্যাপি ত্রিভুবন।

করিয়া আত্ম-স্বার্থ বিসর্জ্জন,
নবীন সম্রাটে দিলে সিংহাসন,
ধন্য ধন্য অতি তুমি মহামতি,
করিলে সংসারে পুণ্য অর্জ্জন ॥
হে নব সম্রাট, শিষ্ট শান্তমতি,
রাখ হে দানব-গৌরব সুখ্যাতি
হে শ্রীমান্—হে ধীমান্—হে ন্যায়বান্—হে প্রীতিপরায়ণ ॥

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর

রাণী কয়াধু ও পুত্র হ্লাদের কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ ।

কয়াধু । না—পুত্র, তা হ'তে পারে না ; সিংহাসনে তুমিই বস্‌বে !

হ্লাদ । পিতা যে সভা ডেকে সুবাহুকেই সিংহাসন দিয়ে গেলেন ?

কয়াধু । তিনি দিয়ে গেছেন, আমি তা দেবো না ।

হ্লাদ । সকলেরই যখন সেই মত, তখন তুমি একা কি কর্‌তে পার, মা ?

কয়াধু । মূর্খ, আমি যা পারি, তা কেউ পারে না । আমি দানব-পুত্রী কয়াধু । কয়াধুর পুত্র কখনও পরমুখাপেক্ষী হ'য়ে জ্ঞাতিভ্রাতার দাসত্ব কর্‌বে না ।

তৎক্ষণাৎ সেনাপতি দূষণের প্রবেশ ।

দূষণ । নিশ্চয়ই না, মহারাণি ! এই ত জননীর কথা—এই ত দানব-রাণীর কথা !

হ্লাদ । [সানন্দে] সেনাপতির আমার উপরে ভারি টান্, মা ! আমার জন্য সেনাপতি সব কর্‌তে পারে ।

কয়াধু । সে কথা আমি জানি, পুত্র ! সেইজন্যই এই অন্তঃপুরে সেনাপতিকে ডেকে পাঠিয়েছি ।

দূষণ । কি আদেশ হয়, মহারাণি ?

কয়াধু । আগে পুত্রকে সিংহাসনে বসাও, তারপর মহারাণী সম্বোধন ক'রো ; নতুবা ও সম্বোধন আমার কানে বিদ্রূপ শোনায়, সেনাপতি ! বড় রাজার মৃত্যুর পর যদি একদিনও দৈত্যনাথ সিংহাসনে ব'সে যেতেন, তা' হ'লেও মহারাণী কথার সার্থকতা আমার থাক্‌ত ; কিন্তু তা হয় নি । তার পর নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রকেও যদি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে যেতেন, তা' হ'লেও আমার রাজমাতা বা মহারাণী সম্বোধনের মূল্য থাক্‌ত । কিন্তু এ যে সবই বিপরীত হ'য়ে গেল, সেনাপতি !

দূষণ । কি করব ? সুবাহুকে সিংহাসনে বসাবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও জান্‌তে পারি নি যে, দৈত্যপতি এমন অবিচার ক'রে বস্‌বেন ।

কয়াধু । হাঁ, অতিরিক্ত ভ্রাতৃশোকে তাঁর বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটেছিল । ভ্রাতৃহন্তার প্রতিশোধ গ্রহণের ভীষণ উত্তেজনায় তাঁর হিতাহিত বিবেচনা কর্‌বার শক্তিকে মাথা তুল্‌তে দেয় নাই । তাঁর সে মহাত্রুটির সংশোধন আমাকেই এখন ক'রে নিতে হবে । তুমি যখন আমার হস্তগত, এক ফুৎকারে সব উড়িয়ে দেবো—সব ভেঙে দেবো ।

দূষণ । চিরদাস সর্ব্বদাই মহারাণীর আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে অপেক্ষা কর্‌বে ; সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন, মহারাণি !

হ্লাদ। বলিইছি ত সেনাপতির আমার উপরে বিশেষ টান্ আছে ব'লে, পিতা সেদিন সভামধ্যে সেনাপতিকে কঠোর তিরস্কার করেছেন।

কয়াধু। বলিইছি ত, তাঁর বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটেছিল! নতুবা সংসারে এমন নির্ব্বোধ কে আছে, এমন সুযোগ পেয়েও নিজের পুত্রকে সিংহাসন না দিয়ে, দিলেন গিয়ে নিজে শেষে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে।

হ্লাদ। আমি যখন রাজসভাতে পিতার মুখে ঐ বজ্রবাণী শুন্‌লাম, তখন আমি মাথা ঘুরে ঘণ্টাকর্ণের গায়ের উপর প'ড়ে গেলাম, মা!

কয়াধু। কেন, দৃঢ়স্বরে তাঁর এই আদেশের প্রতিবাদ কর্‌তে পার্‌লে না, মূর্খ?

হ্লাদ। ঐ বুড়োটা আর মন্ত্রীটা যে আমার পক্ষে কোন কথাই কইলে না।

কয়াধু। তাদের ছু'জনের টান্ যে, ঐ বড়রাণীর ছেলের উপরে; তারা ত কোন কথাই কইবে না, সে আমি জানি।

দূষণ। এখন এক কথা হচ্ছে, দৈত্যপতি তপস্যা থেকে ফিরে এলে মহারাণীর ব্যবস্থা যদি না মানেন?

কয়াধু। যাতে মানেন্, তাই কর্‌তে হবে। এমন চক্রান্ত কর্‌তে হবে, যাতে ফিরে এসে দৈত্যপতি ওদের প্রতি খড়্গহস্ত হ'য়ে ওঠেন। সে কৌশল আমি জানি, আমি সে ঠিক ক'রে রাখ্‌ব।

হ্লাদ। আমার মা কি যে-সে মা? দেখ, সেনাপতি! মা কি ক'রে ফেলে।

কয়াধু। হাঁ, ভাল কথা! দৈত্যপতি তপস্যায় চ'লে গেলে না কি দেবতার দল তাদের স্বর্গ উদ্ধার কর্‌বে ব'লে নির্জ্জনে এক গুপ্তসভা আহ্বান করেছিল। গুপ্তচর না কি সে কথা এসে প্রকাশ করেছে?

দূষণ। হাঁ, মহারাণি! গত-রাত্রিতে গুপ্তচরের মুখে ঐ কথাই শোনা গেছে।

কয়াধু। [সানন্দে] তা' হ'লে ঠিক হয়েছে! সে একটা শুভ লক্ষণ আমাদের, সেনাপতি!

দূষণ। কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না ত!

কয়াধু। যথাসময়ে বুঝ্‌তে পার্‌বে। সমস্ত সৈন্যদল ত তোমার করায়ত্ত আছে?

হ্রাদ। এখনই সেনাপতি যদি তাদের প্রাণ দিতে বলেন, এখনই তারা তা দিতে পারে। এমন বাধ্য আর আমি দেখি নাই, মা!

কয়াধু। আরও তাদের বাধ্য কর্‌তে হবে, সেনাপতি! তোমার ইঙ্গিত মাত্রই যেন তোমার ইঙ্গিত মত কাজ করে।

দূষণ। মহারাণীর আশীর্ব্বাদে সৈন্যগণকে সেইভাবেই শিক্ষা দেওয়া গেছে।

কয়াধু। তা' হ'লে আর ভাবি না। এখন দেবতারা কবে—কখন্ স্বর্গ আক্রমণ কর্‌বে, সে সন্ধানটা আমাকে পূর্ব্বেই দিয়ো। আর সেই—ঐ যে—না চুপ্ কর!

সুবাহুর প্রবেশ।

[সেনাপতি একটু লজ্জিতভাবে রহিল]

সুবাহু। [অভিবাদনান্তে] ছোট-মা! আজ গুরুপুত্রদ্বয় প্রহ্লাদের হাতে খড়ি দেবেন; অনুমতি চাইতে এসেছি।

কয়াধু। সে অনুমতি আমার কাছে আর চাইতে আসা কেন? সে অনুমতির কর্ত্তা ত আমি নই এখন? যিনি তার কর্ত্তা, তার কাছেই অনুমতি নেওয়া হ'ক্ গে।

সুবাহু। [সহাস্যে] মায়ের কথা বল্‌ছেন, ছোট-মা? হাঁ, মায়ের

কাছে থাক্‌তেই পিলু ভালবাসে, মা'ও তাকে একটু চোখের আড়াল কর্‌তে চান্ না! আপনি পিলুকে সময়ে সময়ে বকেন ব'লে আর সে এ মুখো মোটেই আস্‌তে চায় না। শুভ-মুহূর্ত্ত উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়, এখনই গিয়ে পাঠারম্ভ কর্‌তে হবে। আপনি শীঘ্রই আসুন, ছোট-মা! পিলুকে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে হবে। দাদাও এস, আমি আর দেরি কর্‌তে পার্‌ছি নে।

[অভিবাদনান্তে প্রস্থান।

হ্লাদ। এত তোষামোদও জানে ওটা! ঐ ক'রেই ত বাবাকে বাধ্য ক'রে ফেলেছে। পিলুকে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে কি যাবে, মা?

কয়াধু। না গেলে কি ভাব্‌তে পারে; বিশেষতঃ সেনাপতিকে এখানে দেখে গেল।

হ্লাদ। তুমিই যাও তবে, আমি গিয়ে আর কি কর্‌ব? ওর রাজ-কায়দা দেখ্‌লে আমার চোখ্ টাটায়।

কয়াধু। প্রহ্লাদকে আর ওদের সংশ্রবে রাখা চল্‌বে না দেখ্‌ছি। যাও—সেনাপতি, কার্য্যান্তরে, আবার তোমাকে পরে অহ্বান কর্‌ব।

হ্লাদ। হাঁ মা, একটা কথা বল্‌ব?

কয়াধু। কি?

হ্লাদ। মন্ত্রীমহাশয় আমাকে কোন আমোদ-প্রমোদ কর্‌তে মানা ক'রে দিয়েছেন। আজ পিলুর হাতে খড়ির দিন, আজ একটু আনন্দ কর্‌ব না?

কয়াধু। কেন—আনন্দ কর্‌বে না কেন? মন্ত্রী নিশ্চয়ই ঐ সুবাহুর পরামর্শ মত তোমাকে নিষেধ করেছে। এখন থেকেই এত আধিপত্য দেখাতে আরম্ভ করেছে? এ যে খুবই অসহ্য ব'লে বোধ হচ্ছে।

হ্লাদ। তুমি একটু উঠে-প'ড়ে না লাগ্‌লে হচ্ছে না, মা! অপমান কর্‌তে তোমার ছেলেরই কর্‌ছে!

কয়াধু। আজ রাত্রিতেই এর চরম যুক্তি স্থির করা যাবে। সেনাপতিকে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো ; আমি চল্‌লাম।

[প্রস্থান।

হ্রাদ। [উভয় করতলে আঘাত করিয়া] বেড়ে আমার মা জননী রে ! সেনাপতি, চল একবার নন্দনবনে, আজ একবার প্রাণভ'রে অপ্সরাদের নাচ-গান লাগাতে হবে।

দূষণ। না, আমার সেখানে যাওটা মোটেই সঙ্গত হবে না, কুমার ! ঘণ্টাকর্ণকে নিয়েই আজকার মত কাজ চালিয়ে নাও গে। এর পর দিন আসুক, তখন সবই হবে।

হ্রাদ। দিন ত এল ব'লে ! মা থাকৃতে আর কোন চিন্তা নাই।

[সেনাপতির হাত ধরিয়া আনন্দে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

স্বর্গপ্রান্ত—নিভৃত প্রদেশ

বিষণ্ণভাবে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, পবন আসীন।

ইন্দ্র। শুনিলে ত, সুরগণ, দেবর্ষির মুখে,
দানবেন্দ্র হিরণ্যকশিপু,
করিছে কি ভীষণ তপস্যা ?
চারিদিকে প্রচণ্ড অনল জ্বালি,
তার মধ্যস্থলে
ঊর্দ্ধপদ, হেঁটমুণ্ড হ'য়ে,
নিরোধি নিঃশ্বাস-বায়ু,

করে তপ হিরণ্যকশিপু।
তপোভঙ্গ হেতু
যত চেষ্টা করা গেল,
সব চেষ্টা ব্যর্থ আমাদের !
ভীষণ সে অগ্নি-দুর্গ মাঝে
না পারিল কেহ প্রবেশিতে।
এবে কি উপায় করা যাবে ?

অগ্নি। বিষম সমস্যা বটে !
কিন্তু পূর্ব্ব হ'তে এ কঠোর তপ
ভঙ্গ যদি নাহি করা যায়,
তা' হ'লে সে দুরন্ত দানব
বিধিদত্ত বরে—
নিশ্চয় অমর হ'য়ে আসিবে ফিরিয়া।

বরুণ। অমরত্ব লভিলে দানব,
ভবিষ্যৎ কোন আশা র'বে না মোদের।
বিপুল বিক্রমে
করি যদি স্বর্গের উদ্ধার,
কিন্তু তাহা হবে পণ্ডশ্রম !

পবন। নিশ্চয় সে হবে পণ্ডশ্রম !
ফিরিবে হিরণ্য যবে
বরদৃপ্ত হুতাশন সম,
কে রোধিবে তার গতি ?
সে জলন্ত পাবক-মাঝারে
হব মোরা ঘৃতাহুতি শুধু !

ইন্দ্র।　তবে কেন বৃথা এই সমর-উদ্যোগ?
দুদিনের স্বর্গ-সিংহাসনে,
দু'দিনের স্বর্গ-অধিকারে,
কিবা লাভ হবে দেবতার?
যখনি আসিবে ফিরি
ভীষণ গর্জ্জনে সেই প্রচণ্ড কেশরী,
ফেরুপাল সম হায়—
তখনি সে স্বর্গ ছাড়ি আমাদের
ঊর্দ্ধশ্বাসে হবে পলাইতে!
ভ্রাতৃ-শোকে উন্মত্ত দানব,
ভ্রাতৃ-হন্তার প্রতিশোধ তরে—
করিছে এ উৎকট তপস্যা।
বাধা যদি নাহি পায়,
নিশ্চয় অমর-বর লভিবে দানব।
অমরের বৈশিষ্ট্য যেটুকু,
এইবার যাবে তাহা চিরদিন তরে।
লভে যদি অমরত্ব হিরণ্যকশিপু,
কি করিবেন নারায়ণ তবে?
অতএব সুরগণ!
হয় কর তপ ভঙ্গ দানবের ত্বরা;
নতুবা এ স্বর্গের দুরাশা
চিরতরে ত্যজি চল রসাতল মাঝে!
চির অন্ধকারময় বায়ু-হীন দেশে—
চল করি চির বাসস্থান।

ধীরে ধীরে পুরুষকার আসিয়া গাহিল।

পুরুষকার।—

গান।

কেন ভীত সঙ্কুচিত হও সুরগণ।
নিরাশা সাগরে কেন কর আশা বিসর্জ্জন ॥
থাকিতে তেত্রিশ কোটী জীবিত অমর,
কেন কর বল এত দানবগণের ডর,
ত্যজি সার পুরুষকার আছ হায়
নির্ব্বিষ ভুজঙ্গ যেমন,
ত্যজ হা-হুতাশ, ত্যজ দীর্ঘশ্বাস
রাখ দৃঢ়ভাবে প্রাণে সে আত্মবিশ্বাস,
যত্ন বিনা কেবা কবে ল'ভেছে অমূল্য রতন ॥

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। যত্ন বিনা রত্ন নাহি মিলে,
সার কথা বটে!
দিলে হে পুরুষকার, তন্দ্রাঘোর ভাঙি!
নির্ব্বিষ ভুজঙ্গ সম
আছি মোরা—সত্য কহিয়াছ।
দানবের পদ-নিষ্পেষণে
ফণা তুলি না করি গর্জ্জন,
গর্ত্তমাঝে আছি লুক্কায়িত।
ধিক্—ধিক্—শত শত ধিক্!
নির্লজ্জ দেবতা মোরা
দৈবমুখ পানে চাহি,
থাকি যেন জীবিত কি মৃত!

এতদূর অধোগতি না হ'লে মোদের,
স্বর্গ হ'তে হই বিতাড়িত ?

অগ্নি।　কহ পুরন্দর ! কি কার্য্য করিলে
দুখ-নিশা হয় অবসান ?
আমি বৈশ্বানর,
দানব, রাক্ষস, দৈত্য যক্ষ কি কিন্নর,
প্রচণ্ড এ কালানল হেরি,
কেবা নাহি ভীতচিত্ত হয় ?
তথাপি আলস্য বশে,
নির্ব্বাপিত হ'য়ে থাকি দিবস রজনী।
এ হ'তে কি গ্লানি বল—আছে মোর আর ?

বরুণ।　প্রলয়-জলধি-জলে
আমি না ডুবাই এই বিধির সৃজন ?
আমি না বহাই সেই—
উত্তাল তরঙ্গক্ষুব্ধ ভীষণ প্রবাহ ?
কিন্তু হায়, একি জড়ভাব !
আছি যেন কার মন্ত্রবলে—
নিঃশব্দ নিস্পন্দ ভাবে
অলস-শয্যার 'পরে করিয়ে শয়ন।

পবন।　আমি প্রভঞ্জন ভীম ঝঞ্ঝা তুলি,
মুহূর্ত্তে করিতে পারি বিশ্ব-উৎপাটন !
মড়্ মড়্ রবে আমারি প্রভাবে,
পড়ে কত বিশাল পাদপ রাজি !
কিন্তু হায়, এবে মৃদুল সমীর হ'য়ে,

ধীরে ধীরে বহি এ সংসারে !
নাহি শক্তি যেন, হায়,
ক্ষুদ্র তৃণে করি সঞ্চালন।
বিসর্জ্জিয়ে চির স্বাধীনতা,
এতদূর অধোগতি হয়েছে মোদের।
স্বাধীন আর পরাধীন মাঝে
আকাশ পাতাল ভেদ আনে চিরদিন।
দাসত্ব-পাদুকা শিরে করিয়ে বহন,
কোন্ দাস প্রভু সনে
পারে মিথ্যা স্পর্দ্ধা দেখাইতে ?

ইন্দ্র। তবে যাও, দেবগণ !
তপোমগ্ন হিরণ্য-সকাশে।
যে,যে ভাবেতে পার—
কর তার তপে বিঘ্নদান।
পার যদি কার্য্য উদ্ধারিতে,
তবে জেনো—দেবত্রাস যাবে দূরে।

অন্য সকলে। এখনি প্রস্তুত মোরা,
চলিলাম হিমালয়ে। [প্রস্থান।

ইন্দ্র। আমিও অলক্ষ্যপথে
বজ্রদণ্ড ধরি করে রহিব প্রস্তুত।
উদ্যম পুরুষকারে করিয়ে আশ্রয়,
শেষ চেষ্টা করিতে হইবে।
দেখি কেবা শ্রেষ্ঠ, দৈব—না পুরুষকার ?

চতুর্থ দৃশ্য

কুসুম-কানন

রাখালবেশে কৃষ্ণ গাহিতেছিলেন। প্রহ্লাদ দূরে থাকিয়া তাহা শুনিতেছিল, আর আকুলপ্রাণে কাছে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল; কিন্তু কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ চাহিতেছিল, কোন্‌দিক্‌ হইতে গানের স্বর কানে আসিতেছিল, তাহা স্থির করিতে পারিল না।

কৃষ্ণ।—

গান।

আয় রে আয় মাণিক আমার,
তোরে বড় ভালবাসি।
তাই তোরই তরে গোলোক ছেড়ে
নিতুই এসে বাজাই বাঁশী॥
জনম জনম ধ'রে,
ঘুরি যে গো তোরি তরে,
কতদিন আর রইবি দূরে,
আমার প্রাণ যে রে উদাসী॥
কত ডাকি কত আসি,
কত নয়ন-জলে ভাসি,
আমি যে তোর তুই যে রে মোর
তাই ত ভালবাসাবাসি॥

[প্রস্থান।

প্রহ্লাদ। [উদ্দেশে ব্যাকুলভাবে] ও গো, কোথা থেকে ডাক গো? আমি যে বুঝ্‌তে পারি না—আমি তোমার কোন সন্ধানই যে পাই গো? দেখা দাও না, কথা কও না, তবু বল আমায় ভালবাস—তবু তরে প্রাণ তোমার উদাসী! এ কেমন ভালবাসা গো তোমার বিদেশী? আমি যে তোমার গানের মানে কিছু বুঝ্‌তে পারি না, গো বিদেশী?

প্রহ্লাদ।— কীর্ত্তন।

"কে তুমি আমারে বল?
অযাচিত ভাবে ফের পাছে পাছে,
বিপদেতে আগে চল॥
ডাকি না তোমারে, তবু তুমি এস,
চাহি না তোমারে, তবু ভালবাস,
জেনেছি গো তুমি আমার
হৃদয়-আকাশ-আলো।
কভু শ্যাম, কভু সখারূপ ধ'রে,
মা হ'য়ে কখন এস স্নেহ-ভরে,
তোমা ধনে ধনী নহে গো যে জন,
তার জনম বিফলে গেল॥"

হাস্যমুখে নারদের প্রবেশ।

নারদ। তা পারবে না, বালক! ওর গানের মানে বোঝা, তুমি ত বালক—আমরা যে এই চুল পাকিয়ে বুড়ো হ'য়ে গেছি, আমরাও বুঝ্‌তে পারি না।

প্রহ্লাদ। কে গো তুমি বুড়ো-ঠাকুর? আমি ত তোমায় চিন্‌তে পারছি না।

নারদ। আর ত কখনও আমায় দেখনি, বৎস! এইবার থেকে চিন্‌বে এমন চেনা চিন্‌বে যে, সংসারে আর কেউ বুঝি এমন ক'রে আমায় কখনও চিন্‌তে পারে নি!

প্রহ্লাদ। আমাদের বাড়ীতে আর কখনও তুমি এসেছ? বাবা কি তোমায় চিন্‌তেন—জান্‌তেন?

নারদ। হাঁ, তোমার বাবা আমায় খুবই চিন্‌তেন—খুবই জান্‌তেন; কত এসেছি— আমি তোমাদের বাড়ীতে!

প্রহ্লাদ। বাবা তপস্যা কর্‌তে চ'লে গেছেন, ঠাকুর! দেখা ত হবে না, মিছেমিছি আসা হ'ল তবে।

নারদ। না, বৎস! এতদিন বরং মিছেমিছি আসা হয়েছিল, কিন্তু এইবারই সত্যিকার আসা হয়েছে।

প্রহ্লাদ। আচ্ছা, ঐ যে কে গান গেয়ে গেল না, যার গানের মানে তুমিও বুঝ্‌তে পার না বল্‌লে—ওকে কি তুমি চেনো, ঠাকুর?

নারদ। ঠিক চিনি কি না, সেটা বলা বড় শক্ত, বালক! তবে কিছু কিছু চিনি।

প্রহ্লাদ। তুমি দেখেছ ওকে?

নারদ। ঠিক ওকে কি না, তা বল্‌তে পার্‌ব না, ও বহুরূপী কিনা কার কাছে কোন্ রূপ ধ'রে কখন্ দেখা দেয়, সেটা বোঝা যায় না।

প্রহ্লাদ। আমায় বড় ভালবাসে বল্‌লে; কিন্তু আমায় দেখাও দেয় না—কাছেও আসে না, তবু রোজই এসে বাঁশী শোনায়।

নারদ। বেশ ত, নাই বা কাছে এলো, নাই বা দেখা দিলে, বাঁশী শুন্‌তে পেলে ত তোমার হ'ল?

প্রহ্লাদ। আমার যে বড় তাকে দেখ্‌তে সাধ হয়, ঠাকুর! কোথায় থাকে, জান্‌তে পারি না ব'লে, খোঁজ কর্‌তেও পারি না?

নারদ। দেখ্‌বার জন্য প্রাণ কি বড় কাঁদে ?

প্রহ্লাদ। হাঁ গো, বড় কাঁদে—প্রাণটা আঁকু-বাঁকু করে।

নারদ। তা' হ'লে ঠিক হ'য়ে এসেছে !

প্রহ্লাদ। কি ঠিক হ'য়ে এসেছে।

নারদ। দেখা পাবার দিন ঘুনিয়ে এসেছে আর কি ?

প্রহ্লাদ। তুমি ত তাকে দেখেছ, কেমন দেখ্‌তে তাকে বল ত ?

নারদ। বড় সুন্দর—এমন সুন্দর আর কোথাও দেখ নি !

প্রহ্লাদ। আকাশে যে চাঁদ ওঠে, তার চেয়েও কি সুন্দর ?

নারদ। অমন শত শত চাঁদ তার পায়ের তলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে !

প্রহ্লাদ। [সাগ্রহে] আমায় একবার দেখাও না তাকে, বুড়ো-ঠাকুর ! আমি তোমাকে বেশি ক'রে ভিক্ষে এনে দেবো।

নারদ। কেন, তুমি তাকে ডাক্‌লেই ত দেখা পাবে। এই বল্‌লে না যে, সে তোমায় ভালবাসে বলেছে ?

প্রহ্লাদ। হাঁ, এই ত গানে ব'লে গেল ; কিন্তু আমি তার নাম জানি না ; কি নাম ধ'রে ডাক্‌ব তবে ?

নারদ। আচ্ছা, আজ সে নামটা তোমাকে শিখিয়ে দিয়ে যাব।

প্রহ্লাদ। এখনই দাও না কেন, আমি ডেকে কাছে আনি।

নারদ। তুমি স্নান করেছ ?

প্রহ্লাদ। না—এখনও করি নি।

নারদ। স্নান ক'রে তবে সে নাম শুন্‌তে হয় !

প্রহ্লাদ। তবে দাসীকে ডাকি, আমায় স্নান করিয়ে দিক্ !

নারদ। না, দাসী স্নান করিয়ে দিলে হবে না। চল, আমার সঙ্গে মন্দাকিনীর তীরে, সেখানে গিয়ে তুমি নিজেই স্নান কর্‌বে।

প্রহ্লাদ। তার নাম শুন্‌তে হ'লে এত কাণ্ড কর্‌তে হয় ?

নারদ। হাঁ, বৎস! গঙ্গাস্নান কর্‌তে হয়—ও সব রাজবেশ ছাড়্‌তে হয়, আমার মত গৈরিক বসন ও নামাবলী ধারণ কর্‌তে হয়।

প্রহ্লাদ। না, তা' হ'লে মা বক্‌বেন।

নারদ। তা' হ'লে ত নাম জান্‌তে পার্‌বে না।

প্রহ্লাদ। আমি ও সব বসন কোথায় পাব?

নারদ। আমার কাছে আছে, আমিই দেবো।

প্রহ্লাদ। চল তবে; না হয় বকুনিই খাব।

নারদ। [স্বগত] এরই নাম অনুরাগ! শ্রদ্ধা আগে, তার পর অনুরাগ, তার পর ভক্তি, তার পর প্রেম। এক এক ক'রে প্রহ্লাদের প্রাণে এই সব দেখা দিচ্ছে। ঠাকুর! তোমার অনন্ত মহিমা! নতুবা দৈত্যের ঘরে প্রহ্লাদের জন্ম হবে কেন?

প্রহ্লাদ। কেন তবে দেরি কর্‌ছ, ঠাকুর?

নারদ। একটুও কি ত্বর্ সইছে না?

প্রহ্লাদ। না, আমি সেই সুন্দরকে দেখ্‌তে না পেলে যে, প্রাণ কিছুতেই ঠাণ্ডা কর্‌তে পার্‌ছি না?

গান।

"আমি নাই-বা ভালবাসিতে জানিনু
তুমি ত জান হে ভালবাসা।
আমি নাই-বা জানিনু সাধনা কেমন,
তুমি ত জান হে সেধে আসা॥
আমি নাই-বা জানিনু ডাকিতে তোমারে
নাই-বা বিদায় দিনু বাসনারে,
আমি নাই-বা ত্রাণ পাইনু রিপু করে,
তুমি তবু ঠেলিবে না, আছে ভরসা॥

আমি নাই-বা গাহিনু তব জয়গান,
নাই-বা গলিল পাষাণ-পরাণ,
আমি নাই-বা পারিনু দিতে প্রতিদান,
তুমি ত রাখ না পাবার আশা ॥
ঘৃণার নয়নে ধরা হেরে যা'য়,
তোমার করুণা সে ত না হারায়,
তাই আশা স্থান পাব রাঙা পায়,
এ দুদিনের কাঁদা-হাসা ॥ *

নারদ। [স্বগত] ব্যাকুলতাও এসেছে ! দীক্ষা দেবার এই উপযুক্ত সময় ; আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

প্রহ্লাদ। চল—ঠাকুর, চল ! আবার যদি অমু-দা এসে পড়ে, তবে যেতে দেবে না কিন্তু।

নারদ। এস তবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

* ঝিঁঝিট—একতালা। "শ্মশানে কেন মা গিরিকুমারী" গানের সুর-তাল-লয় সংযোগে গেয়।

পঞ্চম দৃশ্য

হিমালয়

চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত ছিল, তার মধ্যে তপস্বীবেশে হিরণ্যকশিপু বসিয়া তপস্যা করিতেছিল। সিদ্ধগণ গান করিতেছিল।

সিদ্ধগণ।—

গান।

আজি অচল হিমাচল হইল চঞ্চল
ভয়ে ভীত গিরিবাসী সবে।
কম্পে ঘন ঘন লম্ফে অগণন
পলায়িত জীব যত পরিত্রাহি রবে॥
নাহি ভাসে আকাশে রবি-শশী ত্রাসে,
ভীষণ প্রলয় যেন যেন সৃষ্টি নাশে,
নাহি সমীরণ, নাহি বরিষণ,
নীরব পাখীকুল আকুল ভাবে॥
একি রে দৃশ্য এ বিশ্ব ব্যাপিয়া,
গ্রহ তারা দল পড়িছে খসিয়া,
হইল প্রলয় অকালে উদয়
ভীষণ দানব-তপো প্রভাবে॥

[প্রস্থান।

সভয়ে অগ্নি, পবন, বরুণ, প্রভৃতির প্রবেশ।

অগ্নি। [সভয়ে নিম্নস্বরে] ভায়া পবন! তপস্যা ত অনেককেই করতে দেখা গেছে, কিন্তু এরূপ হিরণ্যকশিপুর—

পবন। [সভয়ে কাঁপিয়া উঠিয়া] চুপ্, নাম ক'রো না ; শুন্‌তে পায় যদি, তা' হ'লে এবার এখান থেকে আমাদের ফিরে যেতে হবে না।

অগ্নি। সত্য বল্‌তে কি, সুরগণ ! আমার ত একেবারে হৃৎপিণ্ড থেকে কাঁপুনি ধরেছে। আমার এত দর্প, এত তেজ সব যেন নিবে শীতল হ'য়ে গেছে !

বরুণ। তুমি স্বয়ং অনল, তোমারই যখন এই কথা, তখন আমার কথা আর কি বল্‌ব ? মনে হচ্ছে যেন, এখনই গিয়ে আমার জলধি-দুর্গের কোন গুপ্ত তলে জন্মের মত লুকিয়ে থাকি গে।

পবন। আমি যে কোন্ চুলোয় যাব, তার কোন একটা স্থির কর্‌তেই পার্‌ছি না ! সকলেরই একটা-না-একটা দাঁড়াবার—লুকাবার জায়গা আছে ; কারও ব্রহ্মলোক—কারও জলধিতল, কিন্তু আমায় যে বিধাতা হাটে, ঘাটে, মাঠে, পথে সর্ব্বত্রই থাক্‌বার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন ; কোথাও গিয়ে দুদণ্ড লুকিয়ে থাক্‌বার যো নাই। গাছের উপরে গিয়ে পাতার আড়ালে লুকাব—অমনি পাতাগুলো ফর্ ফর্ শব্দে ন'ড়ে উঠ্‌বে। জলের তলে গিয়ে পালাব—কাছে গেলেই জল অমনি আগে থেকেই কুলু কুলু তালে নাকে-কান্না জুড়ে দিলে ! তাতেও যদি না শুনি, তা' হ'লে তার পর বিষম গর্জ্জন, তর্জ্জন, আস্ফালন—সাধ্য কি যে গা-ঢাকা দিয়ে থাকব ? হায়—হায়, এ পবনের আর কোনও উপায়ই নাই !

ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। নিশ্চল বজ্র ধ'রে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাক্‌লাম, নিক্ষেপ কর্‌বার শক্তি পঙ্গু ক'রে ফেলেছে—ঐ হিরণ্যকশিপুর তপঃপ্রভাব ! কি লজ্জার কথা ! শত পুরুষকারও এ তপঃপ্রভাবের কাছে জড় সম শক্তিহীন।

বরুণ। [নিম্নস্বরে] ঐ দেখুন, বাসব ! অনল-প্রাচীর-বেষ্টিত

আসনে উপবিষ্ট হিরণ্যকশিপু কি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেছে! এরূপ সাধনায় কি আর অমর না হ'য়ে যায়?

অগ্নি। তবে বিধাতা যে একেবারে অমর-বর দিয়ে ফেল্‌বেন, এরূপ আমার মনে হয় না। চতুরানন সেদিকে বিলক্ষণ চতুর আছেন, কোন একটা ফাঁক রেখে দেবে ।

পবন। এখন আমাদের কি করা স্থির হ'ল? মিছেমিছি এখানে আর আগুন পুইয়ে কি লাভ আছে?

ইন্দ্র। কিন্তু পুরুষকারের উপদেশ পালন কর্‌তেই হবে।

পবন। সুরপতি কি এই হিরণ্যকশিপুর তপস্যা ভঙ্গ কর্‌বার আশা এখনও রাখেন?

ইন্দ্র। না, আপাততঃ আমার স্বর্গ-উদ্ধারের চেষ্টাই কর্‌ব। সেদিকে যদি কৃতকার্য্য হ'তে পারি, তা হ'লে হিরণ্যকশিপুর তপস্যা শেষ পর্য্যন্তও ত অন্ততঃ স্বর্গভোগ করা যাবে।

পবন। হাঁ, তা যাবে।

ইন্দ্র। এ ভিন্ন পুরুষকার দেখাবার আর অন্য পথ নাই। চল, সুরগণ! আমরা প্রবল-বিক্রমে স্বর্গ আক্রমণ কর্‌তে প্রস্তুত হই গে।

[সকলের প্রস্থান।

হিরণ্য। [ধ্যানভঙ্গে] এখনও বিধাতা সদয় হ'য়ে বর দিতে আবির্ভূত হলেন না? আচ্ছা, এইবার আরও কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হব। অতল জলধি-জলে নিমজ্জিত হ'য়ে তপস্যা কর্‌ব। কুম্ভযোগের দ্বারা প্রাণবায়ু নিরোধ ক'রে সাধনা আরম্ভ কর্‌ব। দেখ্‌ব, পদ্মযোনি কিরূপে প্রসন্ন না হ'য়ে স্থির থাক্‌তে পারেন! যাই, এই হিমালয় হ'তে মহাসিন্ধু নীরে নিমজ্জিত হই গে। হয় মন্ত্রের-সাধন, না হয় শরীর-পতন!

[ধীরে ধীরে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

অন্তঃপুর

ভানুমতী ও মহানাভ কথা কহিতেছিলেন।

মহা কেন, দাদা সিংহাসনে বসেছে, তাতে কি হয়েছে ?

ভানু। ঘরে অশান্তি দেখা দিয়েছে যে, বাবা! ভগিনী কয়াধু যে তাতে একটুও খুসী হয় নি, বরং বিশেষ ভাবেই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। আমার সঙ্গে বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করেছে। এ যে বড় কষ্টের কথা, বাবা!

মহা। কি উপায় আছে তার আর বল্? ছোট রাজা নিজেই সভা ডেকে নিজেই হাত ধ'রে ভাইকে আমার সিংহাসনে বসিয়ে গেলেন! বরং ভাই আমার তখন ছোট রাজাকে ব'লেছিল, "আমাকে রাজা না ক'রে যুবরাজ হ্রাদকে রাজা করা হোক্, আমি অবনতমস্তকে তার নদেশ পালন কর্‌ব।"

ভানু। তাতে ছোট রাজা কি উত্তর কর্‌লেন, তখন ?

মহা। ছোট রাজা সে কথা একেবারেই উড়িয়ে দিলেন।

ভানু। তিনি তাঁর মহত্ত্ব দেখিয়ে গিয়েছেন সত্য, কিন্তু এদিকে যে আগুন জ্ব'লে উঠ্‌ল, তার উপায় কি ? আমার ত যেন মনে হচ্ছে, বাবা, যে—সুবাহুর পক্ষে এ রাজ্য চালনা বিষম শক্ত হয়েই দাঁড়াবে! আমি তখন জান্‌তে পার্‌লে, কিছুতেই সুবাহুকে সিংহাসন দিতে দিতাম না।

মহা। হাঁ, দাদুকে সিংহাসন দেবার জন্য ছোট রাজার যেরূপ আগ্রহ দেখা গেল, তাতে কি আর তোর আপত্তিশুন্‌ত, বেটি ?

ভানু। আমি হাতে ধ'রে দেবরকে বুঝিয়ে বল্‌তাম।

মহা। কিছুতেই না। সে যে একগুঁয়ে, তাতে তাকে টলায় কার সাধ্য!

ভানু। কিন্তু আগুন যে জ্ব'লে উঠ্‌ল, তার উপায় এখন কি?

মহা। তার উপায় এখন আমাদের দিয়ে কি হ'তে পারে বল? ছোট রাজা ফিরে না আসা পর্য্যন্ত কোন উপায়ই ত করা যাবে না, বেটি!

ভানু। আমার পিলুকেও বুঝি ছোটরাণী আর আমার কাছে আস্‌তে দেবে না'

মহা। [হাসিয়া] আরে না—না, বেটি! তা কি কখনও হয়? তোর আবার যত অতিরিক্ত সন্দেহ! পিলুকে আবার তোর কাছে আস্‌তে মানা কর্‌বে? ক্ষ্যাপা না পাগল?

ভানু। তুমি বিশ্বাস কর্‌ছ না, বাবা? সত্যি সত্যি এ কথা আজ ছোট রাণী আমাকে শুনিয়ে দাসীর কাছে বল্‌ছিল।

মহা। [সবিস্ময়ে] হাঁ! বলিস্ কি? ও বেটীর মাথাটা তা' হ'লে একেবারেই খারাপ হ'য়ে গেছে বল্?

ভানু। বাবা! তুমি সরল বুদ্ধিতে কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছ না; কিন্তু আমি যেন দেখ্‌তে পাচ্ছি, একটা ভয়ানক বিপদ্ আমাদের মাথার উপর ঘুর্‌ছে।

মহা। চল্ ত দেখি, যাই একবার তুই মা-ব্যাটাতে ছোট রাণীর কাছে। দেখি বেটীর মাথাটা এমন ভাবে কে খারাপ ক'রে দিয়েছে!

ভানু। পিলুর হাতে খড়ির দিন আমি গোপনে ডেকে নিয়ে ভগিনীকে আমার কত বুঝিয়েছি; কিন্তু দেখ্‌লাম, তার চোখ দুটো হিংসায় যেন জ্বল্‌ছে! কোন কথাই তার কানে দাঁড়াল না

মহা। এমন ধারা ব্যাপার! হাঁ, কৈ, বলিস্ নি ত কিছু আমাকে ?

ভানু। ভাব্‌ছিলাম, যদি গোপনে গোপনে আগুন নিবিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমি নিবাতে যত চেষ্টা কর্‌ছি, ততই যেন আগুন আরও জ্ব'লে উঠ্‌ছে। হাঁ, বাবা যদি সত্যি ক'রেই পিলুকে আমার কাছে আস্‌তে না দেয়, তা' হ'লে কি কর্‌ব,, বাবা? কেমন ক'রে পিলুর মুখখানা না দেখে, কেমন ক'রে পিলুকে বুকে না ক'রে বাঁচ্‌ব, বাবা? [কাঁদিয়া ফেলিলেন]

মহা। [ছল ছল্ চক্ষে] কাঁদিস্ নে—বেটি! কাঁদিস্ নে। পিলুর মুখ না দেখ্‌লে কি আমরা কখনও থাক্‌তে পারি? সে যে, তোকে আর আমাকে একেবারে মাটী ক'রে ফেলেছে! এমন মায়াবী ঐ একরত্তি ছেলে! আমাদের কি আর কিছু রেখেছে? এই যে একটু খানিক দেখ্‌তে পাচ্ছি না, বল্ ত দেখি—বেটি, প্রাণটার মধ্যে কেমন খাক্ হ'য়ে উঠ্‌ছে না?

ভানু। তবে আর বল্‌ছিলাম কি, বাবা?

মহা। আচ্ছা দেখা যাবে তখন ; এখন সে কৈ? অনেকক্ষণ দেখ্‌তে পাচ্ছি না ত তা'কে? [নেপথ্যে প্রহ্লাদ গাহিতেছিল—সেই সুর সহসা শুনিতে পাইয়া সানন্দে] ঐ যে পিলুর কণ্ঠ-বাঁশী বেজে উঠেছে! হাঁ, ওকে আবার আট্‌কে রাখ্‌তে পারে? তুইও যেমন!

[গৈরিক উত্তরীয়ধারী প্রহ্লাদ ভাবোন্মত্তভাবে বাহুতুলে নৃত্যগীত করিতে করিতে আসিতেছিল ; ভানুমতী ও মহানাভ পরস্পরের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিতেছিলেন; পরে ক্রমশঃ অবাক্ হইয়া প্রহ্লাদের গান শুনিতেছিলেন, আর যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে বিভোর হইয়া পড়িতেছিলেন।]

প্রহ্লাদ ।—

গান ।

আজি কি শুনিলাম রে সুধামাখা হরিনাম ।
মধুর এ নাম শুনে আমার পুরিল রে মনস্কাম ॥
কিবা কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মন প্রাণ ।
না জানি কতেক মধু হরিনামে আছে শুধু,
কে শুনেছে এই মধুর নাম ।
(কভু শুনি নাই—শুনি নাই)
(এমন সুধাভরা হরিনাম)
(আজ ধন্য হ'লাম রে) (হরিনাম-সুধা পান করিয়ে)
গাও পাখী কলতানে আকাশ বাতাস গানে
ভ'রে যাক্ ভ'রে যাক্ আজ,
আজি সেজেছি নূতন সাজে পাব ব'লে হৃদয়-রাজে
ত্যজিয়াছি রাজার সাজ ;
(নইলে ডাক্ যে শোনে না) (এ সাজে না সাজ্‌লে হরি,
মধুর হরিবোল হরি বোল বল্ রে অবিরাম ॥

[প্রহ্লাদ নিস্পন্দ হইয়া ভাবে বিভোর হইয়া রহিল ; ভানুমতী ও মহানাভ উভয়ে নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে প্রহ্লাদকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। সহসা ক্রুদ্ধা কয়াধু তড়িদ্বেগে আসিয়া উপস্থিত হইল ।]

কয়াধু । [ভানুমতীর প্রতি] বলি, একি হচ্ছে তোমাদের ? ঐ নাম কর্‌লে তার প্রাণদণ্ড ব্যবস্থা ক'রে গেছেন না দৈত্যপতি ? তোমরা আমার দুধের ছেলেকে আজ সেই নাম শিখিয়ে দিয়ে মেরে ফেল্‌বার চক্রান্ত করেছ ? এত শত্রুতা আমার সঙ্গে ! এখনই আমার ছেলেকে ছেড়ে দাও

বল্‌ছি, আর কখনও যেন ছেলেকে তোমাদের এখানে দেখ্‌তে না পাই! আয় হতভাগা—অবুঝ বোকাটা কোথাকার!

[প্রহ্লাদকে ছিনাইয়া লইয়া বেগে প্রস্থান।

[ভানুমতী ও মহাম্নাভ হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন]

ভানু। য়ঁ্যা, য়ঁ্যা একি হ'ল—কি হ'ল, বাবা?

মহা। বুঝ্‌তে ত পার্‌লাম না—এ কি কাণ্ড হ'ল রে, বেটি!

শশব্যস্তে সুবাহুর প্রবেশ।

সুবাহু। [আত্মহারাভাবে] কই—মা, কই—মা, পিলু কোথায়? পিলু কোথায়? সে কোথা থেকে আমাদের নিষিদ্ধ হরিনাম গান কর্‌তে কর্‌তে এদিকে না কি এসেছে? পিতৃব্যের কঠোর আদেশ যে, যে ঐ নাম কর্‌বে, তাকে তৎক্ষণাৎ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা! এখন আমি কি কর্‌ব? ওগো, কি কর্‌ব? [অস্থিরভাব প্রদর্শন] কেমন ক'রে আমি পিতৃব্যের আদেশ রক্ষা কর্‌ব? মা—মা—আমাকে ব'লে দাও—ব'লে দাও—আমার এখন কি কর্ত্তব্য? হায়—হায়! আমি কেন এই সিংহাসনে ব'সেছিলাম? আমি দুর্ব্বল—আমি ভীরু—আমি কর্ত্তব্যপালনে অশক্ত। আমি যে পিলুকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কর্‌তে পার্‌ছি নে! কেন তবে এই রাজদণ্ড আমার হাতে? কেন এই গুরুতর দায়িত্ব ভার আমার মস্তকে? উঃ! কি দুরূহ রাজ-কর্ত্তব্য!

মহা। স্থির হ—ভাই আমার, স্থির হ! মাথাটা ঠাণ্ডা ক'রে কথাটা ভাল ক'রে বোঝ্‌ আগে।

ভানু। না—বাবা, বোঝ্‌বার আর এখন দরকার নাই। এ রাজ্যভার সুবাহু এখনই কুমার হ্রাদকে দিয়ে দিক্; ওর আর এ রাজ-সিংহাসনে কাজ নাই, বাবা! এ রাজদণ্ড সুবাহুর হাতে থাক্‌তে কোনরূপে আমাদের কল্যাণ হবে না। তার চেয়ে হ্রাদকে রাজ্য দিয়ে চল যাই—

বাবা, সুবাহু আর শোভাকে নিয়ে আমরা এ রাজ্য ছেড়ে চ'লে যাই তা' হ'লেই এ রাজ্যে শান্তি স্থাপনা হবে।

মহা। আর পিলু?

ভানু। [দুঃখ ও অভিমানে] না, সে আমার কে? সে ত আমার উদরে জন্মায় নি? সে যে কয়াধুর ছেলে; তাকে আমি কোন্ অধিকারে নিয়ে যাব? এই যে এখনই আমাদের বুকের মধ্যে থেকে, যার ছেলে, সে ছিনিয়ে নিয়ে চ'লে গেল। কই—ধ'রে কি রাখ্‌তে পার্‌লাম? সে যে পরের ছেলে। আমার সে কেউ নয়—কেউ নয়! [অঞ্চলে চক্ষু ঢাকিলেন]

সুবাহু। মা, সে পথ যদি থাকৃত, তা' হ'লে আমি এই মুহূর্ত্তে রাজ্য ছেড়ে তোমাদের নিয়ে অন্যত্র চ'লে যেতাম। যে রাজদণ্ড আজ আমার প্রাণের ভাই পিলুকে দণ্ড দেবার জন্য উদ্যত করতে যাচ্ছি, সে রাজদণ্ডের উপর আমার একটুও মমতা নাই। কিন্তু সে পথ যে আমার আর নাই, মা! আমি যে পিতৃতুল্য পিতৃব্যের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, আমি শেষ-নিঃশ্বাস পতন পর্য্যন্ত তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন কর্‌ব। সে প্রতিশ্রুতি প্রাণ গেলেও ত তোমার পুত্র হ'য়ে ভঙ্গ করতে পার্‌ব না, জননি?

ভানু। [সভয়ে ব্যাকুলভাবে] ওরে! কি বলিস্? তা' হ'লে কি তুই আজ আমার পিলুকে সেই——

মহা। [কথায় বাধা দিয়া] আরে, না—না—তা করতে হবে কেন?

সুবাহু। পিতৃব্যের আদেশ যে তাই। কেন, সেদিন কি সেই বজ্রাদেশ আপনি শোনেন নি?

মহা। হাঁ—হাঁ—শুনেছি—শুনেছি। আমার কথাটা আগে শুনে নে।

সুবাহু। কি বলুন তা' হ'লে।

মহা। ছোটরাজা ব'লেছিল যে, আজ থেকে এই রাজ্যমধ্যে হরিনাম কর্‌তে নিষেধ ঘোষণা ক'রে দেবে। যে সেই নিষেধ অমান্য ক'রে হরি নাম কর্‌বে, তখনই তার শিরশ্ছেদ ক'রে ফেল্‌বে। আগেই কেঁপে উঠিস্‌ নে বেটি। আগে সব্‌টা শুনে নে।

সুবাহু। বলুন, তার পর ?

মহা। সে কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য হচ্ছে এই যে, যারা হরিকে ইষ্টদেব-জ্ঞানে পূজা করে বা তার নাম জপ করে, তারা যদি রাজাদেশ লঙ্ঘন ক'রে তার ভজনা করে, তবে তাদের সম্বন্ধে ঐ দণ্ড প্রদান কর্‌বে। কিন্তু এ কি ঠিক তাই হচ্ছে ? অজ্ঞান শিশু পিলু কি সেই রাজাদেশের কথা কিছু জানে ? বা কখনও শুনেছে ? আর হরি যে কে, আমাদের শত্রুর নাম হরি কিনা, এ সব কিছুই সে জানে না। আজ হঠাৎ হয় ত কোন গুপ্তশত্রুর মুখে ঐ গান শুনেছে ; কানে মিষ্ট লেগেছে, তাই গান-পাগ্‌লা দাদু আমার ঐ গানটা গাইতে গাইতে তার জ্যাঠাই-মাকে আর এই বুড়ো-দাদাকে শোনাতে এসেছে। এই যে আমরা দু'জনেও ত তার মুখে অমন মিষ্ট সুরের গান শুনে এমন মুগ্ধ হ'য়ে প'ড়েছিলাম যে, তাকে এক-বার মানা কর্‌ব, সে শক্তিও আমাদের ছিল না! এই ত হ'ল ব্যাপার— এখন তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মানা ক'রে দাও গে, দেখ্‌বে আর সে ও নাম মুখেও আন্‌বে না।

সুবাহু।] সানন্দে] তা' হ'লে ত উপায় আছে, মা! মহাত্মার কথাই ত এখন ঠিক ব'লে বুঝ্‌তে পেরেছি। তা' হ'লে বরং এক কাজ করি গে, পিলু যাতে আর ঐ নাম না করে, সে সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আচার্য্যদ্বয়কে সতর্ক ক'রে দিই গে।

ভানু। কয়াধু যে আর পিলুকে আমাদের কাছে আস্‌তে দেবে না,

বাবা! সে যে আমার পিলুকে আমাদের বুক থেকে কেড়ে নিয়ে চ'লে গেছে। তার ধারণা হয়েছে যে, আমরাই পিলুকে হরিনাম কর্‌তে শিক্ষা দিয়েছি।

সুবাহু। হাঁ, মা! আমিও সিংহাসন পাবার পর থেকে লক্ষ্য কর্‌ছি, ছোট-মা যেন আমাদের উপর কেমন-ধারা বিরক্ত হ'য়ে উঠেছেন। আগেকার মতন আর সে স্নেহ-মমতা যেন নাই।

ভানু। তুমি যদি সিংহাসনে না ব'সে হ্লাদকে সেখানে বসাতে, তা'হ'লে আর কোন গোল থাকৃত না।

সুবাহু। কি করব, মা? আমার একান্ত অনুরোধ সত্ত্বেও পিতৃব্যদেব তা যে কর্‌লেন না। জানই ত তুমি—জননি, রাজ্য পাবার লোভ কথনই আমার ছিল না।

ভানু। সবই জানি, বাবা! কিন্তু ঘটনা-স্রোত যে অন্যভাবে গিয়ে দাঁড়াল! কে জানে, ভবিষ্যতে কি অনল জ্ব'লে উঠ্‌বে!

মহা। আরে জ্বল্‌বে না রে—জ্বল্‌বে না। বেটী আমার একেবারে ভয়েই অস্থির।

তৎক্ষণাৎ প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতি। [অভিবাদন] দৈত্যপতি! প্রেরিত গুপ্তচর দেবতাদের সম্বন্ধে গুপ্ত সংবাদ নিয়ে ফিরে এসেছে। মন্ত্রীমহাশয় দৈত্যপতির সাক্ষাৎপ্রার্থনা করেন, কি আদেশ হয়?

সুবাহু। যাও, প্রতিহারি! আমি এখনই যাচ্ছি।

[অভিবাদনান্তে প্রতিহারীর প্রস্থান।

ভানু। হাঁ, বাবা! দেবতারা না-কি আবার যুদ্ধ কর্‌বেন?

সুবাহু। গুপ্তচরের মুখে ঠিক সংবাদ জান্‌তে পার্‌ব এখন। আসি, মা!

[প্রস্থান।

ভানু। এই ত সুবাহু আজ এখনি সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছিল আর কি! যদি না তুমি পিলুর কথাটা ভালরূপে বুঝিয়ে দিতে, তা' হ'লে দেখ্‌তে পেতে, সর্ব্বনাশ এতক্ষণ ঘ'টে যেত, বাবা!

মহা। না—না—মন্ত্রী ছিলেন, তার সঙ্গে মন্ত্রণা না ক'রে আর কিছু করত না। মন্ত্রীই তখন সব কথা বুঝিয়ে দিতেন।

ভানু। চল, বাবা! একবার কয়াধুর কাছে যাই। তাকে আজ্‌কার ঘটনাটা সব বুঝিয়ে দিয়ে আসি।

মহা। [হাসিয়া] আর পিলুকে একবার কোলে ক'রে আসি, কেমন নয়, বেটি?

ভানু। [হাসিয়া] আমার মনের কথা বাবার মত এমন আর কেউ বুঝ্‌তে পারে না।

মহা। ওরে পিলুর ব্যাপার কিছু হ'লে যে, এক রকম ভাবেই উভয়ের প্রাণে গিয়ে আঘাত করে।

ভানু। কে আবার আজ পিলুকে আমার ঐ নামের গান শিখিয়ে দিয়েছে? ওকি ঐ গান সহজে ছাড়্‌বে, বাবা? যে একগুঁয়ে জান ত?

মহা। কিন্তু সত্যি ক'রে বল্ দেখি, বেটি, পিলুর মুখে ভারি মিষ্টি লাগ্‌ছিল কি না?

ভানু। অত মিষ্টি ত আর কখনও শুনি নি, বাবা!

মহা। তবুও ত আমাদের শত্রুর নাম।

ভানু। সে কথা যেন তখন একেবারেই বিস্মরণ হ'য়ে গিয়েছিলাম, বাবা!

মহা। তবে চল, ছোট বেটীর কাছে একবার যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

গুপ্ত পথ

গীতকণ্ঠে স্বর্গবাসিনীগণের প্রবেশ

স্বর্গবাসিনীগণ।—

গান।

ছেড়েছি হরিনাম সবাই,
এখন হরি ফেলে ফরি ব'লে,
ফর-ফরিয়ে চ'লে যাই ॥
এখন কেষ্টর জায়গায় ফেষ্ট বলি,
আর গায়ে রাখি না নামাবলি,
মাড়াইনে তুলসীতলা সকাল বেলা
দু'বেলা বেলের তলায় ধাই ॥
দৈত্যরাজার কাণ্ড-মাণ্ড,
বুঝি নে মাথা-মুণ্ড,
করলে লণ্ড-ভণ্ড সকল পণ্ড
চণ্ডনীতি দিয়ে ভাই ॥

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম অঙ্ক

বটুক-ভৈরবের পাঠশালা

[পৃথক্ আসনে দূরে বটুক আচার্য্য ও ভৈরবাচার্য্য উপবিষ্ট। পাত্‌তাড়ি বগলে দৈত্যবালকগণ গাহিতে গাহিতে আসিতেছিল।]

দৈত্যবালকগণ।—

গান।

পাত্‌তাড়ি বগলে তাড়াতাড়ি সকলে
ভালছেলে হ'য়ে মোরা পাঠশালে এসেছি।
পথে পেয়ে পাখীর ছানা, তখনি ভেঙেছি ডানা,
না শুনিয়ে কারো মানা, ফুল ছিঁড়ে এনেছি।
পাঠশালে বেতের বাড়ি,
খেয়ে খেয়ে হয়েছি ধাড়ি,
করব কাড়াকাড়ি—চড়াচড়ি,
যা মোরা সব শিখেছি॥
বিদ্যের নামে অষ্টরম্ভা,
কিন্তু কথা ঝাড়ি লম্বা লম্বা,
যা বাপকে দেখাই রম্ভা, হয় না চোম্বা
আহা কি সুপুত্র হয়েছি॥

[সকলে যথাস্থানে বসিল]

সকলে। [সমস্বরে]

মন দিয়ে কর সবে বিদ্যা উপার্জ্জন,
সকল ধনের সার বিদ্যা মহাধন।
এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে,
যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।"

[পড়িতেছিল আর পাতা কাড়াকাড়ি করিতেছিল]

ভৈরব। আমি সব দেখ্‌তে পাচ্ছি রে! সব চুপ ক'রে ব'সে পড়, নইলে বেতিয়ে সিধে ক'রে দেবো।

[সকলে চুপ করিয়া রহিল]

ভৈরব। চুপ ক'রে রইলি যে?

১ম ছাত্র। ঐ যে বল্‌লেন আপনি?

ভৈরব। চুপ ক'রে পড়্‌তে বল্‌লাম না?

১ম ছাত্র। তাই ত পড়্‌ছি আমরা, গুরুদেব!

ভৈরব। কই, শোনা যাচ্ছে না ত রে?

১ম ছাত্র। আজ্ঞে, চুপ ক'রে মনে মনে পড়্‌ছি।

ভৈরব। না—না—চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়্‌।

১ম ছাত্র। তা' হ'লে আর চুপ ক'রে পড়া গেল কই?

ভৈরব। কি বোকা তোরা! আরে, চুপ ক'রে পড়া মানে—কোন দুষ্টামি না ক'রে, শান্ত হ'য়ে পাঠ করা; বুঝ্‌তে পেরেছিস্‌?

১ম ছাত্র। আজ্ঞে, এইবার বুঝ্‌তে পেরেছি।

ভৈরব। আচ্ছা, বল্‌ত দেখি—বিদ্যার মধ্যে কোন্‌ বিদ্যা ভাল?

সকলে। [সমস্বরে চীৎকারপূর্ব্বক] আজ্ঞে, চুরি বিদ্যা—চুরি বিদ্যা!

ভৈরব। [সরোষে] কে এ কথা শিখিয়েছে?

১ম ছাত্র। আজ্ঞে কেউ শেখায় নি, আপনারাই শিখেছি।

ভৈরব। আরে, চুরি-বিদ্যা সব বিদ্যার চেয়ে ভাল, এ কথা কে ব'লে দিয়েছে ?

১ম ছাত্র। কেউ ব'লে দেয় নি, নিজেরাই ক'রে দেখেছি।

ভৈরব। তাতে চুরি করা যে ভাল, সেটা বুঝ্‌লি কি ক'রে ?

১ম ছাত্র। বুঝ্‌লাম, ঘরে জিনিষ বাড়ে ব'লে। আমাদের ঘরে অনেক জিনিষই ছিল না, আমি চুরি ক'রে ক'রে এখন অনেক জিনিষ জোগাড় ক'রে ফেলেছি। লোকে প'ড়ে-শুনে শেষে রোজ্‌গার করে, আমি পড়া-শুনা কর্‌বার সঙ্গে-সঙ্গেই রোজ্‌গার করি। ও বিদ্যেয় আমার সঙ্গে কেউ পেরে ওঠে না, গুরুদেব !

ভৈরব। তুই তা' হ'লে চোর ?

১ম ছাত্র। খুব পাকা রকমের এখনও হ'তে পারি নি, হাতটা এখনও সায়েস্তা হ'য়ে ওঠে নি, গুরুদেব !

ভৈরব। চুরি করা পাপ ; সাবধান আর কখনও যেন করিস্‌ না।

১ম ছাত্র। আজ্ঞে, তা' হ'লে আমরা খেতে পাব না যে ?

ভৈরব। কেন, ভিক্ষা কর্‌তে পারিস্‌ না ?

১ম ছাত্র। আজ্ঞে যে নাম ক'রে ভিক্ষা কর্‌তে হয়, সে নাম করা যে রাজার নিষেধ।

ভৈরব। [৪র্থ ছাত্রকে] আচ্ছা তোর কাছে সাতটা মোণ্ডা আছে, তা থেকে তুই যদি যেদোকে তিন্‌টে দিস্‌, তা হ'লে তোর কাছে আর কটা মোণ্ডা থাকে।

৪র্থ ছাত্র। না গুরুমশাই, আমি একটাও কাকে দেবো না—আমি একলা সব খাব।

ভৈরব। যা—পাজী কোথাকার তুই একলাই সব গিল্‌গে যা—পেটুকরাম !

৪র্থ ছাত্র। গুরুমশাই ভুলেছে, আমার নাম পেটুকরাম নয়—ছিরি ফটিকচাঁদ।

ভৈরব। শুধু ফটিক চাঁদ কি একেবারে সোনার চাঁদ—কোন কালে কিছু হবেনা—[২য় ছাত্রকে] আচ্ছা, এইবার তুই বল্ ত—ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কি ?

২য় ছাত্র। [উঠিয়া] আজ্ঞে, পরের বাড়ী ভোজন করা।

ভৈরব। তুই বল্ ?

৩য় ছাত্র। [উঠিয়া] আজ্ঞে নস্য নেওয়া।

ভৈরব। তুই ?

৪র্থ ছাত্র। [উঠিয়া] আজ্ঞে, পাঠশালে বেত্ মারা।

ভৈরব। দূর হতভাগারা—তোদের কিছু হবে না! আচ্ছা বল্ দেখি, সব চেয়ে সুখ কি ?

৪র্থ ছাত্র। আজ্ঞে, খাওয়া আর শোওয়া।

১ম ছাত্র। ও বল্‌তে পার্‌লে না, গুরুদেব! আমি বল্‌ব ? আমি ওটা ভাল জানি।

ভৈরব। বল্ ত শুনি ?

১ম ছাত্র। আজ্ঞে, সব চাইতে সুখ হ'ল—এই বাহ্যে যাওয়া।

ভৈরব। দূর কুষ্মাণ্ড! [বেত্রাঘাত] আচ্ছা, এইবার বল্ ত—'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ' এর অর্থ কি ?

২য় ছাত্র। অর্থাৎ ঈশ্বর নিরাকার কি না—ঈশ্বরের কোন আকার নাই; যথা—ঘোড়ার ডিম। আর কি না চৈতন্যস্বরূপ, গুরুদেবের মাথায় যে চৈতন আছে না—ঠিক ওরই মত এই ফর্ ফর্ ফর্ ফর্ ক'রে ওড়ে।

ভৈরব। এতদিন প'ড়ে প'ড়ে তোদের শেষে এই বিদ্যে হয়েছে ?

১ম ছাত্র। আজ্ঞে, আপনার মত গুরুর কাছে পড়্‌লে আর হবে না? গুরুদেব, আর কতদিন পড়্‌লে আপনার সমান বিদ্বান্ হব?

ভৈরব। তোমাকে আর কিছুদিন পড়ালে আমিই তোমার সমান হব! নে—এখন সব হাতের লেখা লেখ্ ব'সে ব'সে।

[সকলে লিখিতে বসিল]

বটুক। কই—ভৈরব, রাজকুমারেরা ত এখনও আস্‌ছে না?

ভৈরব। না আস্‌লে আর আমরা কি কর্‌ব, দাদা?

সংহ্রাদ সহ প্রহ্লাদের প্রবেশ।

সংহ্রাদ। এই যে, গুরুদেব! আমরা দু'জনে এসেছি। অনুদা আজ আর আস্‌বে না, তার মাথা ধরেছে।

[উভয়ের আচার্য্য উভয়কে প্রণাম]

পিলু যেন আজ আর বেশি কথা কইছে না, গুরুদেব! ওর মনে কি হয়েছে যেন!

বটুক। কি হয়েছে, বাবা?

প্রহ্লাদ। কিছু হয় নি ত, গুরুদেব!

বটুক। তবে যে কোন কথা কইছ না?

প্রহ্লাদ। আমি চুপ্ ক'রে আমার সুন্দরকে ভাব্‌ছি।

সংহ্রাদ। ওর একজন সুন্দর কে আছে, সে ওকে রোজ রোজ বাঁশী শুনিয়ে যায়। তাকেই তবে ভাব্‌ছে। দাদা ব'লে দিয়েছেন,—আজ পিলুকে বর্ণ-পরিচয় শিক্ষা দিতে, গুরুদেব!

বটুক। বেশ, তাই হবে! এস ত—বাবা প্রহ্লাদ! আমার কাছে তোমার বর্ণ-পরিচয় নিয়ে এস। আর বাবা সংহ্রাদ! তুমি তোমার পাঠ মনে মনে অভ্যাস কর। [সংহ্রাদের তথাকরণ]

প্রহ্লাদ। [পুস্তক লইয়া বটুকাচার্য্যের কাছে দাঁড়াইলেন] এই যে বর্ণ-পরিচয়, গুরুদেব !

বটুক। [বর্ণ-পরিচয় খুলিয়া প্রথম 'ক' 'খ' বাহির করিয়া ধরিলেন] পড় ত—বাবা প্রহ্লাদ ! এই 'ক'।

[প্রহ্লাদ ক বর্ণ দেখিয়া ভাবে গদ্‌গদ্ হইয়া উঠিলেন]

বল—'ক'।

প্রহ্লাদ। [সুরে] 'ক'এ হেরি কৃষ্ণচন্দ্র কালিন্দীর কূলে।
কমলনয়ন কিবা কদম্বের মূলে ॥

ভৈরব। [সভয়ে] ও কি বলে, দাদা ?

বটুক। বড় মধুর কণ্ঠস্বর ভৈরব ! আবার যেন শুন্‌তে সাধ হয়েছে

ভৈরব। কিন্তু ঐ নাম উচ্চারণ করাই যে নিষেধ কুমারের বিশেষভাবে সতর্ক ক'রে দিয়েছেন মহারাজ, যাতে ঐ নাম না করে।

বটুক। বৎস প্রহ্লাদ ! তুমি ঐ নাম না ক'রে, আর একখানি মিষ্ট গান কর ত শুনি !

প্রহ্লাদ। [সুরে] কৃষ্ণ কথা বিনা কিছু মুখেতে না আসে।
কৃষ্ণ গাথা বিনা কিছু রসনায় না ভাষে ॥
(এমন মিষ্ট কিছু নাই ত আর) (কৃষ্ণনামের তুল্য মিষ্ট কথা কিছু নাই ত)
কৃষ্ণ-গাথা বিনা কিছু রসনায় না ভাষে ॥

ভৈরব। ও দাদা ! এ যে সর্ব্বনাশ ঘটাবে দেখ্‌ছি। তুমি 'ক' বর্ণ ছেড়ে এখন 'খ' বর্ণ শিক্ষা দাও।

বটুক। আচ্ছা বাবা ! এইবার পড় ত দেখি—'খ'।

প্রহ্লাদ। [সুরে] 'খ' এতে খগেশচারী খলমতি-নাশন।
খরতর খেদহারী নিখিলের শরণ ॥

ভৈরব। থামাও—থামাও—দাদা! অপর বর্ণ দেখাও—

বটুক। [স্বগত] বড় মধুর—বড় মধুর লাগ্‌ছিল! [প্রকাশ্যে] এইবার পড় ত প্রহ্লাদ—'গ'!

প্রহ্লাদ। [সুরে] 'গ'এতে গোবিন্দচন্দ্র গোলোকবিহারী।
গোপীগণ-বল্লভ হে গোবর্দ্ধনধারী॥

ভৈরব। মহা বিপদ্ ত দেখ্‌ছি! থাক্ আর বর্ণ-পরিচয়ে কাজ নেই, দাদা! এখন অপর পাঠ শিক্ষা দাও।

প্রহ্লাদ। আমার সব বর্ণ শিক্ষা হ'য়ে গেছে, গুরুদেব!

বটুক। আচ্ছা, এক নিঃশ্বাসে প'ড়ে যাও ত দেখি।

প্রহ্লাদ। [সুরে] আমি 'ক'এ কৃষ্ণ হেরি, 'খ'এ খগেশ-বাহন।
'গ'এতে গোবিন্দ 'ঘ'এতে ঘনশ্যাম বরণ॥
'চ' এতে চাচর-চূড়া, চারুচন্দ্র বদন।
'ছ' এতে ছলনারূপী, 'জ'এ জনার্দ্দন॥

ভৈরব। সর্ব্বনাশ—সর্ব্বনাশ কর্‌লে যে, দাদা! [প্রহ্লাদের কাছে আসিয়া] বাবা প্রহ্লাদ! ধন আমার! সোনা আমার! লক্ষ্মী আমার! ও নাম পরিত্যাগ কর। ও যে তোমাদের শত্রুর নাম, বাবা! ছিঃ, ও নাম কি নিতে আছে?

প্রহ্লাদ। [সুরে] ত্রিলোকের মিত্র হরি শত্রু নাহি কেহ
প্রাণ খুলে সুমধুর হরিনাম লহ॥
(আর ভয় র'বে না) (হরি ভব-ভয় নিবারণকারী)
হরিনামে যায় পাপ তাপ, কাটে মায়া মোহ॥

ভৈরব। থাক্—বাপু, আর মায়া মোহ কাটাতে হবে না! মাথা-কাটার দায়ে থেকে আগে বাঁচি ত!

প্রহ্লাদ। [সুরে] কেন এত ভীত গুরু :—

ভৈরব। [বিরক্তভাবে প্রহ্লাদের মুখ চাপিয়া ধরিয়া] ওরে থাম্—থাম্ তুই—আর কাজ নেই, ঢের হয়েছে! দাদা, গতিক ভাল দেখ্ছি না কিন্তু।

বটুক। কিন্তু এ সব তত্ত্ব-কথা বালক জান্লে কিরূপে, তাই ভাব্ছি।

ভৈরব। সেই নারদ—নারদ! তারই এই সব কাজ। আমাদের সর্ব্বনাশ কর্বার জন্যই ঢেঁকীবাহনটী কখন্ গোপনে এসে এই সু-কর্ম্মটী ক'রে গেছেন! [প্রহ্লাদের প্রতি] কেন—বাবা, হরি কৃষ্ণ না ব'লে, কালী নাম নিতে পার না?

প্রহ্লাদ। [সুরে] আমার কৃষ্ণ কালী হ'য়ে অসি ধ'রেছিল।

তাই 'কৃষ্ণকালী' বনমালীর নামটী হয়েছিল।

(সে যে ভক্তের তরে) (কালীরূপ ধরিলেন হরি)

কৃষ্ণকালী কালী কৃষ্ণ নামে ভেদ ছিল।

ভৈরব। শুন্লে ব্যাখ্যা, দাদা?

বটুক। ব্যাখ্যা ত মন্দ করে নি, ভৈরব!

ভৈরব। তুমিই দেখ্ছি মাটি করবে, দাদা! অত সোজা বুদ্ধি কর্লে এবার চল্বে না কিন্তু। দৈত্যরাজার কড়া হুকুম পালন না কর্লে একেবারে মাথা যাবে।

সংহ্লাদ। [প্রহ্লাদের কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া] পিলু ভাই! গুরুদেব মানা কর্ছেন, ও নাম আর ক'রো না তুমি।

ভৈরব। থাক্, আজকার পাঠ এই পর্য্যন্তই থাক্। কাল আবার সকাল সকাল এস তোমরা সংহ্লাদ!

সংহ্লাদ। এস ভাই, আমরা বাড়ী যাই; গুরুদেব ছুটি দিয়েছেন।

প্রহ্লাদ। চল—ছোড়-দা, জ্যাঠাই-মার কাছে যাই। জ্যাঠাই-মা আর বুড়ো দাদাকে গিয়ে গান শোনাব।

সংহ্লাদ। মা যে সেখানে যেতে মানা ক'রে দিয়েছেন তোমাকে, ভাই!

প্রহ্লাদ। আমি যে, জ্যাঠাই-মা ও বুড়ো-দাদার কাছে না গিয়ে থাকৃতে পারি না। আমার কেহ গান শুন্‌তে কেউ ভালবাসে না ; কিন্তু জ্যাঠাই-মা আমার ভালবাসেন।

বটুক। তবে এস বৎস প্রহ্লাদ !

[প্রণাম করিয়া প্রহ্লাদ ও সংহ্লাদের প্রস্থান।

অন্যান্য ছাত্রগণ। আমাদেরও ছুটি তবে, গুরুদেব ? পাত্‌তাড়ি বাঁধি ?

ভৈরব। যা, তোরাও যা। মনটা কেমন খারাপ ক'রে দিয়ে গেল প্রহ্লাদটা এসে।

[ছাত্রগণ হো হো করিয়া উঠিল এবং গাহিল।]

ছাত্রগণ।—

গান।

ছুটি ছুটি ছুটি চৌপাড়ার ছুটি।
সবাই এবার বাড়ীমুখো হুদ্দাড় ক'রে ছুটি॥
গুরু মশাই পাঠ দিয়েছে,
পড়া হ'লে শেষ,
পথে যেতে যেতে মোরা
মজা মার্‌ব বেশ,
কর্‌ব লাফালাফি, লোফালুফি
আর হুটোপাটি, ছুটোছুটী॥

[ছাত্রগণের প্রস্থান।

ভৈরব। এস দাদা ! প্রহ্লাদের সম্বন্ধে বড়-বৌয়ের সঙ্গে পরামর্শ করা যাবে। বড়-বৌয়ের মাথায় বেজায় বুদ্ধি খেলে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রমোদ-উদ্যান

হ্লাদ, ঘণ্টাকর্ণ ও দূষণের প্রবেশ

হ্লাদ। আজ হর্‌দম নৃত্যগীত লাগিয়ে দেবো, দেখি, সুবাহু আমার কি কর্‌তে পারে? মা ব'লে দিয়েছেন যে, কোন রাজাদেশ গ্রাহ্য কর্‌বার প্রয়োজন নাই; সমস্ত অমান্য কর্‌তে হবে।

ঘণ্টা। তাই বুঝি এই নৃত্যগীত থেকেই সুরু কর্‌লে, সখা?

হ্লাদ। নিশ্চয়ই!

দূষণ। কোন চিন্তা নাই; যদি নৃত্যগীত আরম্ভ করালে বন্ধ ক'রে দিতে চেষ্টা করে, তবে তার উত্তর আমার কাছে আছে। কি আশ্চর্য্য!, রাজপুত্র হ'য়ে সামান্য একটা আমোদ-প্রমোদে ও তার কোন স্বাধীনতা থাক্‌বে না?

ঘণ্টা। ঠিকই ত, রাজপুত্র যখন, তখন তার আবার ন্যায়-অন্যায় ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ এ সব কিছু দেখ্‌বার প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ স্বয়ং সেনাপতি যখন এ সব কার্য্যের অনুমোদনকারী।

হ্লাদ। আচ্ছা, যদি স্বয়ং সুবাহুই এসে উপস্থিত হয়, তা হ'লে তখন সেনাপতি, আমাদের কি কর্ত্তব্য হবে?

ঘণ্টা। একেবারে সুড়্‌সুড়্ ক'রে পলায়ন। বিশেষতঃ সেনাপতির ত একেবারে সরমে মাথা কাটা যাবে।

দূষণ। আজ্ঞে না, তা হচ্ছে না। আজকার কর্ত্তব্য আমাদের অন্যরূপ। দেখাই যাক্ না, যদি শ্রীমান্ খোদ এসেই পড়েন, তা'হ'লে দেখে চক্ষু সার্থক ক'রো তখন।

ঘণ্টা। বুকের পাটা বটে! দায়ে ঠেকে দৈত্যপতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, আবার ঠিক ক্ষেত্রে এসে বে-পরোয়া ভাবে বিদ্রোহ আচরণ ; এই ত হ'ল বীরত্ব—এই ত হ'ল সেনাপতিত্ব—এই হ'ল কৃতজ্ঞতা পালন!

হ্রাদ। [সানন্দে] তা'হ'লে মায়ের সঙ্গে যে পরামর্শ হয়েছিল, সেটা আজ সত্যি সত্যি কাজে দেখাবে, সেনাপতি?

দূষণ। তবে শুধু শুধু পরামর্শ এঁটেছি! তার জন্মে সৈন্য-সামন্তদের সব ব্যবস্থা ক'রে রেখে তবে এখানে এসেছি। প্রয়োজন হ'লে একটা বংশী-ধ্বনির অপেক্ষা মাত্র।

ঘণ্টা। দেখ দেখি, রাজকর্ম্মের কি বন্দোবস্ত?

হ্রাদ। [সানন্দে] তা'হ'লে আজই?

ঘণ্টা। এই রাতারাতি—আজই কি? তোড়-জোড় দেখ্‌তে পাচ্ছ না? সেনাপতি অত ঢিমেচালে চলে না—যেমন কথা তেমন কাজ!

দূষণ। কোনরূপ ভয় খেয়ো না যেন, যুবরাজ!

হ্রাদ। [অতিশয় আনন্দে] ওরে, তবে আমি একবার উড়্‌ব না কি?

ঘণ্টা। বেশি নয়, যতটা পেটে ঢুকেছে সেইটুকুই আগে হজম ক'রে নাও।

হ্রাদ। আরে বল কি তুমি, সখা? সকাল না হ'তে হ'তেই একবারে সিংহাসনে গিয়ে চেপে বসা।

ঘণ্টা। বসা কি! একেবারে শুয়ে পড়া। সকলেই সিংহাসনে ব'সে ব'সে রাজত্ব করে, সখা একবারে সটান শুয়ে পড়ে রাজত্ব চালাবে। নইলে নূতনত্ব হবে কেন?

হ্রাদ। এখন কথা হচ্ছে, যদি খোদ এখানে আসে, তবে ত?

দূষণ। ঠিক বল্‌ছি, নিজেই আস্‌বে। তোমার সম্বন্ধে কোন ঘটনা উপস্থিত হ'লে, অন্য কর্ম্মচারী না পাঠিয়ে নিজেই এসে উপস্থিত হয়।

হ্রাদ। কেন বল ত ?

ঘণ্টা। ভয়ে ভয়ে।

হ্রাদ। তাই হবে ; নতুবা আমি যে, রাজ্যমধ্যে এত অত্যাচার লাগিয়ে দিয়েছি, তাতে অন্যের দ্বারা কোন কথা না ব'লে পাঠিয়ে নিজেই এসে হাত ধ'রে সে সব কাজ করতে নিষেধ ক'রে গেছে। অন্যের সমক্ষে কোনরূপ মর্য্যাদা নষ্ট করে নি কিন্তু অদ্যাবধি।

ঘণ্টা। কেবল ভয়ে ভয়ে। সেনাপতি যে, কৃতজ্ঞতা দেখাতে সখার পক্ষভুক্ত হয়েছেন, এ কথা ত আর তার জান্‌তে বাকি নাই ? কাজেই ভয় না ক'রে কি আর পার্‌বার যো আছে ?

হ্রাদ। সেনাপতি, তুমি আমার সহায় না হ'লে সুবাহু এতটা ভয় খেতো না। তুমি কী অসাধারণ !

ঘণ্টা। এত অসাধারণ যে, সাধারণে সে অসাধারণত্বটুকু বুঝ্‌তেই পারে না ! নতুবা এতদিন রাজ্যবাসী সকলে সেনাপতিকে দেবতা ব'লে পূজা করত।

হ্রাদ। কই, অপ্সরা ত এখনও আস্‌ছে না ?

ঘণ্টা। এই এল ব'লে ! আসুক না তারা, ততক্ষণ এদিকে একটু রাজনীতির চর্চ্চা হ'লে মন্দ কি ? কাল সকালে উঠেই যখন রাজত্ব করতে হবে, তখন এখন থেকে একটু মহলা দিয়ে রাখা ভালই হচ্ছে। তবে আমার একটা অনুরোধ, সখা, সেনাপতি যখন এতটা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়েছেন, তখন ওকে একটা দস্তুর মতন পুরস্কার দেওয়া সখার কিন্তু নিতান্তই উচিত হবে।

দূষণ। [স্বগত] আজ ঘণ্টাকর্ণের কথাগুলো যেন ততটা বেয়াড়া লাগ্‌ছে না। পুরস্কার ! পুরস্কার। আমার পুরস্কার যার জন্য এত কাণ্ড করা—

হ্রাদ। সেনাপতি কি কিছু ভাব্‌ছ ?

ঘণ্টা। ভাব্‌বে না? ব্যাপারটা ত কম নয়! ওতে মাথার দরকার —অনেক ভাব্‌বার দরকার। এই যে শ্রীমতীরা এসে হাজির।

[অপ্সরাগণ প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিল]

দেখ, সুন্দরীরা এই কাল সকাল থেকে একেবারে হর্‌দম!

১ম অ। আপনি ত সেদিনও বলেছিলেন যে, আমাদের যুবরাজই রাজা হবেন। কিন্তু তা' ত হলেন না?

ঘণ্টা। এ কয়দিন দিন ভাল ছিল না, তাই প্রতিনিধি দিয়েই কাজ সেরে নেওয়া গেছে; পাঁজি দেখে কাল শুভদিন স্থির করা হয়েছে, কালই সিংহাসনে বস্‌বেন।

১ম অ। বলেন কি, মশাই? কাল যে মঘা, আজ অশ্লেষা আছে, আপনি বল্‌ছেন—শুভদিন?

ঘণ্টা। আজ অশ্লেষা, কাল মঘা ত? তা' হ'লেই ঠিক হয়েছে।

১ম অ। বলেন কি? অশ্লেষা আর মঘার মত বিশ্রী দিন আর নেই।

ঘণ্টা। দানবের পাঁজিতে অমন সুশ্রী দিন আর নেই। সেনাপতি কি না-দেখে দিনস্থির করেছেন? নাও—তোমরা এখন নিশ্চিন্ত মনে অশ্লেষা থাকৃতেই সুরু ক'রে দাও, নতুবা রাত্রিশেষে শ্লেষ্মা এসে ভর করলে গানে সুবিধা ক'রে উঠ্‌তে পার্‌বে না।

অপ্সরাগণ।—[নৃত্যসহ]

গান।

ঢল ঢল ছল ছল এ নব-যৌবন।
কূলে কূলে ছাপা—তাহে বহে কিবা
প্রেম-সমীরণ ॥
তোমারি তোমারি বঁধু তোমারি সকলি,
তোমারি তরে মোরা পড়ি ঢলি ঢলি,
তোমারে বিলায়ে দিছি বঁধু হে সারাটী জীবন ॥

তব তরে অধরে হাসি-রাশি মাখায়ে,
রেখেছি রেখে'ছি বঁধু দেখ না চাহিয়ে,
মাতাব তানে মাতাব গানে
জাগাব পরাণে বঁধূ নব শিহরণ॥

হ্রাদ। [মস্‌গুল হইয়া] বড় চমৎকার! বড় চমৎকার!

ঘণ্টা। শুনছ—একেবারে জখম্! সঙ্গে সঙ্গে আর একখানা বেহাগ খাম্বাজ-মাম্বাজ ধ'রে ফেল!

অপ্সরাগণ।—[নৃত্যসহ]

গান।

আজি কি মধুর যামিনী লো।
ভেসে আসে পরাণে কি মধুর রাগিণী লো॥
হের চঞ্চল অঞ্চল মধুর পানে,
গুঞ্জরে মঞ্জীর মধুর শিঞ্জনে,
প্রেম-সোহাগে নব-অনুরাগে গ'লে যাই মোরা
প্রেম-সোহাগিনী লো॥
মোদের ঝিমি ঝিমি আঁখি, মৃদু মৃদু হাসি,
কঙ্কণ-ঝঙ্কারে করি প্রাণ উদাসী,
গেল বিভাবরী, শিথিল কবরী
প্রেমাবেশে হইনু পাগলিনী লো॥

তৎক্ষণাৎ সুবাহুর প্রবেশ।

সুবাহু। [গম্ভীরস্বরে] অপ্সরাগণ! এখনই এখান থেকে চ'লে যাও।

[অপ্সরাগণের প্রস্থান।

ঘণ্টা। [স্বগত] অশ্লেষার ফল যে হাতে হাতেই ফ'লে যায় দেখ্‌ছি!

সুবাহু। কেন আবার এই সব কুৎসিত আমোদ-প্রমোদে যোগ দিয়েছ, দাদা? কাল যে বার বার তোমায় অনুরোধ করেছি। পিতৃব্যের তপস্যাযাত্রার সময়ে তোমাকে এই সব নিন্দনীয় কার্য্য হ'তে বিরত রাখ্‌বার জন্য আমার উপরে কি দৃঢ় আদেশ দিয়ে গেছেন, তা' ত জান, দাদা?

হ্রাদ। তার জন্য তুমি কি আমায় দণ্ড দিতে এসেছ না কি?

সুবাহু। না, দাদা! অনুরোধ কর্‌তে এসেছি।

হ্রাদ। নিজেদের উদ্যানে বন্ধুবান্ধব মিলে একটু আমোদ-প্রমোদ কর্‌ছি, তাতে এমন কি গর্হিত কাজটা করা হয়েছে?

সুবাহু। প্রতিদিনই রাজসভাতে তোমার উচ্ছৃঙ্খলতার অভিযোগ উপস্থিত হচ্ছে, দাদা! সেইজন্য এই সব নৈশ-নৃত্যগীত তোমার পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ হয়েছে।

হ্রাদ। আমি মায়ের মত্‌ নিয়ে এসেছি।

সুবাহু। তিনি হয় ত তোমার চরিত্র-সম্বন্ধে সব কথা জ্ঞাত নন্‌, তাই এ সব কার্য্যে অমত্‌ করেন নি।

হ্রাদ। তুমি কি আমাকে জড়-ভরত হ'য়ে ব'সে থাকৃতে বল?

সুবাহু। যাতে কেউ কোন নিন্দা-কুৎসা রটাতে না পারে, আমি আমার দাদাকে সেইভাবে দেখ্‌তে চাই।

হ্রাদ। না, আমি কোন আমোদ-প্রমোদ না ক'রে থাকৃতে পার্‌ব না; তুমি আমাকে নিষেধ কর্‌তে এলে শুন্‌ব না।

সুবাহু। তা তোমাকে শুন্‌তেই যে হবে, দাদা?

হ্রাদ। কেন, জোর ক'রে শোনাবে?

সুবাহু। সে জোর যে ভাইয়ের উপরে ভাইয়ের চিরদিনই আছে, দাদা।

হ্রাদ। না, তুমি আজ নিশ্চয়ই আধিপত্যের স্পর্দ্ধা দেখাতে এসেছ আমার কাছে।

সুবাহু। না, দাদা! সুবাহুকে তা' হ'লে ভুল বুঝেছ।

হ্রাদ। তবে তুমি এখানে আমাকে অপমান করতে এসেছ কেন?

সুবাহু। অপমান? না, দাদা! পূর্ব্বেই ত বলেছি যে, অনুরোধ করতে এসেছি।

হ্রাদ। অপ্সরাদের ও ভাবে তাড়িয়ে দিয়ে, আমাকে রীতিমত সকলের সাম্‌নে অপমানিত করা হয়েছে।

সুবাহু। বড় দুঃখ থাক্‌ল যে, তুমি সুবাহুকে অত নীচ মনে করেছ! যাক্—এস দাদা! রাত্রি অনেক হয়েছে, এখন বিশ্রাম করবে এস।

হ্রাদ। না, না, যাব না - আমি পুনরায় অপ্সরাদের আনিয়ে নৃত্যগীত করাব; দেখি কে বাধা দিতে আসে।

সুবাহু। কর্ত্তব্যের অনুরোধে বাধ্য হ'য়ে আমাকেই যে, সে বাধা দিতে হবে, দাদা।

হ্রাদ। সাধ্য থাকে—দিয়ো।

ঘণ্টা। [স্বগত] কি বলে দেখ!

সুবাহু। হাতে ধ'রে, পায়ে ধ'রেও তোমাকে যে বাধা দিতে হবে।

হ্রাদ। যাও তুমি নিজের কাজে এখন, মিছে সময় নষ্ট করতে পারি না। কে আছে রে ওখানে? এখনই অপ্সরাদের—

সুবাহু। না—দাদা, হুকুম দিয়ো না; আমি কিছুতেই তোমাকে এ সব গর্হিত কার্য্যে যোগ দিতে দেবো না। মিছে কেন উত্তেজনা প্রকাশ করছ, দাদা! এই আমি তোমার দুটি হাত ধ'রে মিনতি করছি, দাদা! আর অধঃপতনের দিকে ধাবিত হ'য়ো না। গতকল্য একজন অনাথা

বিধবা প্রজাপত্নী সম্বন্ধে কি গ্লানিকর অন্যায় পরিচয় না দিয়েছ, বল দেখি ? যে অন্যায়ের জন্য প্রজাগণের মধ্যে একটা অসন্তোষ বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে – চারিদিক্ হ'তে শতমুখে আমার রাজ-কর্ত্তব্যের ত্রুটি ঘোষিত হচ্ছে। সত্যসত্যই আমি কর্ত্তব্যচ্যুত হয়েছি, যথার্থই আমি পিতৃব্যের আদেশ পালন কর্‌তে পার্‌ছি না—এ কি আমার পক্ষে কম দুর্ব্বলতার কথা, দাদা ?

হ্রাদ। কেন, পালন কর না—কে বাধা দিচ্ছে ?

সুবাহু। সেনাপতি—না, থাক্—ঘৃণা আসে, অমন ঘৃণিতের সঙ্গে কথা কইতে।

হ্রাদ। দেখ, সেনাপতির উপরে যেন কোন অপমানের ভাষা প্রয়োগ কারো না, ব'লে দিচ্ছি তোমাকে।

সুবাহু। কিন্তু বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি, দাদা! শত ঘৃণা এসে বাধা দিলেও বলতে যে বাধ্য হচ্ছি, দাদা ?

দূষণ। কি বল্‌তে চান্ আমার সম্বন্ধে ?

সুবাহু। বল্‌বার আগে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই—আমার উপরে তোমার সম্বন্ধে পিতৃব্যের সেই কঠোর আদেশ। কিন্তু সংসারে যে, এত কৃতঘ্ন, নীচ, নির্লজ্জ থাক্‌তে পারে, সে প্রমাণ এক সেনাপতি তুমিই প্রদান ক'রে গেলে।

হ্রাদ। এ সব অন্যায় হচ্ছে, কিন্তু।

দূষণ। তার পর এখন প্রধান বক্তব্য দৈত্যপতির কি ?

সুবাহু। তুমি যুবরাজ হ্রাদের এই সব আমোদ-প্রমোদের সহচর হ'তে আর পার্‌বে না কখনও। আপাততঃ এই আমার বক্তব্য—এই আমার আদেশ। তুমি এখনই এ স্থান পরিত্যাগ কর। বেশ মনে থাকে যেন—আমি যুবরাজ হ্রাদের কাছে তার কনিষ্ঠ সহোদর ভাই!

কিন্তু সেনাপতির কাছে আমি এই দানব রাজ্যের একজন দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা—নিয়ামক—প্রভু। সে একজন প্রভু—আর একজন নিদেশ-পালক বৃত্তিভোগী ভৃত্য মাত্র।

হ্লাদ। [শশব্যস্তে] সেনাপতি ! সেনাপতি ! কর্‌ছ কি, ভাই !

[তৎক্ষণাৎ দূষণ একটি বংশীধ্বনি করিল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে সশস্ত্র একদল সৈনিক আসিয়া উপস্থিত হইল।]

দূষণ। [ইঙ্গিতে] বন্দী কর।

[সৈন্যগণ সুবাহুর অর্দ্ধ নিষ্কাসিত তরবারি সহ হস্ত চাপিয়া ধরিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহাকে বন্দী করিল ; হ্লাদ আনন্দে ঘণ্টাকর্ণকে জড়াইয়া ধরিল। সুবাহু ক্রোধে, অভিমানে, বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া ফুলিতে লাগিলেন।]

কে ভৃত্য—কে প্রভু দেখে নাও, সুবাহু !

ঘণ্টা। সখা, স্থির হ'য়ে দাঁড়াও। সৈন্যগুলোর কি কৃতজ্ঞতা, সেটা এবার অনুধাবন কর্‌তে দাও। এদের এতকাল ধ'রে রাজান্নে প্রতিপালিত হবার প্রতিদানটা দেখে একবার বাহবা না দিয়ে যে থাক্‌তে পার্‌ছি না।

সুবাহু। [ক্রোধে, ঘৃণায়, অপমানে] উঃ, স্বর্গ ! এখনও তুমি থর্ থর্ ক'রে কেঁপে উঠ্‌ছ না ? আকাশ ! এখনও তুমি মড়্ মড়্ রবে ভেঙে পড়্‌ছ না ? চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রমণ্ডলি ! ঘৃণায় অস্তাচলে ডুবে যাচ্ছ না ? সমীরণ ! রুদ্ধ হচ্ছ না ?

দূষণ। প্রকৃতির কোন বিপর্য্যয়ই দেখ্‌তে পাবে না ; চিরদিন যেমন থেকে যায়—তেমনিই থেকে যাবে। তোমার অবস্থা-বিপর্য্যয়ে ওদের কিছু-মাত্র আসে-যায় না।

সুবাহু। উঃ, কী ভীষণ ঐ গৃহপালিত, স্বহস্ত-পোষিত কালসর্পের এই দংশন-জ্বালা ! আর কী চমৎকার নির্লজ্জ কৃতঘ্ন ঐ মূর্খ কাপুরুষদের

বিদ্রোহাচরণ! এখনও যাদের উদরান্নের সংস্থান, পরিবার-প্রতিপালন একমাত্র রাজ-প্রদত্ত অর্থেই সম্পন্ন হচ্ছে—উঃ, দেখ্‌তে পারা যায় না! ঘৃণায় চক্ষু মুদে আসে—ক্রোধে মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ ছুট্‌তে থাকে! একবার যদি মুহূর্ত্তের জন্য সুযোগ পেতাম, তা' হ'লে ঐ সকল কাপুরুষকে কেমন ক'রে পশুর ন্যায় হত্যা করে, একবার দেখিয়ে যেতাম!

হ্লাদ। আর কোমর ভাঙা কেউটের মত বৃথা তর্জ্জন-গর্জ্জনে ফল কি? এতদিন সিংহাসনে ব'সে আধিপত্য দেখিয়েছ, এখন একবার কারাগারে অন্ধকারে গিয়ে স্থায়ী রাজ্য পাতিয়ে নাও গে।

সুবাহু। রাগ আসে না তোমার কথায়, দাদা! কিন্তু তোমার পরিণাম ভেবে, এত যে গ্লানি—এত যে অপমান আমার, তার মধ্যেও একটা দুঃখ আসে। তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না—দাদা, তুমি সুধাভ্রমে কী হলাহল পান কর্‌ছ! এখনও সময় আছে, এখনও সতর্ক হও, দাদা! এখনও ঐ বিষকুম্ভপয়োমুখ ভীষণ পিশাচের সংসর্গ পরিত্যাগ কর। তুমি কখনই মনে ক'রো না—দাদা, ঐ ভীষণ কৃতঘ্ন দস্যু কখনও তোমাকে এই স্বর্গ-সিংহাসনে বসিয়ে তোমার আদেশ পালন কর্‌বে। কখনই না! আমার অবস্থা দেখে এখনও বুঝে নাও যে, কি ভীষণ চরিত্র ঐ কৃতঘ্ন পশুর!

ঘণ্টা। তাতেই বলে না হে—দেখে শেখা আর ঠেকে শেখা! সখা আমার তেমন বোকা নয় যে, ঠেকে-শেখার অব্যর্থ নিশ্চিত ফলকে ত্যাগ ক'রে, দেখে-শেখার অনিশ্চয়তা নিয়ে মাথা ঘামাবে।

দূষণ। যাও, সৈন্যদল! বন্দীকে নিয়ে কারাগারে রক্ষা কর গে।

সুবাহু। তাই নিয়ে চল; এ বীভৎস দৃশ্য দেখা যায় না! শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসে—হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্তব্ধ হ'য়ে যায়!

[সৈন্যগণ সুবাহুকে বেষ্টন করিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

সহসা উন্মাদ আসিয়া গাহিল।

উন্মাদ।—

গান।

ঘুঘু তুমি ফাঁদ দেখ নি।
এবার আপনার হাতে আপনার ফাঁদ যে,
পেতে রাখ্‌লে তাও বোঝ নি॥
তোমার ফড়িং হ'য়ে ফড়্‌ ফড়িয়ে অনল পানে ছোটা,
তাতে যেমন পড়া অমনি পোড়া, আর যাবে না ফের্ ওঠা
বাবা, আগা-পাছ ভেবে কাজ করাটা
জীবনে ত একটু শেখো নি॥

[প্রস্থান।

ঘণ্টা। শুভকার্য্যে যত বাধা এসে জোটে! তা' হ'লে কি সেনাপতি! সখার অভিষেক কার্য্যটা এখনই সেরে ফেল্‌বে না কি?

দূষণ। [হিংস্রভাবে পূর্ণ হইয়া] হাঁ, এই যে তোমার সখার অধিবাস এখনই শেষ ক'রে দিচ্ছি! [বংশীধ্বনি করণ]

সশস্ত্র প্রহরিদ্বয়ের প্রবেশ।

হ্রাদ। এদের আবার ডাক্‌লে যে?

দূষণ। যুবরাজের জন্য প্রয়োজন হয়েছে। এই—

[ইঙ্গিতে বন্দী করিতে আদেশ প্রদান; প্রহরিগণ হ্রাদকে বন্দী করিতেছিল]

হ্রাদ। আঃ, কি কর্‌ছ তোমরা? আমাকে না—আমাকে না—আমি যে সেনাপতির পক্ষের! তোমরা স্বপক্ষ-বিপক্ষ চিন্‌তে পার্‌ছ না? সেনাপতি! তুমি এদের মানা ক'রে দাও না, এরা ঠিক কর্‌তে পার্‌ছে না। এরূপ বোকা প্রহরীগুলোকে আজই তাড়িয়ে দিতে হবে।

দূষণ। না, আমারই আদেশ—ওরা ঠিকই কর্‌ছে।

হ্রাদ। [সবিস্ময়ে] বল কি! ওরা ঠিকই কর্‌ছে? এ যে—আমি যে —আমি—আমি! সেনাপতি কি সুবাহুকে বন্দী ক'রে হঠাৎ ভয়ে মাথাটা খারাপ ক'রে ফেল্‌লে না কি?

ঘণ্টা। সেনাপতির মাথা ঠিকই আছে, সখা! তুমিই না বুঝ্‌তে পেরে গোলমাল ক'রে ফেল্‌ছ।

হ্রাদ। আরে কি বিপদ্‌! আমি যে? আমাকেই যে সেনাপতি রাজ-সিংহাসনে বসাবে।

ঘণ্টা। হাঁ—হাঁ—তারই নমুনা হচ্ছে।

হ্রাদ। তার নমুনা কি বন্দী করা?

ঘণ্টা। তবে আর কৃতজ্ঞতা কারে বলে! সেনাপতি যে একজন কৃতজ্ঞতার উপাসক, আগা-গোড়া দেখে আস্‌ছ না? ঐ বড় তরফ থেকেই কৃতজ্ঞতা দেখাবার সুরু করেছে।

দূষণ। [প্রহরীদের প্রতি] এই—নিয়ে যা!

ঘণ্টা। [করজোড়ে] আমার উপর এত নির্দ্দয় কেন তুমি সেনাপতি? আমার উপরেও কৃতজ্ঞতটা একটু দেখিয়ে দেওয়া হোক্‌।

হ্রাদ। সেনাপতি! শেষে তোমার এই কাজ? ওঃ—

[প্রহরিগণ বন্দী হ্রাদকে লইয়া প্রস্থান করিল।

ঘণ্টা। সখার সঙ্গে আমাকেও পাঠাবার হুকুমটা হোক্‌।

দূষণ। না, তুমি এখনই এ স্বর্গ ছেড়ে চ'লে যাও; নতুবা তোমার জীবন-সংশয়। যাও—চ'লে যাও।

ঘণ্টা। তা যাচ্ছি; কিন্তু রাজা হ'লে ত একজন বিদূষকের দরকার হ'ত; তাই বল্‌ছিলাম—

দূষণ। সে ঢের্‌ মিল্‌বে। তুমি দ্বিরুক্তি না ক'রে এখনই অদৃশ্য হও।

ঘণ্টা। [যাইতে যাইতে] বাহাদুর বটে তুমি! তোমাকে বাহবা না দিয়ে থাকা যায় না। তবে একটা কথা হচ্ছে, এটা দীপ নেব্‌বার আগের অবস্থা নয় ত! সেটা একটু চিন্তা করে দেখো।

[প্রস্থান।

দূষণ। [স্বগত] ছিলাম একজন পথের ভিখারী, হ'তে যাচ্ছি আজ স্বর্গের সম্রাট্। আর কি আশা করা যেতে পারে? জানি যে, এ স্বর্গ-সিংহাসন আমার বেশিদিনের জন্য নয়। দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু তপস্যা হ'তে বর নিয়ে ফিরে এলে আমাকে একটা ফুৎকারে উড়িয়ে দেবে। কিন্তু স্বর্গ-সিংহাসনই ত আমার প্রধান কাম্য নয়। আমার প্রধান কাম্য—রাজকুমারী শোভাকে লাভ করা। তারই জন্য এই সব আয়োজন। অন্ততঃ শোভাকে মহিষী ক'রে যদি দু'দিনও স্বর্গ-সিংহাসনে ব'সে যেতে পারি, তাও আমার জীবন সার্থক! যুবরাজ হ্রাদকে সহসা বন্দী কর্‌বার উদ্দেশ্য ঘণ্টাকর্ণও বুঝ্‌তে পারে নাই। প্রজা-উৎপীড়ক, অত্যাচারী, উচ্ছৃঙ্খল যুবরাজকে বন্দী ক'রে আপাততঃ আমার প্রজাবর্গের মনস্তুষ্টি সাধন করা হবে। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে, প্রজাপীড়নের অপরাধেই যুবরাজকে বন্দী করা হয়েছে। সুবাহুকে বন্দী কর্‌বার জন্য প্রজাবর্গের মনে যে অসন্তোষের সৃষ্টি করা হবে, তাকে ঢেকে রাখ্‌তে হবে—এই হ্রাদকে বন্দী ক'রে রাখার সন্তোষ দিয়ে। না, ঠিকই করেছি। ক্রুদ্ধা ছোটরাণীর নিষ্ফল তর্জ্জনে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হব না। বৃদ্ধ মন্ত্রীকে আয়ত্ত করা যাবে না; কিন্তু সমস্ত সৈন্য-সামন্ত যখন আমারই একমাত্র করায়ত্ত, তখন কি কর্‌বে বৃদ্ধ মন্ত্রী একা? যাই, রাত্রিমধ্যে অনেক কাজ শেষ কর্‌তে হবে, প্রভাতেই সিংহাসন অধিকার! শোভা! কোথা যাবে তুমি এবার? এবার বনবিহঙ্গিনি! তোমাকে পিঞ্জরে আবদ্ধ করেছি। তোমার সে গর্ব্ব—সে তেজ—সে

তিরস্কার একটুও ভুলি নাই। হয় স্ব-ইচ্ছায় আমার কণ্ঠে মালা দেবে, নতুবা বলপ্রয়োগে নিজ অর্দ্ধাঙ্গিনী করে অঙ্কে বসাব! এর নাম সেনাপতি দূষণ! তার অভিধানে 'অসম্ভব' ব'লে কোন কথা লেখে নাই। ঠিক জেনো, শোভা তুমি আমার হবে—তুমি আমার হবে!

[সগর্ব্বে প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে তৎক্ষণাৎ লণ্ড ও ভণ্ডের প্রবেশ।

উভয়ে।—

গান।

এবার বেধে গেছে কাণ্ড।
মোদের চোটে আগুন ছোটে,
ব্যাপার যে প্রকাণ্ড॥
হায় কি মজা—কি মজা,
হয় পথের ফকির রাজা,
একটা ওলোট পালট হ'য়ে রাজ্যে
হবে লণ্ড ভণ্ড।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

অঙ্গন

শশব্যস্ত, উদ্বিগ্ন, ক্রুদ্ধ মহানাভের প্রবেশ

মহা। [উচ্চৈঃস্বরে] ওরে রাজ্যবাসি! কে কোথায় আছিস ছুটে আয়—আজ আমার রাজা ভায়েরা বন্দী! নিমকহারাম সেনাপতি তাদের দু'ভাইকে বন্দী ক'রে কারাগারে রুদ্ধ করেছে। যদি অন্নদাতা প্রতিপালক রাজার এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা থাকে, যদি রাজবংশের সম্মান রাখ্‌তে সাধ থাকে, তবে ওঠ—জাগ—অসি ধর—খড়্গ ধর—বিদ্রোহী শত্রুকে সদলে সংহার কর, আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব ক'রো না। [হতাশভাবে] কৈ, কেউ ত কোন দিক্ হ'তে সাড়া দিচ্ছে না? পঙ্গপালের মত দলে দলে কারাও ত ছুটে আস্‌ছে না?

বেগে শোভার প্রবেশ।

শোভা। না, কেউ আস্‌ছে না—কেউ সাড়া দেবে না! দুরন্ত দূষণের ভয়ে কেউ নিঃশ্বাসটী পর্য্যন্ত ফেল্‌বে না। আমি রাজকন্যা হ'য়ে একাকিনী পুরবাসীর দ্বারে দ্বারে কেঁদে কেঁদে এসেছি—আর্ত্তরবে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে এসেছি; কিন্তু কেউ আমার সেই কান্নায় দ্রব হ'ল না! কেউ আমার সেই আর্ত্ত চীৎকারে মাথাটিও তুল্‌লে না! আমি ক্ষোভে—দুঃখে—অভিমানে ফিরে চ'লে এসেছি।

মহা। য়্যাঁ, বলিস্ কি? এমন কাপুরুষ তারা? এমন অকৃতজ্ঞ তারা? এমন অধম তারা? আচ্ছা, আচ্ছা, থাক্ তারা—চাই না তাদের

—আমি একাই যাব। এখনও এই বৃদ্ধের জরাকম্পিত মুষ্টি তরবারি ধারণে অসমর্থ হয় নি! এখনও এই লোলচর্ম্ম, জীর্ণদেহ শত অস্ত্রাঘাতেও বিদীর্ণ হ'য়ে যাবে না। দেখি পারি কিনা একবার সেই পশু হ'তেও অধম কৃতঘ্ন বর্ব্বর সেনাপতির মুণ্ডটা খসিয়ে আন্‌তে! দেখি—পারি কিনা, স্বহস্তে আমার কারাবন্দী ভাইদের কারাগার হ'তে মুক্ত ক'রে আন্‌তে।

[সক্রোধে কম্পন]

শোভা। সব পার তুমি, দাদামশাই! কিন্তু আমি মানা কর্‌ছি—যেয়ো না। গেলেই ধূর্ত্ত তোমাকে কৌশলে বন্দী কর্‌বে। তুমি গেলে যে, আমরা সব হারাব, দাদামশাই।

মহা। [উত্তেজিত ভাবে] না, আমি এখনই যাব। আমার ভাইয়েরা রইল কারাগারে, আর আমি এখানে চুপ্‌ ক'রে জড়ের মত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব? না—তা কখনই হ'তে পারে না! যদি বন্দী করে কর্‌বে, তবুও আমি নিশ্চেষ্টভাবে কিছুতেই থাক্‌তে পার্‌ব না। ওঃ, তারা এতক্ষণ অন্ধকার কারাগৃহে হয় ত শ্বাসরোধ হ'য়ে ম'রে যাবার উপক্রম হয়েছে! উঃ—না—আর থাকা যায় না—আর থাকা যায় না। আমি চল্‌লাম—বিদ্যুদ্বেগে ছুটে চল্‌লাম—এই তরবারি মাত্র সহায়!

[কোষ হইতে তরবারি বাহির করিয়া বেগে যাইতে উদ্যত ;
তৎক্ষণাৎ ভানুমতী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন]

ভানু। কোথা যাবে, বাবা—সেই পিশাচদের হাতে অপমান হ'তে? তা যে, তোমায় যেতে দিতে পার্‌ব না, বাবা। সব সইতে পারব, কিন্তু তোমার অপমান—তোমার অমর্য্যাদা—তোমার লাঞ্ছনা যে, সইতে পার্‌ব না, বাবা!

মহা। তোরা কি বল্‌ছিস্‌, আমি ভাল বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! আমার প্রাণের ভাই সুবাহু কারাগারে পচ্‌ছে—মর্‌ছে—আর আমি আমার

মর্য্যাদা নিয়ে এখানে ব'সে থাক্‌ব ? এই তোদের ইচ্ছা ? ভাই আমার কোনদিন একবিন্দু কষ্ট কাকে বলে জানে না ; সে কি কখনও কারাগারের কষ্ট সইতে পারে ? না—আমাকে বাধা দিস্ নে তোরা ! আমি একবার আমার ভাইদের কাছে ছুটে যাব, একবার তাদের এই বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধর্‌ব আর কারাগার ভেঙে, শিকল ছিঁড়ে দুইভাইকে বুকে ক'রে নিয়ে আস্‌ব।

ভানু। না, বাবা ! তোমাকে সে পিশাচেরা কিছুতেই সে কারাগারে প্রবেশ কর্‌তে দেবে না ! তারা সে চিন্তা না ক'রে কি নিশ্চিন্ত আছে ভেবেছ ?

মহা। [বিরক্তভাবে] তবে তারা দুভাই সেখানে দম-আটকে ম'রে যাক্, আর আমরা এখানে দিব্য নাক ডাকিয়ে নিদ্রা যাই, কেমন ?

ভানু। ভয় কি ? তাদের ভগবান্ আছেন, বাবা !

মহা। না, ভগবান্ তাদের নাই—ভগবান্ যে তাদের শত্রু !

ভানু। না, বাবা ! ভগবান্ কি কখনও কারও শত্রু হ'তে পারেন ?

মহা। এই বেটি আমার মরেছে দেখ ! বল্‌ছে, ভগবান্ কারও শত্রু হ'তে পারেন না ! ওরে হ'ল যে—পার্‌লে যে ! তার কি ?

ভানু। না, বাবা ! ভগবান্ পরম দয়াল। তিনি কারও শত্রু নন্।

মহা। তবু বল্‌ছিস্ শত্রু নন্ ? তবে আমার হিরণ্যাক্ষকে অমন ক'রে বধ কর্‌লে কি ক'রে ? তোকে বিধবা সাজালে কি ক'রে ?

ভানু। আপন আপন কর্ম্ম আপনারা ভোগ কর্‌ছি, বাবা ! তাতে ভগবানের কোন দোষ নাই।

মহা। ভ্যালারে বেটী ! ভগবানের কোন দোষই নাই ? তবে পশু সেজে বরাহমূর্ত্তি ধ'রে হিরণ্যাক্ষকে বধ কর্‌লে কেন ?

ভানু। ঐ তাঁর নিয়তি ছিল, বাবা !

মহা। আবার একটা নিয়তি টেনে আন্‌লে দেখ না! আরে নিয়তি ছিল, কিন্তু সে নিয়তির নিয়ম রক্ষা কর্‌লে কে? তোর সেই ভগবান্ নয় কি?

ভানু। তিনি ভিন্ন ত আর কিছু নাই, বাবা? তিনিই যে সব!

মহা। এই নিয়ে ফেল্‌লে আবার গোলক-ধাঁধার মধ্যে। এদিকে বল্‌লে, ভগবান্ কারও শত্রু নন্, আবার বল্‌ছে তিনিই সব।

ভানু। হাঁ, বাবা—বোঝান বড় শক্ত! কিন্তু আমার পিলু যখন গান ক'রে সব বুঝিয়ে দেয়, তখন সব যেন জলের মত সরল হ'য়ে যায়।

মহা। যাক্, আমার সে সব বুঝ্‌তে গিয়ে দরকার নেই; আমি এখন দাদুদের উদ্ধার করতে যাব, আর সেই পশুটাকে পেলে ঘাড়টা দু'হাতে ছিঁড়ে নিয়ে আস্‌ব।

ভানু। কেন, বাবা—আমার কথা শুন্‌ছ না আজ?

মহা। তোর যেন ভগবান্ আছে, তুই সেই বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত আছিস্; কিন্তু আমার যে আর কোন ভগবান্‌ই নেই। আমি জীবনভরে যে, এক তোদেরই জানি—তোদেরই চিনি; তোরাই যে আমার সব—আর যে আমি কিছুই জানি না! আজ আমার ভাইয়েরা বন্দী, আমার বুক্‌টার ভিতর কি হ'য়ে যাচ্ছে, তা যদি জান্‌তিস, তা' হ'লে বুঝ্‌তে পার্‌তিস্ আমার ব্যথাটা। তাদের দু'জনকে মুক্ত ক'রে দিয়ে যদি আমাকে সেখানে বন্দী ক'রে রাখ্‌ত, তা' হ'লে আমি হাস্‌তে হাস্‌তে সে কষ্ট সহ্য কর্‌তাম। উঃ, মনে হচ্ছে—আর হৃৎপিণ্ডটা যেন ফেটে যাচ্ছে!

ভানু। গেলে যে কোন ফলই হবে না, বাবা! সেকথা আমি ঠিকই ব'লে দিচ্ছি। তুমি যে বুঝ্‌তে পার্‌ছ না, যে রাজভক্ত প্রজাবর্গ রাজার জন্য প্রাণ দিতে পার্‌ত, আজ তারা সকলেই সেনাপতির বশীভূত—ভীষণ রাজদ্রোহী! আবশ্যক হ'লে তারা এখনই আমাদিগকে বন্দী কর্‌তে

পারে। তাদের সে রাজভক্তি বাষ্পের ন্যায় কোথায় উড়ে চ'লে গেছে! আজ আমাদের জীবন-মরণ সেনাপতির অনুগ্রহের উপর নির্ভর করছে। এ অবস্থায় তোমার কোন চেষ্টাই যে সফল হবে না, বাবা!

মহা। তাই যদি হ'য়ে থাকে, তবে তাই হোক্! প্রাণ দেবো—তথাপি নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে থাক্‌তে পার্‌ব না! একি পারা যায়? একি সহ্য করা যায়? শোন্ ত দেখি, বেটি! আজ আমার দিদি রাজকন্যা হ'য়েও প্রজাদের দ্বোরে গিয়ে কেঁদে এসেছে, তা দেখে একটা প্রাণীও সাড়া দিয়ে দিদির মর্য্যাদা রক্ষা করলে না? এ দুঃখ, এ কষ্ট রাখ্‌বার কি স্থান আছে? হায় বাবা হিরণ্যাক্ষ রে! আজ তুই কোথায় আছিস্? একবার এসে দেখে যা, তোর স্বহস্ত-রোপিত বিষতরু আজ কি বিষফল প্রদান করেছে! তোরই অন্নপুষ্ট প্রজাগণ আজ তোর কন্যার কাতর করুণা শুনে একটুও বিচলিত হ'ল না—একটুও তাদের প্রাণ করুণ সুরে বেজে উঠ্‌ল না! আজ তোরই পুত্র বন্দী—তোরই স্ত্রী-কন্যা পথের ভিখারিণী! আজ এই সব জীবিত থেকেও আমাকে দেখ্‌তে হচ্ছে; এ হ'তে যে আমার মৃত্যু শতগুণে ভাল! [পুনঃ উত্তেজিত হইয়া] না, তাই যাব; হয় এই অন্যায়ের প্রতীকার করব, না হয় মৃত্যুকে বরণ করব। নতুবা আমি চুপ্ ক'রে থাক্‌তে কিছুতেই পার্‌ব না—পার্‌ব না!

[গমনোদ্যোগ]

তৎক্ষণাৎ বেগে মন্ত্রী সুভদ্রের প্রবেশ।

মন্ত্রী। কোথাও যেতে হবে না, মহাত্মন্! এইখানেই আমাদিগে প্রস্তুত হ'য়ে দাঁড়াতে হবে। পাপিষ্ঠ সেনাপতি হয় ত এখনই অন্তঃপুর আক্রমণ করবে। আমি তার মনের ভাব বুঝ্‌তে পেরে ছুটে এসেছি। রাজকন্যা শোভাকেই লাভ করাই তার প্রধান উদ্দেশ্য। সহজে লাভ করতে পারে উত্তম, নতুবা বল প্রয়োগেও ইতস্ততঃ করবে না।

মহা। [বিচলিত ভাবে] কি ? কি ? আমার দিদির উপর বল-প্রয়োগ করবে ? এত সাহস—এত স্পর্দ্ধা বেড়ে গেছে শৃগালের ?

মন্ত্রী। সে যে এখন স্বর্গের সিংহাসন অধিকার ক'রে বসেছে ! তার ইঙ্গিতে যে এখন সৈন্য-সামন্ত, প্রজাবর্গ সকলেই চালিত হচ্ছে ! তার সাহস আর স্পর্দ্ধা না বাড়্‌বার ত কোন কারণই এখন নাই।

শোভা। রাজকন্যা সম্বন্ধে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। জান্‌বেন—এ রাজকন্যা দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষের কন্যা ; শত সেনাপতির সাধ্য নাই যে, আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াতে পারে।

মহা। এসে উপস্থিত হ'লে তুই তখন কি করবি, দিদি ?

শোভা। কি করব ? সিংহীর মত তার উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তার বুকের রক্ত চুষে খাব ! কাল-ভুজঙ্গীর মত গ'র্জ্জে উঠে ফণা তুলে তাকে দংশন করব।

মহা। সমস্ত সৈন্য নিয়ে যদি এক সঙ্গে তোকে আক্রমণ করে ?

শোভা। একটা হুঙ্কারে তাদের থর্ থর্ ক'রে কাঁপিয়ে তুল্‌ব ! প্রলয়ের অনলবর্ষী দৃষ্টিপাতে তাদের ভস্ম ক'রে দেবো ! এত শক্তি রাখে এই দানব-কন্যা। এত সাহস রাখে এই হিরণ্যাক্ষ-পুত্রী শোভা !

সহসা উন্মাদ আসিয়া গাহিল।

উন্মাদ।—

গান।

ওযে সেই মহাশক্তির অংশ।
যার শক্তিতে শক্তিশালী এই বিশাল দৈত্য-বংশ।
সাধ্য কি রে ও শক্তিরে করে শক্তিহীন,
ও শক্তির কাছে পশুশক্তি হ'য়ে যায় রে ক্ষীণ,
প্রলয়ের বিদ্যুৎ ও যে—পারে করতে ত্রিলোক ধ্বংস।

[প্রস্থান

মন্ত্রী। সত্যই তাই, মহাত্মন্! নতুবা 'আজ ঐ ক্ষুদ্র বালিকার প্রাণে এত বল, এত সাহস, এত তেজ দেখা দিলে কিরূপে? না, মা শোভা, তোমার জন্য আমাদের আর চিন্তার কারণ নাই। তোমার মুখে চোখে আজ যে দীপ্তি দেখ্‌তে পেয়েছি, তাতেই আমি তোমার শক্তি বুঝে নিয়েছি।

মহা। [শোভাকে আনন্দে জড়াইয়া ধরিয়া] ওরে আমার দিদি রে —ওরে আমার দিদি! তোর মুখের সাহস দেখে আজ এই বৃদ্ধ একেবারে স্তব্ধ হ'য়ে গেছে! না রে বেটি! আর আমাদের দিদির জন্য কোন ভয় নাই—কোন চিন্তা নাই।

শোভা। না, আজ বড় আঘাতে জ্ব'লে উঠেছি! সমস্ত প্রজাদের কাছে কেঁদে কেঁদে যখন কোন আশা বা আশ্বাস না পেয়ে ফিরে এসেছি, আর যখনই মন্ত্রী মহাশয়ের মুখে পাষণ্ড সেনাপতির মনের ভাব শুন্‌তে পেয়েছি, তখনই যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথা এক অদৃষ্ট স্থান থেকে কোন্ এক মহাশক্তি এসে আমার সমস্ত দেহে শক্তির তড়িৎ সঞ্চার ক'রে দিলে! আমি এখন সেই শক্তির অধিকারিণী ভীষণা দানব-কন্যা শোভা।

মহা। তবে আয়, দিদি, আগে আমার দাদুকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসি।

শোভা। না, তা করব না। দাদা বীর—দাদা সম্রাট্, তাকে উদ্ধার ক'রে তার বীরত্বের মর্য্যাদাকে ম্লান ক'রে দিয়ে আস্‌তে চায় না তার এই ক্ষুদ্র ভগিনী। আরও বিশেষ কথা—যে অধম অকৃতজ্ঞের দল ধূর্ত্ত সেনাপতির সহায় হ'য়ে দাদাকে সহসা অতর্কিত ভাবে আক্রমণ ক'রে বন্দী করেছে, তারা আগে তাদের প্রতিপালক সম্রাটের অভাব হাড়ে-হাড়ে অনুভব করুক। যখন ঐ ধূর্ত্ত সেনাপতিকে তারা বেশ ক'রে চিন্‌তে

পার্‌বে, পাষণ্ডের অত্যাচারে নিজেরাই জর্জ্জরিত হ'য়ে নিজেদের ত্রুটি বুঝ্‌তে পেরে আমার দাদাকে তারাই কারামুক্ত ক'রে আন্‌বে, দাদার প্রকৃত মুক্তি পাওয়া হবে সেইদিনই—দাদার প্রকৃত রাজত্ব করা সার্থক হবে সেইদিনই।

মহা। তোদের মা-বেটীর দু'জনের হেঁয়ালীর মধ্যে প্রবেশ কর্‌তে পারি না! একজন থাক্‌ল ভগবান্ নিয়ে, আর তুই থাক্‌লি শত্রুদের রাজভক্তি দেখ্‌বার ভাব নিয়ে। যা ভাল বুঝিস্ কর্ তোরা—আমি আর কোন কথাটীও কইব না!

মন্ত্রী! রাজকন্যা ঠিক কথাই ব'লেছেন, মহাত্মন্! যারা বর্ত্তমানে রাজদ্রোহী, তারা যদি তাদের ভ্রম বুঝে ঠিক পথ ধর্‌তে পারে, তা' হ'লেই তাদের রাজভক্তিতে আর কখনও কেহ রাজদ্রোহিতায় পরিণত কর্‌তে পার্‌বে না। ধন্য, মা! তোর মত এমন রাজনীতি-জ্ঞান এ বৃদ্ধ মন্ত্রীর মস্তিষ্কেও প্রবেশ করে নাই।

ভানু। যাও—বাবা, স্থির হ'য়ে বিশ্রাম কর গে! আমি একবার ভগিনী কয়াধুর কাছে যাব। তার পুত্র কারাগারে গিয়েছে ব'লে সে না কি একেবারে ক্ষিপ্তের মত হ'য়ে উঠেছে। তাকে কেউ শান্ত ক'রে রাখ্‌তে পার্‌ছে না।

শশব্যস্তে একজন পরিচারিকার প্রবেশ।

পরি। ওগো! তোমরা শীঘ্র এস গো—শীঘ্র এস। ছোট রাণী-মা যেন কেমন হ'য়ে পড়েছে! কোন সাড়া নেই—কেবল হাত-পা ছুড়্‌ছেন। মাথা কেটে রক্ত বেরুচ্ছে!

ভানু। কি সর্ব্বনাশ! চল সকলেই আমরা যাই।

[ব্যস্তভাবে সকলের প্রস্থান।

তৎক্ষণাৎ বেগে দূষণের প্রবেশ।

দূষণ। কই এখানে ত কাকেও দেখ্‌ছি না। চরের মুখে শুন্‌লাম, শোভা এখানেই ছিল. আচ্ছা, যাবে কোথায়? এ দূষণের হাত হ'তে এবার আর উদ্ধার নাই! প্রথমটা একটু নরম ভাবেই চল্‌ব, তাতে ফল না হ'লে —বল-প্রয়োগ। যে ভাবেই হোক্, আজ শোভাকে নিয়ে রাজ-সিংহাসনে আমার পার্শ্বে বসাতেই হবে। যেজন্য আমার এত আয়োজন, তা কখনই ব্যর্থ হ'তে দোব না! যে এমন সব অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তুলেছে, তার কাছে শোভাকে আয়ত্ত করা অতি তুচ্ছ কথা! যাই, এখনই দেখ্‌তে হবে শোভা কোথায়।

[বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

পর্ব্বত-পথ

ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, ও পবন, আসীন

ইন্দ্র। দিনের পর দিন চ'লে গেল, সুরগণ! কিন্তু তথাপি আমরা স্বর্গ উদ্ধার কর্‌বার কোন আয়োজনই ক'রে উঠ্‌তে পার্‌লাম না ত? মাত্র জল্পনা-কল্পনাই আমাদের সার হ'য়ে দাঁড়াল!

অগ্নি। তাই ত দেখা যাচ্ছে, সুরনাথ! মাত্র আমরা কয়জন দিক্‌পাল ভিন্ন আর কেউ ত স্বর্গ উদ্ধারের জন্য অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে তেমন উৎসাহী নয়।

পুরুষকার আসিয়া গাহিল।

পুরুষকার।—

গান।

জাগ রে জাগ রে যত সুপ্ত সিংহগণ।
এখনো ঘুমায়ে হায় রে—হয়ে অচেতন।
দৈবমুখ চাহি থাকিলে পড়িয়া,
থাকিতে হইবে চিরদিন পড়িয়া,
পথে পথে শুধু মরিবে ঘুরিয়া,
পাবে না কভু আর স্বর্গ-সিংহাসন॥

ইন্দ্র। শোন, সুরগণ! পুরুষকার কি বলে?

পুরুষকার।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

আঁখি মেলি সবে দেখ রে চাহিয়া,
কি ছিলে কি হ'লে, আরো যাবে কি হইয়া,
স্বর্গ-নিকেতন নিয়েছে কাড়িয়া—
অমর বলিয়ে শুধু রেখেছে জীবন॥

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। ঠিক কথা বলেছ, পুরুষকার! শুধু অমর ব'লেই আমাদের জীবন রেখে দিয়েছে। কিন্তু এরূপ অসার নিশ্চেষ্ট জীবনই কি আমাদের কাপুরুষতাকে আরও বেশি ক'রে প্রমাণ ক'রে দিচ্ছে না? জীবনসর্ব্বস্ব দেবগণ আজ ত্রিলোকের কাছে কত হেয়, কত অপদার্থ ব'লে প্রমাণিত হয়েছে! কি হবে সে জীবনে? কি হবে সেই অকিঞ্চিৎকর তুচ্ছ প্রাণে? যে জীবনে স্পন্দন নাই—যে জীবনে জাগরণ নাই—যে জীবনে কর্ম্ম নাই—মাত্র জীবন নিয়ে বেঁচে থাকাটাই যদি সংসারের কাম্য হ'ত,

তা' হ'লে এই হস্ত-পদ, এই বুদ্ধি-বৃত্তি, এই জয়-পরাজয়জনিত আনন্দ—বিষাদ এ সব কিছুরই অস্তিত্ব থাকৃত না! তা' হ'লে এই ত্রিসংসার কেবল একটা জড়ের আবাস-স্থল ব'লেই নির্দ্দিষ্ট হ'ত!

বরুণ। বৃথা খেদে কোন প্রয়োজন নাই, সুরেন্দ্র! যদি দেবতাদের মধ্যে এইরূপ শোচনীয় অবস্থাই উপস্থিত হ'য়ে থাকে, তা' হ'লে চাই না আমরা তাদের সাহায্য। মাত্র দিক্‌পাল আমরাই স্বর্গ-উদ্ধারের জন্য দানবের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ব। সমগ্র দেবতা-সমাজের কলঙ্ক-কালিমা আমরাই ক্ষালন কর্‌ব।

পবন। তা' হ'লে আর কালবিলম্বের প্রয়োজন নাই। হিরণ্যকশিপু তপস্যা হ'তে ফিরে আস্‌বার পূর্ব্বেই আমাদের কার্য্য সাধন করা কর্ত্তব্য ব'লে মনে করি।

ইন্দ্র। সুখী হ'লুম—তোমাদের উদ্যম আর উৎসাহে! বল তবে সকলে উচ্চৈঃস্বরে—জয় পুরুষকারের জয়!

সকলে। জয় পুরুষকারের জয়!

তৎক্ষণাৎ নারদের প্রবেশ।

নারদ। দৈববলসম্পন্ন দেবতাবৃন্দের একমাত্র পুরুষকারের জয়ধ্বনি নিতান্ত অনুচিত, সুরপতি!

ইন্দ্র। না, দেবর্ষি! দেবগণ আর দৈব-মুখাপেক্ষী হ'য়ে নির্জীবের মত প'ড়ে থাক্‌বে না। দেবগণ এখন একমাত্র পুরুষকারকেই আশ্রয় ক'রে দানব-বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কর্‌বে।

নারদ। মহাভ্রমে পতিত হয়েছ, বাসব! দৈবকে পরিত্যাগ ক'রে পুরুষকারের আশ্রয় গ্রহণ করা দেবতা সমাজের তাতে কলঙ্ক বই যশঃ প্রচার হবে না। পুরন্দর কি এতদিন পরে দৈব অপেক্ষা পুরুষকারকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিতে প্রস্তুত হয়েছ?

ইন্দ্র। হাঁ, দেবর্ষি! জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বর্ত্তমানে আমাকে সেই শিক্ষাই প্রদান করেছে।

নারদ। তা' হ'লে দেবতা আর দানবের মধ্যে পার্থক্য থাকৃল কি, পুরন্দর? আধ্যাত্মিক শক্তির কাছে যে বাহুবল চিরকালই পরাজিত, এ কথা কি সুরপতি, বাসব আজ একেবারেই বিস্মৃত হ'য়ে গেলেন?

ইন্দ্র। বল্‌লামই ত, অভিজ্ঞতার ফলেই বাসব আজ তার সে দুর্ব্বলতা ত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত হয়েছে।

নারদ। এরূপ উক্তি সুরেন্দ্রের মুখে আজ নিতান্তই অসমীচীন ব'লে বোধ হচ্ছে। এরূপ ধারণা ত দেবতা-সমাজের পক্ষে বেশ সুলক্ষণ ব'লে মনে হচ্ছে না।

ইন্দ্র। চিরদিন দৈবনির্ভরতার ফল কি—দেবতারা অসুরদের নিকট হ'তে হাতে হাতে লাভ কর্‌ছে না?

নারদ। না, সুররাজ! সে নির্ভরতা দেবতাদের থাকে না ব'লেই অসুর-হস্তে এরূপ লাঞ্ছিত হ'তে হয়। দেবতাদের মধ্যে যখন দৈব-শক্তি দুর্ব্বল হ'য়ে আসে, আর দানবের মধ্যে যখন দৈববল পূর্ণভাবে দেখা দেয়, তখনই দানব-করে দেবতাদের লাঞ্ছনা পেতে দেখা যায়।

ইন্দ্র। দানবেরা কি কখনও একমাত্র বাহুবল ব্যতীত দৈব-বলে দেবতাদের পরাজয় কর্‌তে পেরেছে?

নারদ। হাঁ, সুরপতি, পেরেছে। শত বাহুবল থাক্‌লেও দানব যখন তপস্যা দ্বারা দৈবশক্তিকে লাভ করে, তখনই দানব দেবতাকে পরাজয় ক'রে থাকে; এ ত চিরদিনই দেখে আস্‌ছ, বাসব?

ইন্দ্র। তবে তাদের পরিণামে পতন হ'তে দেখা যায় কেন, দেবর্ষি?

নারদ। দৈববলকে চিরস্থায়ী ক'রে রাখ্‌তে পারে না ব'লে। যখনই গর্ব্ব অহঙ্কার পুরুষকারের সহিত মাথা তুলে দাঁড়ায়, তখনই দানব ধ্বংসের

পথে অগ্রসর হ'তে থাকে, এত চক্ষের উপর নিয়তই দেখা যাচ্ছে, বাসব। দানবজাতি স্বভাবতই তমোগুণাশ্রয়ী, তপস্যা দ্বারা তারা কিছুদিন সেই তমোগুণকে সত্বগুণে পরিবর্ত্তিত ক'রে নেয় বটে, কিন্তু সে পরিবর্ত্তন তাদের স্বভাবের বিরুদ্ধ ব'লেই চিরস্থায়ী হয় না। কিন্তু দেবতাদের ত তা নয়; তারা যে স্বভাবতই সত্বগুণের আধার। তাদের সে সত্বগুণের লাভের জন্য তপস্যা করতে হয় না; কিন্তু মধ্যে মধ্যে মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যদীপ্তির মত তাদের সে সত্বগুণ তমো দ্বারা আবৃত হতে দেখা যায়, সেও তাদের আত্মকৃত ত্রুটি ভিন্ন কিছুই নয়। সেই ত্রুটি ফলেই তাদের অসুর হস্তে লাঞ্ছনা ভোগ, রসাতল বাস প্রভৃতি দুরবস্থা প্রাপ্তি ঘটে থাকে।

ইন্দ্র। কি ত্রুটি দেবতাদের দেখ্‌তে পেয়েছেন, দেবর্ষি?

নারদ। প্রথমতঃ হিংসা—যে হিংসা দেবতার মনে কখনই উদয় হওয়া উচিত নয়। যখনই কোন দানব বা ভক্ত কোনরূপ তপস্যায় নিযুক্ত হয়, তখনই দেবরাজ তুমিই তোমার স্বর্গ-সিংহাসন অধিকারচ্যুত হবে ব'লে, সেই সাধকের উপর অত্যন্ত হিংসাপরায়ণ হ'য়ে উঠে থাক। এমন কি সেই হিংসার বশবর্ত্তী হ'য়ে তার সেই তপস্যা ভঙ্গ কর্‌বার যতদূর অস্ত্র তোমার সঞ্চিত আছে, তার প্রয়োগ কর্‌তে একটুও ত্রুটি কর না। এই হিংসাই তখন তোমার সর্ব্বনাশের একমাত্র কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়। অহিংসধর্ম্মী দেবতার প্রাণে হিংসা দেখা দিলে, তখনই সে পতনের পথে নেমে আসে।

ইন্দ্র। আপনি কি তবে দানবের বিরুদ্ধে অস্ত্র না ধ'রে কেবল নির্জীব জড়ের মত প'ড়ে থাকৃতে বলেন?

নারদ। অহিংস-নীতি অবলম্বন কর্‌বার অর্থ জড়ের মত প'ড়ে থাকা নয়, বাসব! হিংসাশূন্য হ'য়ে দেবতার কর্ত্তব্যপালন করাই

দেবতার দেবত্ব—মহত্ত্ব। অহিংসা-ধর্ম্মে যার মর্ম্মস্থল আবৃত, সেখানে দানবের শত অস্ত্রাঘাতও ব্যর্থ হ'য়ে যায়। দৈব-শক্তির কাছে দানব-শক্তি কখনই জয়ী হ'তে পারে না—যদি সে দৈবশক্তি পূর্ণভাবে বিগুমান থাকে।

ইন্দ্র। বর্ত্তমানে সুরগণ ত স্বর্গভ্রষ্ট—পথের ভিখারী! দেবর্ষি কি তা'হ'লে এই ভাবেই সুরগণকে নিশ্চেষ্টভাবে প'ড়ে থাক্‌তে বলেন?

নারদ। না, তা বলি না। কিন্তু দেবতারা এখন সত্ত্বগুণভ্রষ্ট হিংসাপরায়ণ; কাজেই দেবত্বহীন। আমি বলি, দেবতাগণের এখন কর্ত্তব্য এই যে—তারা যাতে হিংসাশূন্য হ'য়ে দৈবের উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে নিজেদের দৈবশক্তি বৃদ্ধি করা।

ইন্দ্র। দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু যে সম্প্রতি মহা তপস্যায় নিযুক্ত, তার ফল কি বিধাতার নিকট হ'তে অমরত্ব লাভ করা নয়?

নারদ। সম্পূর্ণ অমরত্ব লাভ দানবের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। তবে তপস্যার ফল যা, তা লাভ কর্‌বেই। সে ফলও ত তার দৈববলই হ'য়ে দাঁড়াবে, বাসব!

ইন্দ্র। তার ফলে দেবগণকে আরও নিপীড়িত কর্‌বে - আরও লাঞ্ছিত কর্ ব।

নারদ। হাঁ করবে; কিন্তু সেই অত্যাচারেরই অব্যর্থ ফল কি, শেষে তার ধ্বংসের পথ নির্দ্দিষ্ট ক'রে দেবে না?

ইন্দ্র। ততদিন সেই অত্যাচার আমাদের নীরবে সহ্য ক'রে যেতে হবে?

নারদ। তা ভিন্ন কি উপায় আছে, বাসব? বিধাতার বরদৃপ্ত হিরণ্যকশিপুকে পরাজয় কর্‌বার শক্তি ত তোমাদের এখন নাই।

পূর্ব্বেই ত বলেছি—তোমরা সে শক্তি হারিয়ে ফেলেছ; এখন যদি সেই শক্তিকে উদ্বোধিত করতে চাও, তবে সমস্ত দেব-সমাজ একত্র হ'য়ে সত্যের আশ্রয় গ্রহণ কর। মনে-প্রাণে অহিংস ভাব জাগিয়ে তোল—ভগবানের উপর পূর্ণ নির্ভর কর। দেখাও আবার—তোমরা দেবতা, দেখাও আবার—তোমরা সত্ত্বগুণের পরম আধার। তা' হ'লেই নিজেরাই নিজের নিজের স্বর্গ গ'ড়ে নিতে পারবে—সে স্বর্গ আর কখনও দানবের তাণ্ডব নৃত্যে প্রতিধ্বনিত হবে না।

ইন্দ্র। যান্, দেবর্ষি—আপনি আপনার কার্য্যে! আমরা বর্ত্তমানে যে উদ্যমে স্বর্গাধিকার কর্‌বার জন্য প্রস্তুত হয়েছি, তা হ'তে অন্যপথে যেতে পার্‌ব না। দেখ্‌ব, সে পুরুষকারের কাছে দৈবশক্তি অবনত হয় কি না।

নারদ। না, তা কখনই হবে না—হ'তে পারে না। আজ তুমি মোহে আচ্ছন্ন হ'য়ে সব ভুলে যাচ্ছ! নতুবা সহস্রলোচন—তোমার ঐ সহস্রলোচন সহস্র দৃষ্টিতে চেয়ে দেখ্‌ত যে, পুরুষকার অপেক্ষা দৈব কত শক্তিশালী—কত পরাক্রমশালী! আচ্ছা, আমি চল্‌লাম এখন। আমার হিতবাণী আর এখন তোমাদের বধির কর্ণে প্রবেশ কর্‌বে না, বাসব; কিন্তু যখন তোমাদের এই ব্যর্থ-উদ্যমের ফলাফল কার্য্যক্ষেত্রেই দেখ্‌তে পাবে, তখন আমার বাক্য কত সত্য—কত সময়োচিত—কত হিতকর বুঝ্‌তে পার্‌বে। তখন এই হিংসার সংগ্রামে আর অহিংস-সংগ্রামে কত আকাশ-পাতাল ভেদ, তা বুঝ্‌তে পার্‌বে। আমি সেই পরিণাম দেখ্‌বার জন্য অপেক্ষা ক'রে থাক্‌লাম। যাবার সময় এখনও দৃঢ়ভাবে ব'লে যাচ্ছি, তোমাদের পন্থা হিংসা নয়—হিংসা নয়—একমাত্র অহিংস-নীতি—একমাত্র অহিংস-নীতি!

[প্রস্থান।

সহসা পুরুষকার আসিয়া গাহিল।

পুরুষকার।—

গান।

ছুটে চল—ছুটে চল, ফিরো না পাছে।
পুরুষ হ'য়ে পুরুষকারে, বল কে কোথা ছেড়ে আছে॥
অন্ধ পঙ্গু নও ত তোমরা মহা মহা বীর,
জড়ের মত তোমাদের কি থাকা হয় গো স্থির,
এবার জ্ব'লে ওঠ—জ্ব'লে ওঠ—পোড়াও শত্রু গিয়ে কাছে॥
থাক্‌তে শৌর্য্য, থাক্‌তে বীর্য্য, থাক্‌তে বাহুবল,
কে পারে সংসারে থাক্‌তে হ'য়ে গো দুর্ব্বল,
হ'য়ে স্বর্গভ্রষ্ট মনাকষ্ট কেন বল পাও আর মিছে॥

[প্রস্থান।

ইন্দ্র। এস ছুটে, সুরগণ!

[সকলের বেগে প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

উদ্যান-পথ

অগ্রে শোভা, পশ্চাৎ দূষণের প্রবেশ

দূষণ। এখনও কথা শোন, শোভা!
নতুবা বিপদ্ নিজ আনিবে ডাকিয়া।

শোভা নহে ভীতা সিংহসুতা ফেরুর তর্জ্জনে।
সাধ্য কী যে পার মোর কেশাগ্র স্পর্শিতে!

হীনমতি কৃতঘ্ন তস্কর !
শোভারে লভিতে সাধ ?
প্রলয়ের ঘনঘটা-মাঝে
ছোটে যবে চকিত দামিনী ছটা,
দেখেছ কি—কী ভীষণা মূরতি তাহার ?
অথবা কি গিরিগুহা মাঝে,
ভীষণ আগ্নেয়গিরি
জ্বলে যবে দাউ দাউ রবে,
জ্বালাময়ী তীব্র শিখা তার
নেত্র-পথে পড়েছে কখনো ?
মনে রেখো—
দানব-নন্দিনী শোভা,
তা হ'তেও অতীব ভীষণা !
তাই বলি, রে মূর্খ অধম !
এখনও করি সাবধান—
ধীরে ধীরে প্রাণ ল'য়ে কর পলায়ন ।

দূষণ ।　অসহায়া একাকিনী তুমি,
কিবা ফল নিষ্ফল তর্জ্জনে, শোভা ?
বোঝ নি কি এখনো, বালিকা,
বর্ত্তমান অবস্থা তোমার ?
বন-বিহঙ্গিনী আজি
ব্যাধ-করে হয়েছে পতিতা ।
বাধ্য হওয়া বিনা,
নাহি অন্য উপায় তাহার ।

শোভা। নহি বন-বিহঙ্গিনী ;
চেয়ে দেখ্, অন্ধ !
কি ভীষণ কাল-ভুজঙ্গিনী এই,
ফণা তুলি আছে দাঁড়াইয়ে !
স্পর্শিতে আসিলে—
ঢালিবে কী তীব্র হলাহল !

[সহসা গুপ্ত ছুরিকা বাহির করিয়া ভীষণা মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মানা ; দূষণ তৎক্ষণাৎ বংশীধ্বনি করিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে একদল সশস্ত্র সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল।]

দূষণ। নিঃশব্দে বন্দিনী ক'রে নিয়ে যাও আমার প্রাসাদে। ইচ্ছা ছিল না, শোভা, তোমার উপর বলপ্রয়োগ করি। কিন্তু বুঝ্লে না— বাধ্য হ'লে না ; তারই ফল বাধ্য হ'য়ে তোমাকে দিতে হ'ল !

সৈন্যগণ। [শোভার দিকে চাহিয়া] একি—একি মূর্ত্তি !

শোভা। ভয় কি—ভয় কি ? তোদের মাতৃ-মূর্ত্তি—এ তোদের মাতৃ-মূর্ত্তি ! তোরা ছেলে—মাকে বন্ধন কর্‌তে এসেছিস্, বেশ করেছিস্ ! শুধু বাঁধ্‌লে চল্‌বে না—আরও কি কর্‌তে হবে জানিস্ ? তোদের এই অসহায়া মাকে বন্দিনী ক'রে ঐ কামুক কুক্কুর পিশাচের ক্রোড়ে উপঢৌক দিতে হবে। ছেলে হ'য়ে এমন কর্ত্তব্যপালন কর্‌তে পার্‌বি না, অধমগণ, তবে তোরা কি ছেলে ?

সৈন্যগণ। [সমস্বরে] না—না—কথনই পার্‌ব না—কথনই পার্‌ব না !

শোভা। না পার্‌লে যে তোদের পাপ হবে ! যার পিতৃ-অন্নে— ভ্রাতৃ অন্নে এতদিন পুষ্ট হয়েছিস্, তার কন্যাকে, তার ভগিনীকে বেঁধে নিয়ে লাঞ্ছিত কর্‌তে পার্‌বি না ? এ না পার্‌বি ত তোরা পিশাচ সেনাপতির আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয়েছিস্ কি জন্য ? তবে তোরা এত অধম

হয়েছিস্ কিসের জন্য ? তবে তোরা তোদের প্রভু-পুত্র নবীন সম্রাট্‌কে বন্দী ক'রে কারাগারে রেখেছিস্ কিসের জন্য ? দৈত্যকুলের কুলাঙ্গার —নির্লজ্জের দল ! এতদূর অধঃপতনে না যাবি ত আজ পিশাচের সঙ্গ ধ'রেছিস্ কেন ? কৃতঘ্নের দল ! তোদের কি লজ্জা আছে ? তোদের কি ঘৃণা আছে ? নইলে একটা পথের কুকুরকে এনে সিংহাসনে বসাবি কেন ? কোন্ প্রলোভনে—কোন্ ধর্ম্মানুসারে—কোন্ বিবেকের অনুমোদনে তোরা ঐ পিশাচের আজ্ঞাবহ হ'য়ে আজ মাতৃ-স্বরূপা রাজ-কন্যাকে অপমান কর্‌তে ছুটে এসেছিস্ ? ভাব্‌ছি যে, আকাশ থেকে একটা বজ্র এসে তোদের মাথায় পড়্‌ছে না কেন ? ভাব্‌ছি যে, একটা মহা-প্রলয়ের উন্মত্ত ঝঞ্ঝা এসে তোদের ধূলিরাশির মত উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে না কেন ? অথবা একটা প্রলয়-শিখা জ্ব'লে উঠে তোদের পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়ে যাচ্ছে না কেন ?

সৈন্যগণ। [নিজ নিজ অসি লইয়া] এই আমরা আমাদের তরবারি মায়ের পদতলে রক্ষা কর্‌লাম। [তথাকরণ]

দূষণ। [স্বগত-বিস্ময়ে] একি ব্যাপার !

সহসা উন্মাদ আসিয়া গাহিল।

উন্মাদ।—

গান।

অবাক্ হ'য়ে ভাব্‌ছ কি এবার।
তাক্ লাগিয়ে দিয়েছে ওই
মহাশক্তি মা আমার ॥
মা যে আমার মহাসতী মহাশক্তি হয়,
ওই মহাশক্তির কাছে হয় রে সকল শক্তি ক্ষয়,
আজ উঠ্‌ল জেগে মহাশক্তি
ভাব্‌না কি বল না আর ॥

সৈন্যগণ। জয়—মা মহাশক্তি মায়ের জয়!

দূষণ। অবাধ্য মূর্খ সৈন্যগণ! জান আমি কে?

সৈন্যগণ। [সমস্বরে] পথের কুকুর—পথের কুকুর!

উন্মাদ।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

যে পাতা-চাটা পথের কুকুর ঠিকই বলেছে,
তাই নাই দিয়ে ওই কুকুরটারে মাথায় তুলেছে.
এবার যেমন কুকুর তেমনি মুগুর যাদু.

ঠিক হয়েছে তোমার।

[প্রস্থান।

১ম সৈন্য। আদেশ কর, মা! কি কর্‌ব আমরা?

শোভা। সে আদেশ তোমাদের সম্রাটের নিকট হ'তে নাও গে; বন্দী সম্রাটের পদতলে গিয়ে এখনই পড় গে; দয়াল সম্রাট্ তোমাদের ক্ষমা কর্‌বেন। যাও, দূষণ! স্বস্থানে যাও। তোমার অপরাধের দণ্ড সম্রাটের নিকট হ'তেই লাভ কর্‌বে। নাও, সৈন্যগণ! এই অধমের অস্ত্র কেড়ে নাও।

[দূষণ নিজেই অস্ত্র ফেলিয়া দিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিল।

[ঊর্দ্ধমুখে করযোড়ে] কি মহাশক্তির তড়িৎ সঞ্চারিত ক'রে দিলি, মা—এই দুর্ব্বল বালিকার প্রাণে? কি কৃপাসিন্ধুর অজস্র ধারা ঢেলে দিলি, মা! এই দানব-নন্দিনী শোভার মস্তকে? যে শক্তি সঞ্চয় ক'রে —যে কৃপা লাভ ক'রে আজ এই কামুক পশুর পাশব-আক্রমণ হ'তে পরিত্রাণ লাভ কর্‌লাম। তোমার কৃপার উপর নির্ভর কর্‌লে কি অসাধ্য-সাধন কর্‌তে পারা যায়, তা আজ যেমন বুঝ্‌তে পার্‌লাম, তেমন বোঝা ত আর কখনও বুঝি নি, মা! চিরদিন যেন এইরূপ মা হ'য়ে সন্তানকে রক্ষা করিস্, মা! এস, সৈন্যগণ; আমার সঙ্গে কারাগৃহে এস।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

পাঠাগার

প্রহ্লাদ সহ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে
অন্যান্য বালকগণের প্রবেশ

সকলে।—

গান।

বাহু তুলে নেচে নেচে হরি বল ভাই রে।
এই হরিনাম বিনে জীবের আর গতি নাই রে॥
এমন মধুর হরিনাম, নিলে পূরবে মনস্কাম,
(এ যে মধুর হ'তেও মধুর রে) (ভয় র'বে না—র'বে না)
আজ প্রেমানন্দে ভাব-তরঙ্গে আয় ভেসে সবাই যাই রে॥

বেগে চীৎকার করিতে করিতে ভৈরবানন্দের প্রবেশ।

ভৈরব। ওরে থাম্ রে—থাম্—থাম্—থাম্! আর আমাদের সর্ব্বনাশ করিস্ নে রে—করিস্ নে!

বালকগণ।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

কর শুরু হরি নাম, পাবে অন্তে মোক্ষধাম,
(আর আসিতে হবে না) (এ ভব-সংসারে ফিরে)
(এই মায়ার খেলা ভেঙে যাবে)
(এই ধূলো খেলার সাঙ্গ হবে)
আজ মনের সাধে প্রাণভরে আর হরিগুণ গাই রে॥

[সকলের নৃত্য]

তৎক্ষণাৎ ভাবে বিভোর হইয়া নৃত্য-পরায়ণ
বটুকাচার্য্যের প্রবেশ।

ভৈরব। এই সেরেছে রে—এই সেরেছে! দাদার মুণ্ডুও ঘুরে গেছে! এখন কি উপায় করি? কি উপায় করি? [উচ্চৈঃস্বরে] ও বড়-বৌ—ও বড়-বৌ! শীগ্‌গীর এস—শীগ্‌গীর এস!

তৎক্ষণাৎ বড়-বৌয়ের প্রবেশ।

[বটুককে দেখাইয়া] ঐ দেখ—ঐ দেখ দাদার কী কাণ্ড!

[বড়-বৌ তাড়াতাড়ি গিয়া বটুকাচার্য্যকে ধরিয়া থামাইতেছিলেন; কিন্তু ধৃতাবস্থাতেও বটুক ভাবোন্মত্ত ভাবে নৃত্য করিতেছিলেন। প্রহ্লাদ প্রভৃতি আরও জোরে ঝুমুর-নৃত্য চালাইতেছিল। বড়-বৌ বটুককে ধৃতাবস্থায় ক্রমশঃ ভাবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন—ঝুমুর-নৃত্য চলিতেছিল।]

[ভৈরব অস্থির হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে] ও বড়-বৌ! বলি—তুমিও? বলি—তুমিও? হায়—হায় রে! একেবারে—সমূলেন বিনশ্যতি—সমূলেন বিনশ্যতি হ'তে হ'ল রে! ওরে পেহ্লাদে—ওরে আহ্লাদে! শেষে আমাদের জহ্লাদের হাতে ফেল্‌লি রে!

[ভৈরব ব্যতীত সকলের নৃত্য করিতে করিতে প্রস্থান।

[রাগে ও দুঃখে] চল্‌ল ঐ সঙ্গে নাচ্‌তে? যা—খুব যা - দৈত্যের হাতে অপমৃত্যু লেখা আছে আমাদের, কি কর্‌ব? সবগুলো এক সঙ্গে মর্‌ব—আমিই বা তবে বাকী থাকি কেন? আমিও হরি বলি আর জোরে লাফ দিয়ে নৃত্য করি। বল্ হরি—বল্ হরি! দু'শো বার বলি—পাঁচ-শো বার বলি—হাজার হাজার বার বলি। হরি হরি বলি—হরির বাপ্‌ বলি—হরির ঠাকুরদা বলি—হরির বৃদ্ধ পিতামহ বলি—হরির পৌপে

চৌদ্দ পুরুষ বলি! দেখি কে আমাকে পারে? [সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ লম্ফ দিয়া নৃত্যকরণ]

হাসিতে হাসিতে বড়-বৌয়ের পুনঃ প্রবেশ।

বড়-বৌ। বলি, ও ঠাকুর-পো, ও কি হচ্ছে? অমন ক'রে লাফাচ্ছ কেন?

ভৈরব। চুপ্—কথা ক'য়ো না তোমরা আমার সঙ্গে! একেবারে হরির শ্রাদ্ধ ক'রে তবে ছাড়্‌ব!

বড়-বৌ। বলি, চট্‌ছ কেন?

ভৈরব। চট্‌ব না! দাদার মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে ব'লে তুমি তাকে কোথায় থামাবে, তা না হ'য়ে তুমিও সেই দলে মিশে গিয়ে মাথা নাড়্‌তে লাগ্‌লে?

বড়-বৌ। হাঁ ঠাকুর-পো! সত্যি ক'রে, বল্‌তে কি, আমি কেমন যেন হ'য়ে গেলাম! মাথা ঠিক কিছুতেই রাখ্‌তে পার্‌লাম না—তাদের নাচ্‌নার সঙ্গে সঙ্গে ন'ড়ে উঠ্‌ল! এখন মনে হচ্ছে আর হাসি পাচ্ছে।

ভৈরব। না—না—হাসি পাবে কেন? আর একটু মাথা নেড়ে ভাব দেখিয়ে এস গে। আশ্চর্য্য কাণ্ড! তোমাদের মাথা ন'ড়ে উঠ্‌ল, কই আমার ত ন'ড়ে ওঠে না? আরে আমি যদি মাথা না নাড়ি, তা' হ'লে কি হরির বাবারও সাধ্য আছে যে, আমার এই মাথা নাড়াতে পারে? রেখে দাও—তোমার ও সব বাজে-কথা।

বড়-বৌ। না, ঠাকুর-পো! একেবারেই বাজে-কথা নয়। তোমাকে আমি সত্যিই ক'রেই বল্‌ছি—আমি ত তোমার দাদাকে থামাবার জন্য খুব তেড়ে-মেড়েই এসেছিলাম; কিন্তু কাছে এসেই কি জানি কি হ'য়ে গেলাম—সাম্‌লাতে পার্‌লাম না! বোধ হয়, ঐ পেহ্লাদে ছোঁড়ার ঐ হরিনাম কর্‌বার মধ্যে কী একটা যাদু আছে।

ভৈরব। তবে আমার বেলায় হয় না কেন ?

বড়-বৌ। বোধ হয়, সকলের উপর সেটা খাটাতে পারে না।

ভৈরব। আরে ও যাদু-টাদু কিছুই নয়। পাঠ শিক্ষা দেবার সময় পেহ্লাদটা যেমন সুর ধরেছে, অমনিই দাদার হ'য়ে গেছে আর কি ? কিন্তু আমার কানে গানের সুর যেন দাঁড়কাকের স্বরের মত গিয়ে বাজে। জানই ত, আমি কোনদিনই কারও মুখের কোন গান শুন্‌তে ভালবাসি না।

বড়-বৌ। তাই ত, আমার আজ এমন ভাবে মুণ্ডপাত হ'ল কেন ? লজ্জায় যে আর বাঁচি না, ঠাকুর-পো !

ভৈরব। দাদার বাতাস তোমার গায়ে লেগেছে, তাই তোমারও মুণ্ডপাত হয়েছে !

ভাবে বিভোর বটুকাচার্য্যের পুনঃ প্রবেশ।

বটুক। আহা-হা—প্রহ্লাদ রে ! তুই-ই দৈত্যকুলের পূর্ণচন্দ্র !

ভৈরব। শুন্‌ছ, বড়-বৌ ? না—এবার একেবারে ছাই-গুষ্টি এক সঙ্গে যেতে হবে ! ভাগ্যি, দৈত্যপতি এখনও তপস্যা থেকে ফিরে আসেন নি, আর নূতন রাজা কারাগারে ; নতুবা কি আর এ শুক্রাচার্য্যের বংশে বাতি দিতে কেউ থাকৃত ?

বড়-বৌ। দেখ, আজ থেকে আর তুমি প্রহ্লাদকে শিক্ষা দিতে পাবে না ; ঠাকুর-পোই তাকে শিক্ষা দেবে।

বটুক। ওরে, তাকে কি আর শিক্ষা দিতে হয়, ব্রাহ্মণি ? সে-ই যে আমাদের কত শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছে ! বড়-বৌ, বড় ভাগ্য আমাদের তাই প্রহ্লাদের মত গুরু মিলেছে।

বড়-বৌ। ওমা,—ওকি কথা ! গুরু মিলেছে কি ? প্রহ্লাদ যে, তোমার ছাত্র গো ?

ভৈরব। দেখেছ কাণ্ডটা একবার!

বটুক। ভৈরব, রাগ করিস্ নে—ভাই, রাগ করিস্ নে! বড় মধুর—বড় মধুর! তুই যদি একটু স্থির হ'য়ে শুনিস্, তা' হ'লে আর ফির্তে পার্বি না। সে যে কি অমৃত—তা ব'লে বোঝাতে পার্ব না।

বড়-বৌ। সে ত আমিও বুঝেছি; কিন্তু এদিকে যে, সর্ব্বনাশ হ'য়ে যায়?

ভৈরব। তা যায় যাক্, তাতে আর তোমাদের কি? কিন্তু বড়-বৌ! আমি ব'লে দিচ্ছি, আমি আর তোমাদের সাথে থেকে মারা যেতে পার্ব না। আজ হ'তে আমি পৃথক্—তোমাদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধই আর নাই। আমি যে, দলে প'ড়ে মারা যাব, সেটী হবে না, আমার কাছে বাপু স্পষ্ট কথা!

বটুক। ভাই আমার 'মারা যাব—মারা যাব' ব'লেই পাগল! কিন্তু প্রহ্লাদের মুখে শুনেছি যে—"রাখে কৃষ্ণ মারে কে?"

ভৈরব। একেবারে বেদ-বাক্য! য়্যাঁ, ছোঁড়াটা কর্লে কি? আচ্ছা, আজ আমি তোমাদের—"রাখে কেষ্ট মারে কে-গুলার পিঠে বিশজোড়া বেত্ ভাঙ্‌ব; দেখি, তার কোন্ কেষ্ট এসে রক্ষা করে! কেষ্টকে পর্য্যন্ত কেষ্ট না পাইয়ে ছাড়্‌ছি না।

বড়-বৌ। আহা, ছেলে মানুষ—মাখন দিয়ে গড়া শরীর তাতে রাজ-পুত্তর! অমন কাজ ক'রো না, ঠাকুর-পো!

ভৈরব। সে আমি বুঝেছি—তোমারও হ'য়ে গেছে!

বটুক। একদিনের নাম-কীর্ত্তন শুনে দেখ ত, বড়-বৌ কি শান্ত প্রকৃতির হ'য়ে গেছে?

[নেপথ্যে বালকগণ সুর করিয়া গাহিতেছিল]

"হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল বল রে।"

বটুক। ঐ আবার সুধাবর্ষণ হচ্ছে, আর থাক্‌তে পার্‌লাম না!

[বেগে প্রস্থান।

বড়-বৌ। যাই—যাই—ওঁকে থামাই গে যাই।

[দ্রুত প্রস্থান।

ভৈরব। থামাবে যা, তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি! আচ্ছা, আমিও এই বেত্‌ নিয়ে ছুট্‌লুম—নাম করা বে'র ক'রে দিচ্ছি। গিয়েই অমনি পেহ্লাদটার পিঠে সপাং সপাং বসিয়ে দোব।

[বেত্‌ উঠাইয়া বেগে প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

অন্তঃপুর

একাকিনী কয়াধুর প্রবেশ

কয়াধু। আমার সব আশাতেই ছাই পড়্‌ল! সেনাপতি যে, এরূপ কর্‌বে বা কর্‌তে পারে, তা'ত কখনও ভাবি নি! হিতে বিপরীত হ'ল! কোথায় রাজ-সিংহাসন আর কোথায় কারাগার! উঃ, ভাব্‌লাম কি আর হ'ল কি? দৈত্যপতির অবহেলাতেই আজ এই দুর্ঘটনা উপস্থিত। নিজেও সিংহাসনে বস্‌লেন না, উপযুক্ত পুত্রকেও বস্‌তে দিলেন না। কতদিনে তপস্যা শেষ ক'রে ফির্‌বেন, তারও কিছু স্থিরতা নেই। এক ভাই ভাই ক'রেই অস্থির! আমি এখন কি উপায় করি? সেনাপতিকে একবার ডেকে এনে কিছু বল্‌ব? না—ফল হবে না! সে এখন রাজা—সে কি সিংহাসন ছাড়্‌বে?

অনুহ্রাদের প্রবেশ।

অনু। মা—মা! শোন নি? শোভা দিদি সৈন্য নিয়ে তার দাদাকে উদ্ধার করতে কারাগার মুখে ছুটেছে।

কয়াধু। সৈন্য পেলে কোথায়? তারা যে সকলই সেনাপতির বাধ্য?

অনু। না, কতকগুলি সৈন্যকে শোভা দিদি হাত করেছে।

কয়াধু। [স্বগত] অসম্ভব নয়—ও মেয়েটা ভারি কৌশলী!

অনু। এইবার আবার সুবাহু-দা এসে সিংহাসনে বস্‌বে।

কয়াধু। সেনাপতি থাক্‌তে?

অনু। তা শোন নি বুঝি? শোভা দিদি তার সৈন্যদের দ্বারা সেনাপতির হাত থেকে তরবারি কেড়ে নিয়ে অপমান ক'রে দিয়েছে।

কয়াধু। এ উপন্যাস তুই কোথায় শুন্‌লি, অনুহ্রাদ?

অনু। শোনা কি, মা? দেখে এলাম যে!

কয়াধু। [একটু ভাবিয়া] তা' হ'লে একটা কাজ কর্‌তে পারিস? চুপি চুপি সেনাপতিকে এখানে একবার ডেকে আন্‌তে পারিস্?

হ্রাদ সহ দূষণের প্রবেশ।

দূষণ। ডাক্‌তে হবে না, মহারাণি! এই নিন্ কারামুক্ত পুত্র।

হ্রাদ। আমাকে কারারুদ্ধ করায় সেনাপতির কোন দোষ ছিল না, মা! আমারই মঙ্গলের জন্য এরূপ করেছিলেন। বল—সেনাপতি, মায়ের কাছে সব কথা খুলে, তা না হ'লে মায়ের মনের সংশয় যাবে না।

দূষণ। সহসা যুবরাজের কারাগারে প্রেরণ আর আমার সিংহাসন অধিকার করার প্রকৃত কারণ আমি এতদিন মহারাণীর নিকটে গোপন রেখেই এসেছি। আজ এই যুবরাজকে কারামুক্ত ক'রে না আন্‌লে হয় ত মহারাণী আমার পূর্ব্বকার্য্যের উদ্দেশ্য বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌তেন না।

কয়াধু। পুত্রকে সিংহাসনে না বসিয়ে সহসা কারারুদ্ধ করায় সেনাপতির কি গুপ্ত-উদ্দেশ্য থাক্‌তে পারে ?

হ্লাদ। এই কথাই এখন সেনাপতি তোমার কাছে ব্যক্ত ক'রে তোমার মনের ধাঁধা দূর ক'রে দেবেন, মা ! আমিও এতদিন কারাগারে সেনাপতির ব্যবহার স্মরণ ক'রে ক্রোধে, ক্ষোভে, অভিমানে জ্ব'লে মরেছি ! তার পর আজ এইমাত্র সেনাপতির মুখে সমস্ত ব্যাপার জান্‌তে পেরে নিঃসন্দেহ হয়েছি। বল—সেনাপতি, ঘটনাটা মায়ের কাছে। তোমার উপরে মায়ের দুঃখ-অভিমান কম হয় নি !

দূষণ। মহারাণি ! আমি যখনই বুঝ্‌তে পার্‌লাম, যুবরাজকে আমার নিকট হ'তে বিচ্ছিন্ন কর্‌বার জন্য নবীন সম্রাটের নানারূপ কৌশল উদ্ভাবিত হচ্ছে, এমন কি সাধারণ প্রজাবৃন্দের চক্ষে যুবরাজকে নিতান্ত ঘৃণিত ও উচ্ছৃঙ্খলরূপে প্রতিপন্ন কর্‌বার জন্য একটা ভীষণ গুপ্ত ষড়্‌যন্ত্র পরিচালিত হচ্ছে, সেই ষড়্‌যন্ত্রের ফলে যুবরাজের বিরুদ্ধে রাজসভাতে নিত্য নূতন নূতন কুৎসিত অভিযোগ পর্য্যন্ত উপস্থিত হ'তে লাগ্‌ল, তখনই আমি ঘটনা আরও অধিক দূরে যাতে অগ্রসর না হয়, তার জন্য এক নূতন উপায় উদ্ভাবন কর্‌লাম।

হ্লাদ। শুন্‌ছ—মা, সুবাহুটা কি ভয়ানক জানোয়ার !

কয়াধু। কি উপায় উদ্ভাবন কর্‌লে ?

দূষণ। কর্‌লাম—প্রথমতঃ নবীন সম্রাট্‌কে বন্দী করা।

কয়াধু। তাতেও ত রাজ্যবাসীর মনে তোমার উপরে সন্দেহ আস্‌তে পারে ?

দূষণ। হাঁ পারে—পার্‌তও। কিন্তু মহারাণি ! আমি তার জন্য পূর্ব্ব হ'তেই সতর্ক হয়েছিলাম। সেই সতর্কতার ফলেই যুবরাজকেও বন্দী কর্‌তে হয়েছিল।

কয়াধু। তাতে রাজ্যবাসী কি বুঝ্‌তে পারলে ?

দূষণ। বুঝ্‌তে পার্‌লে যে, যুবরাজকে সিংহাসনে বসাবার জন্ম আমি সম্রাট্‌কে বন্দী করি নাই।

কয়াধু। কিন্তু তুমি যে নিজেই রাজত্বের লোভে দু'জনকেই বন্দী করেছ, এ ধারণা দেশবাসীর মনে না আস্‌বার কারণ কি ?

দূষণ। আমি উভয়কে বন্দী ক'রে যখন প্রজাবর্গের নিকটে তাদের সন্তোষজনক কারণ জ্ঞাপন কর্‌লাম, তখন তারা—

কয়াধু। সুবাহুকে বন্দী কর্‌বার কি সন্তোষজনক কারণ দেখালে তাদের ?

দূষণ। দেখালাম—তীর্থযাত্রাকালে দৈত্যপতি সভামধ্যে দৃঢ়ভাবে সুবাহুকে আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁর ভ্রাতৃ-হন্তা পরমশত্রু বৈকুণ্ঠপতি হরির নাম এই রাজ্যমধ্যে যে উচ্চারণ কর্‌বে, তাকে তৎক্ষণাৎ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কর্‌তে। কিন্তু এই নবীন সম্রাট্‌ দৈত্যপতির সে আদেশ কিছুমাত্র পালন করেন নি; বরং তাঁর মাতাই সরল শিশু প্রহ্লাদকে ঐ নাম কর্‌তে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। এ সম্বন্ধে প্রশ্রয় প্রদান ভিন্ন রাজকর্ত্তব্য কিছুমাত্রই প্রতিপালিত হয় নাই। এ দ্বারা দৈত্যপতিকে বিশেষ ভাবেই অপমানিত করা হয়েছে। আর ভবিষ্যতে রাজকুমার প্রহ্লাদ যাতে দৈত্যপতির চক্ষে পরম অপ্রিয় ব'লে প্রতিপন্ন হয়, তারই চেষ্টা করা হচ্ছে। এইরূপ পুত্র-বিদ্বেষের ফলেই দৈত্যপতির গৃহে অশান্তি আনয়ন কর্‌বে, আর তার পরিণামই যে, প্রবল গৃহবিরোধ উপস্থিত হবে, এই কথাটাই প্রজাদের মনে জাগিয়ে তুলেছিলাম।

কয়াধু। তোমার এই কাঁচা কথাটাই প্রজারা মনে-প্রাণে মেনে নিয়ে, তাদের নবীন রাজাকে বন্দী কর্‌তে দেখে কেউ নিঃশ্বাসটী পর্য্যন্ত ছাড়্‌লে না ?

হ্লাদ। সেনাপতির এ কথাটা কি খুব কাঁচা ব'লে তোমার বোধ হ'ল, মা ?

কয়াধু। চুপ্ মূর্খ ! [সেনাপতিকে] তার পরেই তোমার রাজ-সিংহাসন গ্রহণ, এটাও অবনতমস্তকে, সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার ক'রে নিলে প্রজাগণ ?

দূষণ। না নিলে প্রজাগণ চুপ্ ক'রে থাক্‌ল কেন, মহারাণি ?

কয়াধু। সে উত্তর আমার কাছে খুবই সোজা। সমস্ত সৈন্যদল তোমার বাধ্য ছিল ব'লেই নিরীহ প্রজাগণ চুপ্ ক'রে চ'লে গেছে। যাক্, সেনাপতি তুমি এখন কি কর্‌তে চাও ?

দূষণ। যুবরাজকে সিংহাসনে বসাতে চাই।

কয়াধু। সুবাহুও বোধ হয়, এতক্ষণ কারামুক্ত হয়েছে ?

দূষণ। আপনাদের কৃপাদৃষ্টি থাক্‌লে সেজন্য কিছুমাত্র চিন্তা করি না।

কয়াধু। সুবাহুকে কারামুক্ত কর্‌তে গেছে তোমারই করায়ত্ত সৈন্যগণ—না, সেনাপতি ? আর তোমার কোষবদ্ধ তরবারি কেড়ে নিতে উদ্যত হয়েছিল তারাই নয়, দূষণ ?

দূষণ। সামান্য মুষ্টিমেয় কয়জন সৈন্যমাত্র আজ অবাধ্য হয়েছিল, মহারাণি !

কয়াধু। কার আদেশে ? রাজকন্যা শোভার আদেশে নয় ?

দূষণ। আদেশে নয়—কাতর আর্ত্তনাদে।

কয়াধু। যাই হোক্, আজ তুমি শোভার নিকট হ'তে অপমানিত হ'য়ে এসেছ ?

দূষণ। বালিকার উপর কোন বলপ্রয়োগই যে খাটে না, মহারাণি !

কয়াধু। বেশি তর্ক করতে চাই না ; তবে এইটুকু বুঝেছি, সেনাপতি আজ তার নিজের দৌর্ব্বল্য আর অক্ষমতাকে ঢেকে রেখে একটা রাজ-পক্ষের সাহায্য নিয়ে পুনরায় সবল ও সক্ষম হ'য়ে দাঁড়াতে চায়। তারই উপায়ের জন্য আজ এই পুত্র হ্রাদের কারামুক্তি—তারই উপায়ের জন্য আজ মনস্তুষ্টি সাধনের চাটুবৃত্তি!

দূষণ। [কাতর ভাবে] মহারাণি!

কয়াধু। চুপ্, বিশ্বাসঘাতক!

হ্রাদ। এবার সেনাপতি ঠিক আমাকেই সিংহাসনে বসাবে, মা!

কয়াধু। হা মূর্খ! নতুবা তোমার এমন দশা হবে কেন? [সেনাপতিকে] যাও—সেনাপতি, স্থানান্তরে—তোমার আশা পূর্ণ হবে না এবার। তোমার মত ধূর্ত্ত বিশ্বাসঘাতকের সাহায্যে কয়াধু তার পুত্রকে সিংহাসনে বসাতে চায় না।

অনু। ঐ যে কারা আস্‌ছে, আমি পালাই, মা!

[বেগে প্রস্থান।

[তৎক্ষণাৎ একদল সৈন্য দ্রুতবেগে আসিয়া—"জয় দৈত্য-সম্রাট্ সুবাহুর জয়" বলিয়া সেনাপতিকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।]

হ্রাদ। মা! মা! সর্ব্বনাশ হয়—সর্ব্বনাশ হয়! সেনাপতিকে বুঝি বন্দী করে।

কয়াধু। ঠিক হয়েছে।

দূষণ। ওঃ, কোনদিকেই আর উপায় দেখ্‌ছি না!

[সৈন্যগণ সেনাপতিকে বন্দী করিল]

সহসা উন্মাদ আসিয়া গাহিল।

উন্মাদ।—

গান।

ঘুঘু এবার ফাঁদে পড়েছে।
তার সকল ফিকির, সকল ফন্দী
একেবারে ফেঁসে গিয়েছে॥
এবার আটে-ঘাটে বাঁধা যাদুর চোখের ঠুলি কাট্‌ল,
আর জন্মের মত রাজ-সিংহাসন চড়ার আশা টুট্‌ল,
আর তর্জ্জন গর্জ্জন সকল বর্জ্জন
কারা অর্জ্জন হয়েছে॥
আগে বুঝ্‌লে আপন ওজন, হয় কি এমন ভুগ্‌তে,
এমন দশা হয় কি শেষে যদি বিবেকের ডাক শুন্‌তে,
যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল তার
এবার ফল্‌তে সুরু করেছে॥

[প্রস্থান।

[দূষণকে লইয়া সৈন্যগণের প্রস্থান।

হ্রাদ। তা' হ'লে—মা, এইবার থেকে কি সুবাহুদের পক্ষেই আমাদের যোগ দিতে হবে ?

কয়াধু। না, মূর্খ! এস আমার সঙ্গে।

[উভয়ে গমনে উদ্যত হইলে তৎক্ষণাৎ সুবাহু আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া কয়াধুকে প্রণাম করিল; কয়াধু বিস্মিত-দৃষ্টিতে থমকিয়া দাঁড়াইল।]

সুবাহু। একটা প্রার্থনা, ছোট-মা!

কয়াধু। কি ?

সুবাহু। সেনাপতির গ্রাস হ'তে যখন দুই ভাই-ই আমরা মুক্ত

হয়েছি, তখন আমার একান্ত ইচ্ছা, স্বর্গ-সিংহাসনে এবার দাদাকেই প্রতিষ্ঠিত করি।

কয়াধু। কারণ?

সুবাহু। আমি রাজ্য পালনে সম্পূর্ণ অক্ষম। আমার দ্বারা পিতৃ-সিংহাসন একমাত্র কলঙ্কিতই হয়েছে। পিতৃব্যের আদেশ ছিল যে, আমায় পিতৃ-সিংহাসনের মর্য্যাদা প্রাণান্ত পণ ক'রে অক্ষুণ্ণ রাখা; কিন্তু অযোগ্য আমি—দুর্ব্বল আমি—আমি তা পারি নি! সামান্য একজন সেনাপতির কূট-চক্রান্তই যখন ভেদ করতে অক্ষম হয়েছি, রাজদণ্ড ধারণ ক'রে আপন সৈন্যগণকেই যখন বশীভূত করতে পারি নি, তখন আর এ রাজদণ্ড গ্রহণ আমার পক্ষে শোভা পায় না।

কয়াধু। দৈত্যপতি ত আর তার পুত্রকে সিংহাসন দিয়ে যান্ নি, তোমাকেই দিয়ে গেছেন।

সুবাহু। হাঁ, দিয়ে গেছেন সত্য; কিন্তু তাঁর নিদেশ মত যখন কোন কার্য্যই করতে পারি নি, তখন আর এ বিড়ম্বনা ভোগ ক'রে ফল কি, ছোট-মা? রাজা হ'য়ে রাজ-কর্ত্তব্য পালন করতে না পারবার চেয়ে, রাজ-সিংহাসন পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করেছি। তার জন্য যে অপরাধ, তা আমি পিতৃব্যের কাছে মাথা পেতে স্বীকার ক'রে নেবো। তার জন্য যে দণ্ড আমার প্রাপ্য হবে, সে দণ্ড আমি অবনতমস্তকে পিতৃব্যের নিকট হ'তেই গ্রহণ করব। ছোট-মা, আমার এই প্রার্থনাটী আজ আপনাকে রক্ষা করতেই হবে! দাদাকেই আজ শুভ-মুহূর্ত্তে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করানো হোক্!

হ্লাদ। [সতৃষ্ণনেত্রে মাতার মুখের দিকে তাকাইতেছিল]

কয়াধু। [গম্ভীরভাবে] কয়াধু-পুত্র কখনও কারও অনুগ্রহলব্ধ সিংহাসনে ব'সে সাম্রাজ্য পালন করতে চায় না। কয়াধুকে এতটা

নীচ মনে ক'রে সিংহাসনের প্রলোভন দেখাবার এই স্পর্দ্ধা বা সাহস দেখে নিতান্তই বিস্মিত হয়েছি আমি। আচ্ছা—যাও তুমি। এস পুত্র!

[সগর্ব্বে হ্লাদ সহ প্রস্থান।

সুবাহু। ওঃ, আমার উপর এত বিদ্বেষ-বুদ্ধি ছোট-মার? না, যা মনে ক'রে এসেছিলাম, তা হ'ল না। ভেবেছিলাম, দাদা হ্লাদকে সিংহাসনে বসিয়ে গৃহ-বিদ্বেষের উপশান্তি করব; কিন্তু সে আশা আমার সম্পূর্ণই নিষ্ফল হ'ল! হায়, পিতৃব্য! কবে তুমি এসে তোমার সিংহাসন গ্রহণ করবে?

[নেপথ্যে—"জয় সুরপতি বাসবের জয়!"]

ওকি [সহসা চমকিয়া উঠিল]

তৎক্ষণাৎ প্রহরীর বেগে প্রবেশ।

প্রহরী। দৈত্যপতি! সুরপতি বাসব সহ সমস্ত সুরগণ পঙ্গপালের মত এসে আমাদের আক্রমণ করেছে।

সুবাহু। তাই ত, কি দুঃসংবাদ! আমি যে এইমাত্র কারামুক্ত—সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। কি উপায় করব?

তৎক্ষণাৎ বেগে বীরাঙ্গণা বেশে শোভার প্রবেশ।

শোভা। এই নাও অস্ত্র, দাদা! এগিয়ে পড়—মুহূর্ত্ত বিলম্ব ক'রো না। সমস্ত সৈন্যগণকে আমি জ্বলন্ত ভাষায় উত্তেজিত ক'রে এসেছি। মা মহাশক্তির প্রভাবে সকলেই প্রস্তুত হয়েছে, তুমি নিশ্চিন্ত মনে চ'লে যাও; আমি কিছু পরে যাচ্ছি।

সুবাহু। কি আশ্চর্য্য শক্তিময়ী, তুই শোভা? কি ঘনান্ধকারে তীব্র স্ফুরিত দামিনী-ছটা, তুই ভগিনি? কি দুর্ব্বল হৃদয়ে অমোঘ শক্তি-সঞ্চারিণী বিপুল উৎসাহ-দাত্রী, তুই বালিকা? ধন্য আমি—সার্থক আমি যে—এমন সহোদরা রূপে তোকে পেয়েছিলাম!

শোভা। যাও—যাও—একটুও বিলম্ব ক'রো না। তীব্র বেগে উল্কার মত ছুটে যাও—বজ্রের মত গ'র্জ্জে উঠে প্রচণ্ড শিখায় জ্ব'লে উঠগে !

সুবাহু। চল্লাম।

[তরবারি নিষ্কাসিত করিয়া প্রহরী সহ বেগে প্রস্থান।

শোভা। মনে রেখো—আজ দানব-গৌরব, অসুর-মর্য্যাদা তোমারই হাতে, বীর !

[বলিতে বলিতে বেগে প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

সমুদ্র-তীর

হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ

হিরণ্য। করিলাম বহুদিন বহু তপ—
নিদারুণ গ্রীষ্মে—অগ্নিক্ষেত্রে
করিনু যাপন সিদ্ধি হেতু,
না পাইলাম, তপস্যার ফল।
এবার কঠোর শীতে
বারিধির বারিমাঝে করি অবস্থিতি,
যে পর্য্যন্ত প্রাণবায়ু না হয় বাহির।
দেখি তাহে পদ্মযোনি
কিরূপে থাকেন বিরত
প্রসন্ন না হইয়া দাসেরে।

ব্রহ্মার আবির্ভাব।

ব্রহ্মা। তপস্যায় সিদ্ধকাম তুমি,
লভ বর মনোমত, হিরণ্যকশিপু!

হিরণ্য। তপস্যায় তুষ্ট যদি, হে বিধাতঃ,
তবে দেহ বর অমরতা মোরে।

ব্রহ্মা। অসম্ভব, বৎস!
একমাত্র দেবতা ব্যতীত,
অমরতা নাহি পায় কেহ;
মাগ অন্য যত বর যেবা খুসী তব।

হিরণ্য। [কি যেন চিন্তা করিয়া]
আচ্ছা, দেহ বর প্রথমতঃ—
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, নর, কিন্নর বানর
যক্ষঃ রক্ষঃ-করে
নাহি হয় মৃত্যু যেন মোর।

ব্রহ্মা। তথাস্তু।
মাগ অন্য বর!

হিরণ্য। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে
অনলে অনিলে কিংবা অস্ত্রাঘাতে,
দিবা বা রজনী যোগে, দুর্ব্বার ব্যাধিতে
নাহি মৃত্যু হয় যেন মোর।

ব্রহ্মা। তুষ্টচিত্তে দিনু সেই বর।
আরো কিবা আছে প্রয়োজন?

হিরণ্য। ত্রিলোকে দ্বিতীয় বীর প্রতিদ্বন্দ্বী মম
নাহি থাকে যেন কেহ. দেহ এই বর।

ব্রহ্মা। তথাস্তু। আর কিছু ?

হিরণ্য। সর্ব্ব অস্ত্র-সুকৌশল
হউক আয়ত্ত মম তব দত্ত বরে।

ব্রহ্মা। তথাস্তু, হে ভক্তবর!
আরো ইচ্ছা আছে ?

হিরণ্য। ভ্রাতৃ-হন্তা বৈকুণ্ঠের পতি হরি,
তারে আমি করিব সংহার;
এই শেষ বর প্রার্থনা আমার।

ব্রহ্মা। [সহাস্যে]
অসাধ্য সে বর-দান মোর।
মাগ অন্য বর, মহাবীর তুমি।

হিরণ্য। আচ্ছা, চাহি না সে বর।
যাহা লভিয়াছি,
ইহাতেই কার্য্যসিদ্ধি হবে মম!
হে বিধাতঃ!
নাহি অন্য প্রার্থনা আমার;
করি পদাম্বুজে কোটি কোটি নমস্কার!

[সাষ্টাঙ্গে প্রণাম]

ব্রহ্মা। তবে আসি, বৎস!

[অন্তর্দ্ধান।

হিরণ্য। [সানন্দে]
ছলিয়াছি বিধি তোমা;
প্রকার-অন্তরে
অমরতা করিয়াছি লাভ!

ত্রিলোক-মাঝারে
নাহি মোর প্রতিদ্বন্দ্বী বীর—
এ বরও করেছি অর্জ্জন।
তবে আর ভ্রাতৃ-হন্তা হরি যায় কোথা ?
অরি মম বৈকুণ্ঠবিহারী হরি,
বাহুবলে এবে
উপাড়ি সে বৈকুণ্ঠনগরী,
ডুবাইব ওই সিন্ধুতলে।
[ঊর্দ্ধে চাহিয়া]
তিষ্ঠ তিষ্ঠ তিষ্ঠ, রে মায়াবি !
আগে পশি স্বর্গপুরী,
সৈন্য সহ হইয়া মিলিত,
আক্রমিব হর্য্যক্ষের ন্যায়
ওই তব বাসস্থান বৈকুণ্ঠনগরী।
স্বহস্তে করিব বধ পশু সম তোমা,
তবে মম পূরিবে পিপাসা ;
তবে মম মিটিবে জিঘাংসা,
তবে মম ঘুচিবে জিগীষা।

[প্রস্থান।

নবম দৃশ্য

রণস্থল

গীতকণ্ঠে দেব-সৈন্যগণের প্রবেশ

দেব-সৈন্যগণ।—

গান।

বধ রে আহবে দুরন্ত দানবে,
মুক্ত কর স্বর্গপুর।
দানব-গর্ব্ব কর রে খর্ব্ব,
সর্ব্ব দর্প কর চূর।
জ্বাল কালানল সম বজ্রানল,
দেখাও বাহুবল সত্য,
উঠাও মহামার, হউক চুরমার,
করুক হাহাকার-দৈত্য।

গীতকণ্ঠে দানব-সৈন্যগণের প্রবেশ।

দা-সৈন্যগণ।—

গান।

কি ভয় মরণে আজি রণাঙ্গনে,
কর দেবগণে চূর্ণ।
কর হুহুঙ্কার, কোদণ্ড টঙ্কার,
অসির ঝঙ্কারে পূর্ণ।

কর বিতাড়িত সুরেন্দ্র সহিত
মিলিত সুরকুল-শক্র,
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে চল রে আহবে,
লভ বিজয় অথবা মৃত্যু ॥

[উভয় দলের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান। ক্রমশঃ যম, অগ্নি, পবন, বরুণ সহ যুধ্যমান একজন দৈত্যের প্রবেশ ও প্রস্থান]

[নেপথ্যে—"জয় সুরপতি বাসবের জয় !"]

বেগে সুবাহুর প্রবেশ।

সুবাহু। ড় রে দাঁড়া রে ফিরে যত, সৈন্যগণ !
নাহি কর মৃত্যুভয়ে কেহ পলায়ন।
যে বিক্রমে একদিন স্বর্গজয় করি—
দেবগণে পাঠাইলে রসাতল-পুরী,
যে গর্ব্বের উচ্চচূড়ে বসি বাহুবলে,
গর্ব্বোন্নত গ্রীবা তুলি দেখালে সকলে ;
আজি সেই দানবের গর্ব্ব-অহঙ্কার,
কোথা ফেলি যাও সবে করি চুর্‌মার ?
ছিঃ ছিঃ রে অধম যত, দৈত্য-কুলাঙ্গার !
প্রাণ ভয়ে পলায়ন—করি হাহাকার ?
লজ্জা নাই—ঘৃণা নাই নির্লজ্জের দল !
কেমনে এ মুখ আজি দেখাবি রে বল্ ?
তাই বলি—এখনও ফের ফের সবে,
দ্বিগুণ উদ্যমে রণ কর রে আহবে
যদি ভঙ্গ দিয়ে রণে কর পলায়ন,
একে একে সব শির করিব ছেদন। [গমনোদ্যোগ]

তৎক্ষণাৎ বেগে বীরাঙ্গনা বেশে শোভার প্রবেশ।

শোভা। দাদা—দাদা—সর্ব্বনাশ—সর্ব্বনাশ! একদল দানব-সৈন্য কারাগার ভেঙে সেনাপতিকে মুক্তি দিয়েছে। সেনাপতি তাদের সঙ্গে নিয়ে অন্য সৈন্যদের দেবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর্‌তে নিষেধ কর্‌ছে। আমাদের বহু সৈন্যই রণক্ষেত্র হ'তে ফিরে চ'লে এসেছে।

সুবাহু। কি ভীষণ সংবাদ, ভগিনি! ধূর্ত্ত রাজদ্রোহীকে তখন হত্যা করাই উচিত ছিল। এখন বুঝ্‌তে পেরেছি, দানব-সৈন্যেরা কেন যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পলায়ন করেছে। কিন্তু এখন কি উপায়, শোভা?

শোভা। যাও—মা মহাশক্তির নাম স্মরণ ক'রে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড় গে, দাদা! আর ভাব্‌বার—চিন্তা কর্‌বার সময় নাই। আমি চল্‌লাম—যারা এখনও সেনাপতির আদেশ লঙ্ঘন ক'রে যুদ্ধ চালাচ্ছে, তাদের অবিচল দৃঢ় থাকৃতে উৎসাহ দিই গে।

[বেগে প্রস্থান।

সুবাহু। যাই, আমিও যাই—সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে বিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াই গে। [গমনোদ্যোগ]

তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। কোথা যাবে, বীর?
আগে রহ স্থির বাসব-সমরে।

সুবাহু। তুমিই বাসব?
উত্তম, আজ মম সার্থক আহব!
কর যুদ্ধ—
দেখি তব অস্ত্রের কৌশল।

ইন্দ্র। পাইবে কি দেখিবারে সেই অবসর?
তার আগে মৃত্যু তব, নির্ব্বোধ দানব!

সুবাহু। এত স্থির, বীর, তব কার্য্য-ফলাফল ?
আচ্ছা, প্রকাশ দম্ভোলি—
তব দম্ভোলির বল।

ইন্দ্র। [তাচ্ছিল্যভাবে]
নাহি পিপীলিকা 'পরে
প্রকাশে দম্ভোলী তার দম্ভোলির বল।

সুবাহু। [সক্রোধে] বৃথা অহঙ্কার !
আচ্ছা, ধর অস্ত্র !

[উভয়ের তুমুল যুদ্ধ ; পরে ইন্দ্রকে বিতাড়িত করিয়া প্রস্থান।

তৎক্ষণাৎ দূষণের প্রবেশ।

দূষণ। বহু দৈত্য-সৈন্য ল'য়ে
বিপক্ষ দেবতা-পক্ষ করেছি আশ্রয়।
শাখাশূন্য তরু সম
সৈন্যহীন দৈত্যরাজে করি পরাজয়,
লভিবে ত্রিদিব পুরী পুনঃ দেবগণ।
এ সুযোগ অমরগণেরে
আমিই দিয়াছি করি।
কিবা আসে-যায়—
দানবের পরাজয়ে আর ?
একমাত্র প্রতিহিংসা তরে
সব পারি—সব পারি আমি।
একমাত্র শোভারে লভিতে,
নাহি হেন অপকার্য্য—
যাহা মোর অসাধ্য ত্রিলোকে।

একমাত্র জীবিত সুবাহু ;
কতক্ষণ বাসবের করে পাবে পরিত্রাণ ?
তার পর অরক্ষিত পুরী—
অরক্ষিতা দানব-নন্দিনী শোভা !
হা-হা-হা—কী আনন্দ—কী আনন্দ !
হইবে এই হস্তগত তখনি বালিকা।
যাই এবে,
অলক্ষ্যে রহিয়া—
লক্ষ্য করি গতিবিধি তার ;
যেন নাহি পারে পলাইতে
চতুরা বালিকা।

[বেগে প্রস্থান।

তৎক্ষণাৎ বেগে খড়্গহস্তে মহানাভের প্রবেশ।

মহা। হায়—হায়—মহা সর্ব্বনাশ !
দৈত্যকুল সমূলে নির্ম্মূল প্রায়।
চারিদিকে মহামার,
চারিদিকে হাহাকার রব !
ভীষণ বাসব-রণে—
একমাত্র যুঝিছে সুবাহু।
[নেপথ্যে চাহিয়া]
ওই—ওই দ্বন্দ্ব যুদ্ধ উভয়ের।
বাছা-বাছা অস্ত্র সব ত্যজিছে বাসব !
ভীষণ প্রলয়-বহ্নি জ্বালি রণস্থলে,
হুঙ্কারিয়া বজ্রধর বজ্র লয় করে।

আর বুঝি রক্ষা নাহি হয় !
কি করি উপায়—কি করি উপায় ?
যাই এবে ছুটে যাই আগে ;
ত্যজিলে ও বজ্র বজ্রপাণি—
বুক পেতে দাঁড়াব সম্মুখে,
যদি পারি বাঁচাইতে দাদারে আমার !

[বেগে প্রস্থান ।

যুধ্যমান ইন্দ্র ও সুবাহুর পুনঃ প্রবেশ ।

ইন্দ্র । [স্বগত] একি লজ্জা !
নাহি পারি স্থির হ'য়ে করিতে সমর,
দুর্ব্বার হইল এই দানব-বালক !

সুবাহু । কেন হে বাসব,
এত ভীত আজি এই বালকের রণে ?

ইন্দ্র । সাবধান বালক এবার ।
হের এই বজ্র পুনঃ করিনু গ্রহণ ।
[স্বগত]
ইচ্ছা নাহি ছিল বজ্র নিক্ষেপিতে ;
তাই বজ্র ধরি পুনঃ করি সংবরণ ;
কিন্তু আর নাহি পারা যায় ;
বজ্র ভিন্ন অন্য অস্ত্রে
ফলিবে না ফল ।

[বজ্র উত্তোলন]

[প্রকাশ্যে] হের এই কাল বজ্র—
এই বজ্রে চূর্ণিব তোমারে ।

সুবাহু। জীবন-মরণ পণ করি—
আসে দৈত্য রণে,
হয় না সে বিচলিত
কাল-বজ্র হেরি।

ইন্দ্র। হের ধ্বক্ ধ্বক্ জ্বলিছে অনল,
ভস্ম হবে এ অনলে পুড়ি।

সুবাহু। ত্যজ বজ্র—ত্যজ বজ্র—
এই বক্ষ সুবাহুর
রয়েছে প্রস্তুত।

ইন্দ্র। তবে যাও মৃত্যুমুখে।

[বজ্র নিক্ষেপ করিতে উদ্যত, তৎক্ষণাৎ রক্তাক্ত কলেবরে মহানাভ আসিয়া সুবাহুকে পশ্চাতে রাখিয়া বজ্রের সম্মুখে বক্ষ পাতিয়া দাঁড়াইল; সেই মুহূর্ত্তে দীপ্ত মার্ত্তণ্ডের মত শূল হস্তে হিরণ্যকশিপু তড়িতের মত ইন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া হস্তস্থিত শূলের দ্বারা বজ্র প্রতিহত করিল।]

মহা। [সানন্দে উচ্চস্বরে] জয় মা ভৈরবি—জয় মা মহাশক্তি !

হিরণ্য। বরদৃপ্ত দীপ্ত মার্ত্তণ্ডের সম
আসিয়াছে হিরণ্যকশিপু।
এস হে নির্লজ্জ বীর সুরেন্দ্র বাসব !
স্বর্গ-উদ্ধারের আশা করিব নির্ম্মূল।

[যুধ্যমান ইন্দ্রকে বিতাড়িত করিতে করিতে হিরণ্যকশিপুর প্রস্থান এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ মহানাভ ও সুবাহুর প্রস্থান। কিঞ্চিৎ পরে নেপথ্যে "জয় দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর জয়" ধ্বনি বারংবার উত্থিত হইল।]

গীতকণ্ঠে লণ্ড-ভণ্ডের প্রবেশ।

উভয়ে।—[নৃত্যসহ]

গান।

বাপ্ রে বাপ্ কি ভয়ানক যুদ্ধ।
অসির ঝলকে বিদ্যুৎ ঝলকে
হ'য়ে যায় দৃষ্টি রুদ্ধ॥
বাপ্ রে কি শরানল-বৃষ্টি,
দাউ দাউ রবে উঠ্ছে জ্ব'লে
পুড়ে যায় বুঝি সব সৃষ্টি;
লম্ফে ঝম্পে ভূমি কম্পে,
কম্পে ত্রিলোক শুদ্ধ॥
কি অসির ঘুরণ-পাক
বন্-বন্-বন্-বন্—শন্-শন্-শন্-শন্
উঠ্ছে ভীষণ ডাক;
ওই অন্ধকারে মহা ঘোরে পূর্ণ অধঃ ঊর্দ্ধ॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজসভা

সিংহাসনোপবিষ্ট হিরণ্যকশিপু, তৎপার্শ্বে মন্ত্রী সুভদ্র ও মহানাভ আসীন ; সুবাহু একপার্শ্বে দণ্ডায়মান ; প্রতিহারী দ্বারদেশে উপস্থিত।

হিরণ্য। মন্ত্রি! বহু চিন্তা ক'রে দেখ্‌লাম যে, সুবাহু নিতান্ত নিরীহ-প্রকৃতি আর নিতান্ত সরলবুদ্ধি—তদোধিক স্নেহপ্রবণ-হৃদয়। বর্ত্তমান বিপ্লবপূর্ণ রাজনীতি ক্ষেত্রে কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণ ভাবে রাজদণ্ড পরিচালনা করা কুমারের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব! আর আমি রাজ্যে উপস্থিত হবার পরক্ষণেই সুবাহু আর তার জননীর একান্ত অনুরোধ যাতে আমি নিজে রাজ্যপরিচালনা করি ; তাই বাধ্য হ'য়েই বর্ত্তমান রাজদণ্ড আমাকেই গ্রহণ কর্‌তে হ'ল।

মন্ত্রী। দৈত্যপতি ঠিক সুবিবেচনার কার্য্যই করেছেন।

মহা। যার ভার, তার না নিলে কি সাজে, বাবা ?

সুবাহু। [করপুটে] হে পরমারাধ্য পিতৃব্যদেব! আজ কঠোর গুরুতর কর্ত্তব্য হ'তে এই অক্ষমকে মুক্তি দিয়ে কৃতার্থ করেছেন। আমার দুর্ব্বল মস্তক হ'তে আজ এই পর্ব্বতভার অপসৃত হ'ল।

হিরণ্য। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল না যে, তুমি আমার প্রধান নির্দেশটী প্রতিপালন কর্‌তে অক্ষম হবে। রাজ্যবাসিগণকে হরিনাম পরিত্যাগ কর্‌তে যে দৃঢ় আদেশ দিয়ে তপস্যার জন্য যাত্রা করেছিলাম, তুমি সে আদেশটী আদৌ পালন কর নাই। দুঃখের বিষয়, সেই হরিনাম না কি আবার আমার শিশুপুত্র প্রহ্লাদই প্রথম উচ্চারণ কর্‌তে আরম্ভ করে। কিন্তু তোমার জানা ছিল যে, নিষেধ সত্ত্বেও যে হরিনাম উচ্চারণ কর্‌বে, তৎক্ষণাৎ তার শিরশ্ছেদ করা। তুমি ভ্রাতৃ-স্নেহে অন্ধ হ'য়ে সে কর্ত্তব্য পালন কর নি।

সুবাহু। সেজন্য আমি দণ্ড নিতে প্রস্তুত ; আমায় দণ্ড দিন্, পিতৃব্য!

হিরণ্য। তুমি যে নিজেই তখন রাজা ; তোমাকে তার জন্য দণ্ড দেবার ক্ষমতা ত আমার নাই ? আজ যদি তুমি আমার আদেশ লঙ্ঘন কর্‌তে, তা' হ'লে—সুবাহু, তুমি আমার যতই স্নেহের পাত্র হও না কেন, কঠোর রাজদণ্ডের হাত হ'তে তুমি কোনরূপেই পরিত্রাণ পেতে না। কাজেই আমাকে এখন তোমার সেই রাজ-কর্ত্তব্যের ত্রুটীর জন্য একমাত্র দুঃখিত হওয়া ছাড়া আমার অন্য কিছু কর্‌বার উপায় নাই।

মন্ত্রী। মহারাজ! আমি সে সম্বন্ধে কুমারের নিরপরাধতার জন্য সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছি। কুমার শুন্‌বামাত্রই প্রহ্লাদকে গুরুপুত্রদ্বয়ের নিকট সুশিক্ষার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। আচার্য্যদ্বয়কে বিশেষভাবে সতর্ক ক'রে দেওয়া হয়েছিল যে, প্রহ্লাদ যাতে ঐ নাম আর কখনও উচ্চারণ না করে।

হিরণ্য। তুমি বল্‌তে চাও, কুমারের চেষ্টা সত্ত্বেও ফল হ'ল না ?

মন্ত্রী। শেষ পর্য্যন্ত হ'ত কি না, সে বিষয় বলা শক্ত ; কিন্তু তার অনেক পূর্ব্বেই যে, ধূর্ত্ত সেনাপতির কৌশলে কুমার বন্দী হ'য়ে কারাগারে প্রেরিত হলেন।

হিরণ্য। বুঝ্‌লাম, কিন্তু আমি জান্‌তে চাই যে, আপনার ঘরের একটা শিশু—তার মুখের একটা বুলি ছাড়াতে আবার আচার্য্যের প্রয়োজন হবে? প্রহ্লাদ ত তেমন অবাধ্য পুত্র আমার নয়, মন্ত্রি!

মহা। একটা কথা বল্‌ব, বাবা?

হিরণ্য। [গম্ভীরভাবে] কি?

মহা। পিলু ভাই আমার নিতান্ত শিশু; সে আমাদের কে শত্রু, কে মিত্র এ কথা জানে না। কার মুখে ঐ নামকীর্ত্তন শুনে শিশুর কানে মিষ্ট লেগেছে, আর সেই নাম গান কর্‌তে আরম্ভ করেছে। তবুও সুবাহু ভাই আমার, পিলুকে শাস্তি দেবার জন্য প্রস্তুতও হয়েছিল, আমিই তা কর্‌তে দিই নি।

হিরণ্য। যেহেতু আপনিও সে নাম-কীর্ত্তন শুনে ভাবে গদগদ হ'য়ে অশ্রুমোচন করতে ত্রুটি করেন নি?

মহা। যদি শোন একবার বাবা, পিলুর মুখে সে নাম কি মধুর শোনায়!

হিরণ্য। তাই সেই মধুর সুধা প্রাণভ'রে পান কর্‌বার জন্যই বুঝি তাকে ও নাম ছাড়্‌তে নিষেধ ক'রে রেখেছেন? আমার অগ্রজ-পত্নী তাঁর স্বামী-হন্তার মধুর নামকীর্ত্তন শোন্‌বার লোভ ত্যাগ কর্‌তে না পেরে সেই মধু প্রাণভরে পান করেছেন? আমি অল্প সময়ের মধ্যে আপনাদের কীর্ত্তিকলাপ সবই শুনেছি। আপনি আমার পিতৃতুল্য হ'লেও আপনার আর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-জায়ার আচরণে আমি নিতান্তই ক্ষুব্ধ হয়েছি, জান্‌বেন। আপনি আর এ সম্বন্ধে কোন আলোচনাই এখানে কর্‌বেন না। কী আশ্চর্য্য! যে আমার ভ্রাতৃ-হন্তা—যার বধ-সাধনের জন্য আমি রাজ্য ছেড়ে বহুকাল যাবৎ কঠোর তপস্যা-ক্লেশ সহ্য করেছি, সেই শত্রুর নাম আজ আমারই গৃহমধ্যে অতি আগ্রহের সহিত কীর্ত্তিত ও শ্রুত হচ্ছে!

আমি এ সম্বন্ধে আরও যে সব কথা শুনেছি, তার সত্যাসত্য স্বচক্ষে দেখে তবে তার ন্যায্য বিচার করব। আজ দৈত্য-সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েছে কে জানেন্? কর্ত্তব্যের একটা দেদীপ্যমান প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড মূর্ত্তি! তার প্রচণ্ড প্রতাপ একটা ক্ষুদ্র পিপীলিকার উপরেও নিজ প্রভাব বিস্তার করতে ইতস্ততঃ করবে না। যাক্, আর এ তিক্ত আলোচনা করতে চাই না। প্রতিহারি! তুমি এখনই আচার্য্যদ্বয় সহ প্রহ্লাদকে এই রাজসভায় উপস্থিত হ'তে রাজাদেশ জ্ঞাপন কর।

প্রতি। যথাদেশ!

[অভিবাদনান্তে প্রস্থান।

হিরণ্য। ধূর্ত্ত সেনাপতির এতদূর ঔদ্ধত্যের কারণও মন্ত্রি, তোমাদের কর্ত্তব্যচ্যুতির ফল। সেনাপতি এখন পরাজিত দেবগণের সহিত পলায়িত। তার সন্ধানে চর প্রেরিত হয়েছে; শীঘ্রই তাকে দণ্ড দেবার সুযোগ প্রাপ্ত হব। আর আগামী কল্য প্রভাতেই প্রকাশ্যস্থলে বিদ্রোহী বন্দী সৈন্যগণের অতি নৃশংস ভাবে হত্যাকার্য্য সম্পন্ন হবে। সুবাহু! তোমার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যই রাজনীতি-সমস্যা আজ এমন গুরুতর রূপে পরিণত হয়েছে। সেই সমস্যা ভঞ্জন না ক'রে আমি সেই ভ্রাতৃ-হন্তার উদ্দেশে অভিযান করতে পারছি না! কি ক্ষোভের বিষয়! তোমাকে প্রশংসা করবার একটীমাত্র বিষয় পেয়েছি যে, তুমি নিঃসহায় অবস্থাতেও প্রাণান্ত পণ ক'রে দেবতার সঙ্গে যুদ্ধ করেছ।

বটুকাচার্য্য ও ভৈরবাচার্য্যসহ গৈরিক
বস্ত্র-পরিহিত প্রহ্লাদের প্রবেশ।

ভৈরব। [প্রবেশ পথ হইতে নিম্নস্বরে] রাজসভাতে গিয়ে তুমি বেশি কথা ক'য়ো না, দাদা! যা বলবার সে আমিই বলব। আর বাবা

প্রহ্লাদ! সোনা আমার! লক্ষ্মী আমার! আজকার দিনটা আমাদের প্রাণটা বাঁচিয়ে দাও—দোহাই তোমার

[সকলে নিকটে আসিলেন]

আচার্য্যদ্বয়। জয় হোক্ মহারাজের!

প্রহ্লাদ। বাবা! বাবা! এসেছ? [কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল]

হিরণ্য। [প্রহ্লাদের গৈরিক বসন দেখিয়া বিস্ময় এবং কিঞ্চিৎ বিরক্তির সহিত] এ কি! রাজবসন ছেড়ে এমন ভিখারীর বেশ পরেছ কেন, প্রহ্লাদ?

প্রহ্লাদ। [সহাস্যে] তাঁকে ডাক্‌তে হ'লে যে, এই বেশ পর্‌তে হয়, বাবা!

হিরণ্য। কাকে ডাক্‌তে হ'লে?

ভৈরব। [উদ্বিগ্নভাবে] এই বুঝি ব'লে ফেলে!

প্রহ্লাদ। সে নাম তুমি শোন নি, বাবা? তাকে তুমি দেখ নি, বাবা? সে নাম শুন্‌লে আর কোন নাম শুন্‌তে চাইবে না তুমি—এমন মিষ্টি সে নাম, বাবা! এই শোন—বাবা, কেমন মিষ্টি!

[করযোড়ে নিমিলিত নেত্রে একান্তমনে গাহিল]

গান।

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু কৃপাবিন্দু বিতর।
দীননাথ দীনবন্ধু দীন-দুঃখ হর॥
কোথা মাধব মুরলীধর মায়ামোহ-নাশন,
বিপদবারণ হরি পদ্মপলাশ লোচন;
(একবার দেখা দাও—দেখা দাও)
(তোমার ভুবনমোহন মোহন বেশে)
(তোমার ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম ঠামে)
জনম-মরণহারী হে চির-সুন্দর॥

হিরণ্য। [আচার্য্যদ্বয়ের প্রতি] আপনারা এতদিন ব'সে প্রহ্লাদকে এই শিক্ষা দিয়াছেন ?

ভৈরব। [বটুককে কথা কহিতে ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া] না, দৈত্যপতি ! আমরা কুমারকে ও নাম করতে বাধা দিয়েই আস্‌ছি। কিন্তু কুমারকে 'ক' অক্ষর দেখালেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে কেঁদে অস্থির হন্। দাদা শিখিয়েছেন—

'ক'এ কালী কাত্যায়নী কৈবল্যদায়িনী।
কৃপাময়ী কালরূপা কলুষ-নাশিনী ॥

বল ত, বাবা প্রহ্ল'দ ! 'ক'এ কাত্যায়নী কৈবল্যদায়িনী।

প্রহ্লাদ। 'ক'এ কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু কৈবল্যদায়ন।
কৃপাময় কালবারী কলুষ-নাশন ॥

ভৈরব। শুন্‌লেন, দৈত্যপতি ?

হিরণ্য। এ সব কথা বালক শিখ্‌লে কোথায় ?

বটুক। মহারাজ ! আমিও ভেবেছিলাম, এ সব তত্ত্ব-কথা প্রহ্লাদ পেলে কোথায় ? শিখ্‌লে কোথায় ? এইরূপ একটা বর্ণ নয়—'ক' বর্ণ হ'তে সমস্ত বর্ণগুলি দ্বারায় প্রহ্লাদ কৃষ্ণের নাম বর্ণনা করতে পারে। আর সে এত মিষ্টি লাগে যে—

হিরণ্য। কার কাছে মিষ্ট লাগে ?

ভৈরব। [বটুককে বলিতে না দিয়া] ঐ প্রহ্লাদেরই কাছে মিষ্টি লাগে। নতুবা দৈত্যপতির নিষিদ্ধ শত্রুর নাম কি আর কারও কাছে মিষ্টি লাগ্‌তে পারে ?

বটুক। কিন্তু মহারাজ ! বল্‌তে কি—প্রহ্লাদ আপনার দৈত্যকুলের পূর্ণচন্দ্র।

হিরণ্য। [ক্রুদ্ধভাবে] কি বল্‌ছেন ?

ভৈরব। হাঁ, মহারাজ! দাদা ত ঠিকই বলেছেন। পূর্ণচন্দ্র যেমন সুদৃশ্য, সুন্দর, সকলের নেত্র-তৃপ্তিকর, কিন্তু আবার ঐ পূর্ণ অবস্থাতেই সময়-সময় রাহুগ্রাসে পতিত হয়! রাজকুমারও তেমনই সুদৃশ্য সুন্দর, সকলেরই নয়ন-রঞ্জন; কিন্তু সেই দানব-শত্রুর কৃষ্ণরূপ রাহু দ্বারা কবলিত হ'য়ে পড়েছেন—এইটিই হচ্ছে দুঃখের বিষয়! সেই কথাই অগ্রজ আমার অলঙ্কার-বাক্য দ্বারা প্রকাশ করতে গিয়েছিলেন।

বটুক। আমি বল্‌তে পারি—দৈত্যপতি, ঐ একমাত্র প্রহ্লাদ হ'তেই সমস্ত দৈত্যকুল সমুজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌বে!

হিরণ্য। [কোপ-দৃষ্টিতে বটুকের প্রতি চাহিলেন]

ভৈরব। হাঁ, নিশ্চয়ই দৈত্যকুল সমুজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ত! কিন্তু যদি না ঐ কাল-রাহুতে এসে গ্রাস করত। দাদা সেই দুঃখই বাক্য-ভঙ্গি দ্বারা প্রকাশ করছেন।

প্রহ্লাদ। [ভাবে বিভোর হইয়া গাহিতে আরম্ভ করিল]

গান।

কিবা কালরূপ অপরূপ
ভুবন ভরিয়া যায়।
সে রূপ স্বরূপ রূপ
না হেরিনু আর কোথায়॥

বটুক। কি মধুর! কি মধুর!

হিরণ্য। কি—আমার শত্রু-রূপ-বর্ণনা এত মধুর ব'লে বোধ হ'ল?

ভৈরব। আজ্ঞে, মহারাজ। কুমার যে বর্ণনা করলেন, তাতে ত মহারাজের শত্রু-রূপ বর্ণনা করা হ'ল না? ও যে পরমারাধ্য কালীর রূপ বর্ণনাই করছেন কুমার। অমন অপরূপ কাল-রূপ আর কার থাক্‌তে পারে, দৈত্যনাথ? কেন না—কালরূপা মহাঘোরা কালিকা কাল রাত্রিকা;

এ ত স্পষ্টভাবেই কালীরূপ বর্ণনা হচ্ছে, মহারাজ! নতুবা কি পণ্ডিতা-গ্রগণ্য অগ্রজ আমার অন্তরূপ বর্ণনে কখনও মুগ্ধ হ'তে পারেন?

প্রহ্লাদ।— [পূর্ব্ব গীতাংশ]

তোমার চরণ-সরোজে কত,
গুঞ্জরিছে মধুব্রত,

বটুক। আহা-হা-হা! [ভাবে মস্তকান্দোলন]

ভৈরব। আহা-হা—সত্যই তাই, মহারাজ! মায়ের চরণ-সরোজ—কিনা পাদ-পদ্মে কত শত মধুব্রত অর্থাৎ মধুকর নিয়ত গুঞ্জন কর্‌ছে!

প্রহ্লাদ।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

তোমার চরণ-সরোজে কত, গুঞ্জরিছে মধুব্রত,
(প্রাণ ভ'রে যায়—ভ'রে যায়)
(ওই অপরূপ রূপ হেরে)
প্রাণ-মন সব ঢেলে দিনু রাঙা পায়॥

ভৈরব। বেশ—বাবা, বেশ! এইরূপ মায়ের পায়ে সব ঢেলে দিলে কি আর কোন গোল থাকে? এইবার বোধ হচ্ছে, সে রাহুটা ছেড়ে গেছে।

হিরণ্য। [সানন্দে প্রহ্লাদের চিবুক ধরিয়া] বৎস, প্রহ্লাদ! এখন তা' হ'লে বুঝ্‌তে পেরেছ যে, কালী কে?

প্রহ্লাদ। আমার কৃষ্ণ কালীরূপে অসি ধরেছিল।
তাই কৃষ্ণ-কালী নামটী তার জগতে রটিল॥

হিরণ্য। [বিরক্তভাবে ভৈরবের দিকে চাহিয়া] কি বলে আবার?

ভৈরব। ঠিকই ত বলেছেন, মহারাজ! কুমার বল্‌ছেন—"আমার কৃষ্ণ কালীরূপে অসি ধরেছিল।" তা কালী ত কৃষ্ণ বর্ণই বটে! কৃষ্ণা ছিল কালী কৃষ্ণকালী; অর্থাৎ কর্ম্মধারয় সমাস হ'লে পূর্ব্ব-পদের স্ত্রীলিঙ্গটি পুংলিঙ্গ হ'য়ে যায়। এতে যে কুমারের ব্যাকরণেও বিশেষ বুৎপত্তি লাভ

হয়েছে, তারই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, মহারাজ! কৃষ্ণ পদটী এখানে কালী-পদের বিশেষণ রূপেই ব্যবহৃত হ'য়েছে।

হিরণ্য। [প্রহ্লাদের শিরশ্চুম্বন করিয়া] বড় সুখী হ'লাম, বৎস! দেখো, আর কখনও যেন আমার পরমশত্রু হরিনাম বা কৃষ্ণনাম মুখে উচ্চারণ ক'রো না।

প্রহ্লাদ। কেন, বাবা! কৃষ্ণনাম আর হরিনাম করতে মানা করছ?

হিরণ্য। ও সব যে আমাদের শত্রুর নাম। আমার রাজ্যে ও নাম করা যে নিষেধ, বৎস!

প্রহ্লাদ। যাঁর মত মিত্র আর সংসারে কেহ নাই, তিনি কি কারও শত্রু হ'তে পারেন, বাবা? তিনি যে জগদ্বন্ধু দীনবন্ধু পরম দয়াল হরি।

হিরণ্য। [সক্রোধে] প্রহ্লাদ—সাবধান!

ভৈরব। ঐ আবার সেই রাহুটা এসে ঘাড়ে চেপেছে!

প্রহ্লাদ। বাবা! আমার উপর রাগ করছ তুমি? আমি যে হরিনাম ছাড়া আর কিছুই জানি না, বাবা! আমার মনঃপ্রাণ সবই যে, হরি-পাদপদ্মে স'পে দিয়েছি, বাবা!

হিরণ্য। ও নাম করলে তার কি হয় জান? শিরশ্ছেদ।

প্রহ্লাদ। না, বাবা! তা ক'রো না—হরি তাতে রাগ করবেন। তিনি তাঁর ভক্তের কষ্ট দেখতে পারেন না যে, বাবা!

হিরণ্য। আমি যে তাকে পশুর ন্যায় হত্যা করব, তা তুমি জান?

প্রহ্লাদ। না, বাবা! তাঁকে কেউ হত্যা করতে পারে না—তিনি অজর—অমর।

হিরণ্য। সে অজরত্ব অমরত্ব আমিই ঘুচিয়ে দেবো।

প্রহ্লাদ। পারবে না, বাবা! তার চেয়ে তাঁর শরণাপন্ন হও—তাঁকে প্রাণভরে ডাক; তা' হ'লেই তিনি তোমার এই বিদ্বেষবুদ্ধি দূর করবেন।

হিরণ্য। বটে—বটে! এতদূর গিয়ে দাঁড়িয়েছে?

ভৈরব। ঐ রাহুটা যখন ঘাড়ে চাপে, তখনই কুমার এইরূপ প্রলাপের মত কত কি বল্‌তে থাকেন।

হিরণ্য। প্রহ্লাদ!

প্রহ্লাদ। বাবা!

হিরণ্য। ও নাম ছাড়্‌বে কি না, এখনই বল?

প্রহ্লাদ।—

গান।

আমার প্রাণে গাঁথা যে হরিনাম,
কেমনে ছাড়িব তারে।
সে যে নব নটবর হরি
জাগে সদা হৃদ্-মাঝারে॥
জলে স্থলে আকাশে, অনল বাতাসে ভাসে
(রূপ উছলি পড়েগো)
(অমন মদন-মোহন মধুর রূপ
আমি কি জানি কি হ'য়ে যাই গো, কহিব কাহারে॥

[বটুক ও মহানাভ ভাবে মস্তক নাড়িতেছিলেন; হিরণ্যকশিপু ঐ সব ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে দেখিতেছিলেন এবং ঘন ঘন ক্রুদ্ধশ্বাস ফেলিতেছিলেন।]

বাবা! বাবা! অমন কর্‌ছ কেন, বাবা? ঐ দেখ—আচার্য্যদেব আর দাদামশাই কেমন ভাবে বিভোর হ'য়ে পড়েছেন! তুমিও ঐ রকম ভাবে বিভোর হ'য়ে পড়, বাবা! দেখ্‌বে, রাগ আর থাক্‌বে না—প্রাণে কী এক অপূর্ব্ব আনন্দ এসে প্রাণ ভ'রে দেবে। বল, বাবা! একবার প্রাণ খুলে হরিবোল হরিবোল বল।

হিরণ্য। [সক্রোধে] দূর হ, হতভাগ্য! [পদাঘাতে প্রহ্লাদকে ভূতলে ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল] আচার্য্যদ্বয়! আমি আর এক সপ্তাহ মাত্র সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে প্রহ্লাদকে ঐ নাম ভুলিয়ে দিতে হবে; নতুবা তোমাদেরও কঠোর শাস্তি পেতে হবে। [প্রহ্লাদকে ভূতল হইতে উঠাইবার জন্য মহানাভকে চেষ্টা করিতে দেখিয়া] সাবধান ক'রে দিচ্ছি আপনাকে—প্রহ্লাদ সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যাপারে আপনি থাক্‌বেন না। আর আমার অগ্রজ-পত্নীকেও সে কথা বিশেষ ভাবে ব'লে দেবেন।

[ক্রুদ্ধভাবে প্রস্থান।

মহা। [প্রহ্লাদকে ভূতল হইতে উঠাইয়া কোলে লইতে লইতে] য়্যাঁ, ভারি ত! ছেলেমানুষ না বুঝে দোষ ক'রে ফেলেছে, তার জন্য তাকে মেরে ফেল্‌তে হবে? এস—দাদা, আমার কোলে এস! লেগেছে? তা বাপে রাগ ক'রে মেরেছে, তাতে কি হয়েছে?

প্রহ্লাদ। তাতে ত কিছু মনে করিনি আমি। তবে আমার ভয় হচ্ছে, পাছে হরি আমার বাবার উপরে রাগ করেন। [করযোড়ে] হরি! দয়াময়! আমার বাবার উপরে রাগ ক'রো না—তাঁর সব অপরাধ তুমি ক্ষমা ক'রো।

মহা। আর ঐ নাম তুই করিস্‌ নে, ভাই! দেখ্‌ছিস্‌ ত, তোর বাবা ওতে রাগ করে।

প্রহ্লাদ। না, দাদামশাই! বাবার ও রাগ থাক্‌বে না। একবার যদি তিনি ঐ নামের আস্বাদ বুঝ্‌তে পারেন, তা' হ'লে আর ছাড়্‌তে পার্‌বেন না। আমি আমার হরির কাছে কেঁদে কেঁদে বল্‌ব যে—হরি! তুমি আমার বাবার প্রাণে হরিভক্তি এনে দাও।

মহা। আরে বোকা! তোর বাবা যে তোর ঐ হরিকে বধ কর্‌বার জন্যই এতদিন কঠোর তপস্যা ক'রে এল, আর কি না তাকে তুই

হরিনামের আস্বাদ পাওয়াতে চাস্? চল্—তুই এখন অন্তঃপুরে। [প্রহ্লাদকে লইয়া গমনোদ্যত]

ভৈরব। না, কুমারকে নিয়ে যাবেন না—আমাদের সঙ্গে শিক্ষাগারেই কুমার এখন যাবে।

মহা। সে আমি রেখে আস্‌ব-এখন। তোমাদের কিন্তু ব'লে দিচ্ছি, ঠাকুর! আমার ভাইকে যেন তোমরা কোনরূপ মার্-ধ'র্ ক'রো না, সেটা যেন মনে থাকে।

ভৈরব। যদি কথায় কাজ না হয়, তা হ'লে শাস্তি দিতে হবে বৈকি! যে ভাবে হোক্, এক সপ্তাহের মধ্যে কুমারকে ও নাম ছাড়াতেই হবে, নতুবা যে, আমরা মারা যাব।

মহা। তা মারাই যাও আর যাই কর, আমার ভাইয়ের গায়ে যেন হাত তুলো না। আমি এখন নিয়ে চল্‌লাম, একটু বাদেই আমিই শিক্ষাগারে রেখে আস্‌ব।

[প্রহ্লাদকে ক্রোড়ে লইয়া প্রস্থান।

ভৈরব। চল, দাদা! অবস্থা ত বুঝ্‌লে—এখন উচিত মত ব্যবস্থা কর্‌তে পার ত রক্ষে; নতুবা সপ্তাহ পরে এই রাজসভাতেই শেষ নিঃশ্বাস ফেল্‌তে হবে। এখন থেকে আর ও সব ভাব-ভঙ্গী রেখে দিয়ে কুমারের পিছনে দু'ভাইকে উঠে প'ড়ে লাগ্‌তে হবে; আর আল্‌গা দিলে চল্‌ছে না!

বটুক। প্রাণ দিতে হয় দেবো—কিন্তু তা ব'লে কুমারকে প্রহার কর্‌তে পার্‌ব না, আর তার মুখে ঐ নাম-কীর্ত্তন শুন্‌লে বিভোর না হ'য়েও থাক্‌তে পার্‌ব না।

ভৈরব। এই তোমার জন্যই এতদূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে; নতুবা শুধু আমার হাতে পড়্‌লে কবে ঠিক হ'য়ে যেত! আজ আমি এখানে না

থাক্‌লে, আজই তোমার অদৃষ্টে কি হ'ত দেখ্‌তে পেতে! কুমারের কৃষ্ণবর্ণনাটাকে আমি কালী পক্ষে না নিয়ে গেলে কি আর বাঁচন ছিল? নাও—চল এখন বাড়ীর দিকে।

[উভয়ের প্রস্থান।

সুবাহু। মন্ত্রী মহাশয়! পিতৃব্যের কোপ-দৃষ্টি শুধু আমার উপরে পড়ে নি—আমার জননী দেবীর উপরেও পড়েছে! আমার উপর যে দণ্ড পতিত হয় হোক্, সে দণ্ড আমি অবনত মস্তকে নিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু মন্ত্রী মহাশয়! জননীর উপরে কোনরূপ অন্যায় হ'লে, সে সহ্য করতে পার্‌ব না।

সহসা উন্মাদ আসিয়া গাহিল।

উন্মাদ।—

গান।

পালা—পালা রে এবার।
নইলে সবাই মিলে এক সঙ্গেতে
হবি রে ছারখার।
রাজার মতি গতি বিগ্‌ড়ে দিয়েছে,
স্নেহের সরোবরে তাই বিষ উঠেছে,
ওই বিষের ঢেউয়ে ভেসে যাবে,—
হ'য়ে রাজ্য জেরবার।

মন্ত্রী। উন্মাদ যা ব'লে গেল, কিছুই অসম্ভব নয়, কুমার! ছোটরাণীই মহারাজের বিশ্বাসকে এইরূপ গ'ড়ে তুল্‌তে চেষ্টা কর্‌ছেন। কি উপায় আছে আর? সব চেয়ে বর্ত্তমানে প্রহ্লাদের জন্যই বেশি চিন্তার কারণ হ'য়ে দাঁড়াল।

সুবাহু। আসুন—মন্ত্রিমহাশয়, মায়ের কাছে একবার যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর

একাকিনী কয়াধু চিন্তা করিতেছিলেন

কয়াধু। [স্বগত] রাজরাণী হবার আশা মিটিয়েছি। এখনও বড় রাণী আর তার পুত্র-কন্যার উপর মহারাজের মনে সম্পূর্ণরূপে বিদ্বেষ জন্মিয়ে দিতে পারি নি। হবে—ক্রমশঃ সব ঠিক হ'য়ে যাবে। দাসীর কাছে যা শুন্‌লাম, তা যদি সত্য হয়, তা হ'লে আগুন জ্বাল্‌তে আর বেশি দেরি লাগ্‌বে না। দাসী গোপনে গিয়ে দেখে এসেছে যে, বড়রাণী গোপনে ব'সে রাধা-কৃষ্ণের মূর্ত্তি পূজা কর্‌ছে। মহারাজকে যদি একবার প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিতে পারি, তা' হ'লে আর ভাবনা থাক্‌বে না। হয় ওদের গোষ্ঠী সমেত হত্যা, নতুবা রাজ্য থেকে দূর ক'রে দেওয়া—এ দু'টোর একটা হবেই। কিন্তু একটা বড় চিন্তা হচ্ছে—প্রহ্লাদের ভাগ্যে কি আছে কে জানে! তবে প্রহ্লাদকে যে ঐ বড়রাণীই হরিনাম করা শিখিয়েছে, এ ধারণাটা জন্মিয়ে দিতে পারা যাবে—বড়রাণীর ঐ গুপ্ত রাধাকৃষ্ণ পূজা ধরিয়ে দিতে পার্‌লে। চতুরাদাসীকে আজ বেশ ক'রে পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে পাঠিয়েছি—বড়রাণী কখন পূজায় বসে, তার সন্ধান নিতে। সন্ধান পেলেই মহারাজকে একেবারেই সেখানে নিয়ে উপস্থিত করাতে হবে। ওদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে প্রহ্লাদকে মহারাজের ক্রোধানল হ'তে রক্ষা কর্‌তে না পার্‌লে হচ্ছে না।

হ্রাদ ও অনুহ্রাদের প্রবেশ।

হ্রাদ। পিতা আজ ওদের উপরে ভারি চ'টে গেছেন, মা!

কয়াধু। শুনেছি।

অনু। পেহ্লাদের উপরেও বেজায় রেগে গেছেন। বাবার কোলে ব'সে যেমন জ্যাঠাম কর্‌ছিল, তেমনি মজা টের্ পেয়েছে; এক লাথিতেই ভূমিস্মাৎ!

হ্রাদ। সব দোষই ওদের ঘাড়ে চাপাতে হবে, মা! সুবাহুটাকেও খুব বকেছেন বাবা। আর সে আদর পিতার কাছে পেতে হচ্ছে না চাঁদের!

অনু। ভেবেছিলাম, দাদা রাজা হবে—বড় মজা হবে; তা হ'ল না কিন্তু!

হ্রাদ। সুবাহুর রাজত্ব ত খ'সে গেছে। এখন ভবিষ্যতে আমারই হ'য়ে রইল, কি মা?

অনু। মা যেন কি ভাব্‌ছে।

হ্রাদ। কি ভাব্‌ছ, মা?

অনু। ঐ বুঝি বাবা আস্‌ছেন। এস পালাই, দাদা!

[উভয়ের প্রস্থান।

হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ।

হিরণ্য। মহিষি! তোমার প্রহ্লাদকে ত আর রক্ষা করা যায় না।

কয়াধু। না রক্ষা করা যায়, কেটে ফেলে দাও না—আপদ্ চুকে যাক্; কে তোমাকে বাধা দেবে?

হিরণ্য। রাগ কর্‌বার কথা এ নয়, মহিষি! যেমন সব রত্নকে গর্ভে ধরেছিলে, তারই ফলভোগ কর এখন!

কয়াধু। যারা রত্নগর্ভা, তারাই রত্ন প্রসব করে; সে রত্নের ত তোমার গৃহে অভাব নাই! তার জন্য আর তোমার দুঃখ কি? তাদের আদর কর—যত্ন কর; ইচ্ছা হয়—আবার সিংহাসনে এনে বসাও, কে

মানা করেছে ? আমার এরা চক্ষের বিষ ! দূর ক'রে দাও রাজ্য থেকে—চুকে যাক্ গণ্ডগোল !

হিরণ্য। তোমার প্রহ্লাদটা যেরূপ কাণ্ড আরম্ভ করেছে, তাতে রাজ্য থেকে দূর করা কি—একেবারে সংসার থেকে দূর কর্‌তে হয় কি না দেখ ! জান ত আমার প্রতিজ্ঞা ? নিষেধ সত্বেও যারা হরিনাম কর্‌বে, তাদের শিরশ্ছেদ করা।

কয়াধু। তা কর্‌বে বৈকি ? সে যে কয়াধুর উদরে জন্মেছে ! নতুবা যারা এতদিন ব'সে ব'সে শিশুর কানে অমৃত ঢেলে তৈরী করেছে, যারা ঘরে ব'সে তোমার শত্রুকে ভোগ দিয়ে পূজা কর্‌ছে, তাদের সাত খুন মাপ্ হ'য়ে যাচ্ছে ! আর এ বালক—কিছু বোঝে না—তার মাথা না কাট্‌লে প্রতিজ্ঞা বজায় থাকে কই ? এমনই ন্যায্য বিচার তোমার !

হিরণ্য। আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত বিশ্বাস কর্‌তে পারি না যে, বড়রাণী তাঁর স্বামিহন্তা শত্রুকে পুষ্পচন্দনে কখনও পূজা কর্‌তে পারেন ?

কয়াধু। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলেও তুমি তাদের সম্বন্ধে কিছুই কর্‌তে পার না, সে কথা আমি বেশ ক'রেই জানি।

হিরণ্য। কয়াধু ! তুমি হিরণ্যকশিপুকে চিন্‌লে না ? নিজের স্বামীকে চিন্‌লে না ? এত ভুল ধারণা—এত নীচ ধারণা তোমার আমার উপর ?

কয়াধু। নজর গো নজর ! সু-নজর আর কু-নজর দুটো আছে না ? তাই !

হিরণ্য। তুমি বল্‌তে চাও, আমি বড়রাণী বা তার পুত্রকে সু-নজরে দেখি, আর আমার পুত্রগণকে আর তোমাকে কু-নজরে দেখি ? তোমার এই ঈর্ষার জন্যই কখনও তুমি সুখী হ'তে পার্‌লে না। আচ্ছা, তুমি একবার দেখিয়ে দাও দেখি আমাকে যে, বড়রাণী তাঁর পতিহন্তা হরির মূর্ত্তি গ'ড়ে তাকে পূজা কর্‌ছে। যদি দেখিয়ে দিতে পার, তা' হ'লে

হিরণ্যকশিপুর অপক্ষপাত ন্যায় দণ্ডের বিচার কি কঠোর, তা তখনই তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে পাবে। তবে তুমি এ কথা ঠিক মনে রেখো, কয়াধু, যে—যতক্ষণ না এই অসম্ভব ব্যাপার আমার চক্ষের গোচর হবে, ততক্ষণ তুমি শতমুখে বল্‌লেও আমি বিশ্বাস কর্‌ব না। সেদিনও তোমাকে এই কথাই বলেছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে এখনও পর্য্যন্ত সে অসম্ভব ব্যাপার প্রত্যক্ষ করাতে পার নি।

কয়াধু। প্রত্যক্ষ করালে যে ফল হবে, তা'ত আমার জান্‌তে বাকী নাই।

হিরণ্য। [সক্রোধে] কয়াধু!

কয়াধু। চোখ রাঙাচ্ছ কাকে? কোন কথাই যদি তোমার সহ্য না হয়, তা' হ'লে ত এখানে বাস করাও আমার কঠিন হ'য়ে দাঁড়ায়। তার চাইতে তুমি স্পষ্টাক্ষরে ব'লে দাও না যে—তোমাদের স্থান এ রাজ-পুরীতে হবে না; তুমি তোমার পুত্রদের সহিত এ রাজ্য ছেড়ে চ'লে যাও; বেশ—তখনই চ'লে যাই কি না দেখ! থাক—তুমি তাদের নিয়ে পরম সুখে এই রাজ্যে! থাক তুমি তাদের নিয়ে মহা শান্তিতে এই স্বর্গ-পুরে। যারা আমার শিশুপুত্রকে পর্য্যন্ত তোমার চক্ষুঃশূল ক'রে তুলেছে —যারা আমার বুকের উপরে দাঁড়িয়ে আমারই সর্ব্বনাশ সাধন কর্‌ছে, তাদের তুমি কোন দোষই দেখ্‌তে পাও না। তাদের অন্তঃকরণ তুমি গঙ্গাজল দিয়ে ধোয়া পরিষ্কার দেখ্‌তে পাও। কেন? তোমার গুপ্তচর নাই? তাদের দ্বারা সন্ধান ক'রে আমার কথার সত্যাসত্য পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌তে পার না? তুমি যদি নিজের অন্তঃপুরের মধ্যে কি গুপ্ত ব্যাপার চল্‌ছে, এ সংবাদ রাখ্‌তে না পার, তা' হ'লে বিশাল রাজ্যের কোথায় কি গুপ্ত ষড়্‌যন্ত্র হচ্ছে-না-হচ্ছে, কি ক'রে সে সংবাদ রাখ্‌বে? তুমি না কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজা ব'লে গর্ব্ব দেখিয়ে থাক?

হিরণ্য। [কিছুক্ষণ কুঞ্চিত-ললাটে পদচারণা করিতে লাগিলেন এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন, তার পর বলিলেন] আচ্ছা, কয়াধু! আমি আজই আমার বিশ্বস্ত গুপ্তচরের দ্বারা তোমার বাক্যের সত্যাসত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান নিচ্ছি। তার পূর্ব্বে আর আমি কিছু বল্‌তে চাই না। আমি চল্‌লাম।

[প্রস্থান।

কয়াধু। যাও। আজ ঠিক বিষ ঢেলেছি—ঠিক উত্তেজিত করেছি। এখন চতুরাকে দিয়ে বড়রাণীর পূজায় বস্‌বার সময়টা ঠিক জান্‌তে হবে। দেখি, প্রত্যক্ষ প্রমাণে কি ফল গিয়ে দাঁড়ায়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

শিক্ষাগার—নিভৃত-প্রদেশ

প্রহ্লাদ একাকী বসিয়া একখানি মৃন্ময় কৃষ্ণমূর্ত্তিকে ফুলের মালা পরাইতে-ছিলেন। অদূরে গীতকণ্ঠে ভিখারী মাখন লালের প্রবেশ।

মাখন।—

গান।

আমি ভালবাসার কাঙাল বড়,
দে না মোরে ভালবাসা।
আমায় ভালবাসা দিয়ে,
মিটিয়ে দে গো প্রাণের আশা॥

ধন দৌলত কিছু চাই না,
ধনীর দোরে কভু যাই না,
তাই দীনের পাশে দীনের বেশে
মিটাতে চাই প্রাণ-পিপাসা।
ওগো কে কাঙাল আছ,
আমায় একটু ভালবাস,
যত কাঙাল নিয়ে ভবের মাঝে
আমার যে গো কাঁদা-হাসা ॥

প্রহ্লাদ। [একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিয়া] তোমার নাম কি, ভাই? তোমাকে দেখে যে আমার বড় ভাল লাগ্ছে।

মাখন। আমার নাম মাখনলাল, ভাই! আমাকে দেখে তোমার ভাল লাগ্ছে? আমাকে একটু ভালবাসা দেবে?

প্রহ্লাদ। আমি যাকে প্রাণ খুলে ভালবাসি, তারও এক নাম মাখনলাল। বেশ নামে নামে মিলে গেছে ত?

মাখন। তা' হ'লে তুমি একজনকে ভালবাসা দিয়ে ফেলেছ? তবে আর তোমার কাছে ভালবাসা পাবার আশা নাই। আর কোথাও যদি পাই, দেখি গে। [গমনোদ্যত]

প্রহ্লাদ। যেয়ো না—মাখনলাল, শোন!

মাখন। আর কি শুন্‌ব বল? যেখানে ভালবাসা পাই নে, সেখানে আমি একতিলও দাঁড়াই নে।

প্রহ্লাদ। একটা কথা জিজ্ঞেস্ করব। এই যে ভালবাসার কাঙাল হ'য়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ তুমি, আর কোথাও কি কেহ তোমাকে একটুও ভালবাসা দেয় নি?

মাখন। তা ঢের লোকেই ত দিয়েছিল।

প্রহ্লাদ। তবে?

মাখন। তারা সব চ'লে গেছে।

প্রহ্লাদ কোথায় চ'লে গেছে ?

মাখন। আনন্দপুরে।

প্রহ্লাদ। তোমাকে ফেলে ?

মাখন। আমিই পাঠিয়েছি

প্রহ্লাদ। সেইখানেই বুঝি তোমার বাড়ী ?

মাখন। হাঁ ভাই।

প্রহ্লাদ। তবে আবার নূতন ক'রে ভালবাসা খুঁজ্‌তে এসেছ কেন ?

মাখন। আশা মেটে না যে, ভাই ! নিত্যি নূতন ভালবাসা না পেলে যে আমার স্বস্তি হয় না। আগেই বল্‌লাম না যে—আমি ভালবাসার বড় কাঙাল ? আমায় তুমি তাদের মত ক'রে ভালবাস না, ভাই !

প্রহ্লাদ। কথায় কথায় তোমাকে যে ভালবেসে ফেলেছি, ভাই !

মাখন। এই না আগে বল্‌লে, তোমার একজন কে আছে, তাকেই তুমি ভালবাস ? তবে আমাকে তুমি ভালবাস্‌বে কি ক'রে, ভাই ? একটা প্রাণ ক'জনকে দেবে ?

প্রহ্লাদ। আমার যেন মনে হচ্ছে, সে আর তুমি একই।

মাখন। সে আর আমি যদি একই হ'লাম, তবে সে কে ? আমায় দেখে ত তখন সেই ব'লে চিন্‌তে পার নি ?

প্রহ্লাদ। তাকে ত কখনও বাইরে দেখ্‌তে পাই নি, ভাই !

মাখন। তবে কোথায় দেখেছ ?

প্রহ্লাদ। এই প্রাণের ভিতর চোখ বুজে তাকে দেখ্‌তে পাই।

মাখন। এখন তা' হ'লে একবার চোখ বুজে দেখ দেখি, তাকে দেখ্‌তে পাও কি না।

প্রহ্লাদ। [চক্ষু মুদিয়া দেখিয়া পরে চক্ষু মেলিয়া] কৈ নাই ত? নিশ্চয়ই সে তুমি।

মাখন। বেশ ত! আমি আবার কখনই বা তোমার প্রাণের ভেতর গেলাম, আবার কখনই বা বাইরে এলাম?

প্রহ্লাদ। তা ত আমি জানি না। কিন্তু তুমি যে আমার সেই, তাতে আর কোন ভুল নাই।

মাখন। কিসে বুঝ্‌লে?

প্রহ্লাদ। বুঝ্‌লাম, তোমার মূর্ত্তি দেখে।

মাখন। তার কিরূপ মূর্ত্তি বল ত?

প্রহ্লাদ। ধড়া-চূড়া পরা, বাঁশী হাতে, নূপুর পায়ে, ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম-ঠাম নব-ঘনশ্যাম!

মাখন। কৈ, আমার ত সে সব কিছুই নাই।

প্রহ্লাদ। তুমি ইচ্ছা কর্‌লে যে, সব রূপই ধর্‌তে পার হরি!

মাখন। ত' হ'লে আমাকে ভালবেসেছ?

প্রহ্লাদ।—[করজোড়ে]

গান।

আর ছলনা ক'রো না আমায় হরি।
তুমিই আমার হৃদয়ের ধন,
তুমিই আমার হৃদ্-বিহারী॥

মাখন। আমি অন্তরে বাহিরে আছি তোর সদা,
তাই দেখাতে এসেছি,
তোরই ভক্তিডোরে, প্রাণের ভক্ত ওরে,
আমি আপনি বাঁধা পড়েছি;

প্রহ্লাদ। আমার নাই ভক্তি-বল, আছে শুধু আঁখিজল,
রেখেছি আঁখিতে ভরি॥

মাখন। তুমি হরি হরি ব'লে ডেকেছ আমারে,
চালিয়ে দিয়েছ প্রাণ-মন,
তাই গোলোকের হরি, গোলোক পরিহরি,
এসেছি রে দেখ প্রাণধন ;
(আমি রইতে নারি) (হরি ব'লে ডাক্‌লে পরে)
(আমায় প্রাণের টানে টেনে আনে)
(আমি আকুল প্রাণে ব্যাকুল হ'য়ে)

প্রহ্লাদ। তুমি দয়াল ব'লে দয়া ক'রে
আজ দিয়েছ হে পদতরী ॥

প্রহ্লাদ। [চক্ষু মুদিয়া] এই যে তুমি আবার ভিতরে এসেছ।

মাখন। চোখ মেলে দেখ ত। [রাখাল বেশে ত্রিভঙ্গঠামে দাঁড়াইলেন]

প্রহ্লাদ। [দেখিয়া] এই যে এবার ঠিক সেইরূপই ধরেছ।

মাখন। তুমি এখন থেকে যখনই আমাকে অন্তরে কি বাইরে দেখ্‌তে চাইবে, তখনই তাই দেখ্‌তে পাবে। ঐ যে কে আস্‌ছে, আমি পালাই, ভাই ! [প্রস্থান।

বেত্র ঘূর্ণন করিতে করিতে ভৈরবাচার্য্যের প্রবেশ।

ভৈরব। এতক্ষণ কার সঙ্গে কথা কইছিলি বল্ ?

প্রহ্লাদ। আমার হরির সঙ্গে।

ভৈরব। কৈ সে—কোথায় গেল ?

প্রহ্লাদ। কোথায় গেলেন, তা'ত জানি নে, গুরুদেব !

ভৈরব। তাকে এনে এখানে জোটালে কে ?

প্রহ্লাদ। তিনি আমাকে দেখা দিতে আপনিই এসেছিলেন।

ভৈরব। তুই ডেকেছিলি ?

প্রহ্লাদ। ডেকেছিলাম।

ভৈরব। কেন ডাক্‌লি? তোকে না কাল অমন ক'রে ব'লে দিয়েছি যে, আর তাকে ডাক্‌তে পাবি না?

প্রহ্লাদ। না ডেকে যে আমি থাক্‌তে পারি না!

ভৈরব। [মুখভঙ্গি করিয়া] তাকে না ডেকে তুমি থাক্‌তে পার না? ন্যাকামো? আজ তোর ন্যাকামো ভেঙে তবে ছাড়্‌ব। এই বেত্ তোর পিঠে পাঁচ-সাত্‌তে আটাশ টুক্‌রো কর্‌ব—তবে ছাড়্‌ব। এতদিন শুধু মুখে মুখেই ভয় দেখিয়েছি, আজ কাজে দেখিয়ে ছাড়্‌ব।

প্রহ্লাদ। কেন আমায় মার্‌বেন, গুরুদেব?

ভৈরব। তুমি কিছু জান না? সেদিন রাজসভাতে মহারাজের সে পদাঘাতের কথা মনে আছে?

প্রহ্লাদ। আমি তার জন্য তখনিই হরির কাছে কেঁদে কেঁদে কত বলেছি যে—হরি তুমি আমার পিতার অপরাধ ক্ষমা কর।

ভৈরব। এ সব ন্যাকামো খাট্‌বে না। এক সপ্তাহের আর দু'দিন মাত্র সময় আছে। যদি মহারাজের কাছে গিয়ে ঐ নাম কর্‌বি, তা'হ'লে এবার আর রক্ষা থাক্‌বে না। সেইজন্য এখনও তোকে ভালভাবে বল্‌ছি যে, ঐ নাম ছাড়্। যদি না ছাড়িস্, তবে তুইও যাবি—আমরাও যাব

প্রহ্লাদ। কোথায় যাব, গুরুদেব?

ভৈরব। যমের দক্ষিণ দোরে; বুঝ্‌লি?

প্রহ্লাদ। [সুরে] সে যে শমন-দমন-কারী, মুকুন্দমুরারি হরি।

ভৈরব। [বেত্র উঠাইয়া] চোপ্‌রাও—খবরদার!

প্রহ্লাদ। [সুরে] (শমন কাছে ত আসে না)

(সেই শমন-দমন হরিনামে)

ভৈরব। এই দেখ্, আসে কি না আসে! আজ তোর একদিন কি আমার একদিন! [বেত্রাঘাতে উদ্যত]

সহসা বড়-বৌয়ের প্রবেশ।

বড়-বৌ। আহা কর কি—কর কি? [বেত্র ধারণ]

ভৈরব। বড়-বৌ, ছাড়—ছাড়!

প্রহ্লাদ। কেন অকারণ ক্রোধ কর্‌ছ, গুরুদেব? ক্রোধ ত্যাগ কর—ক্রোধের মত শত্রু আর নাই। হরি প্রেমময়; তিনি তাঁর সংসারকে প্রেম আর ভালবাসা দিয়ে গড়েছেন। সে প্রেমের সংসারে সকলিই ভাই ভাই—কেউ কারও শত্রু নয়।

ভৈরব। বলি, শুন্‌ছ জ্যাঠামোটা?

বটুকাচার্য্যের প্রবেশ।

বটুক। আহা, প্রেমময়ের সংসারে কেউ কারও শত্রু নয়—সব ভাই ভাই! এমন সার-কথা বলেছ, বৎস?

ভৈরব। ঐ উনি আবার এলেন সার-কথা শোনাতে! না, আর কোন রকমেই এবার উদ্ধার নাই দেখ্‌ছি!

বড়-বৌ। আবার তুমি এখানে এলে কেন বল ত?

বটুক। না এসে কি থাক্‌বার সাধ্য আছে? টেনে আনে যে—ব্রাহ্মণি! টেনে আনে।

ভৈরব। টেনেই আসুক আর বেঁধেই আসুক, এবার কিন্তু আর আমি রাজসভাতে গিয়ে কোন কথাটীও কইছি না; দেখি, তখন কে রক্ষা করে!

প্রহ্লাদ। সেই হরিই রক্ষা কর্‌বেন। তাঁর নাম যে করে, তার আর কোন ভয়ই যে থাকে না, গুরুদেব

ভৈরব। বড়-বৌ, বাধা দিয়ো না এখন, দু'ঘা বেত্ বেশ ক'রে পিঠে বসিয়ে দি, তা' হ'লে পরে আর ও সব বুড়োমো কথা মুখে আন্‌বে না।

বড়-বৌ। বাবা প্রহ্লাদ! আমি তোমার গুরু-পত্নী, আমার কথাটা একবার শোন। মহারাজ যখন ঐ নামের উপর এমন বিরক্ত, তখন মুখে মুখে না হয় ঐ নাম কিছুদিন না কর্‌লে?

প্রহ্লাদ। আমি ত ইচ্ছা ক'রে কিছু কর্‌ছি নে, মা! সেই ইচ্ছাময় হরি যা করাচ্ছেন, তাই কর্‌ছি।

বটুক। ঠিক বলেছ, বৎস! "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

বড়-বৌ। তোমার ইচ্ছাময়ের কি এইরূপ ইচ্ছা যে, তাঁর নাম ক'রে তুমি আর তোমার আচার্য্যেরা মহারাজের কোপে প'ড়ে শেষে প্রাণ হারাবে?

প্রহ্লাদ। মা গো! সেই প্রাণারাম হরি যে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম। এই তুচ্ছ প্রাণ দিয়েও যদি তাকে লাভ করা যায়, তাও যে কর্‌তে হবে, মা!

বটুক। বড় সার কথা—বড় সার কথা, ব্রাহ্মণি!

ভৈরব। বড় মরণের ভয়—বড় মরণের ভয়, বড়-বৌ!

প্রহ্লাদ। কার মৃত্যু—কেবা মরে—কে মারিতে পারে?
অজর অমর আত্মা ব্যাপ্ত ত্রিসংসারে॥

বটুক। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো।
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥"

এত তত্ত্বজ্ঞান প্রহ্লাদের কি ক'রে উদয় হ'ল ? ধন্য—ধন্য প্রহ্লাদ ! তুমিই ধন্য—আর শত ধন্য হ'লাম, বৎস, তোমার মত শিষ্যের শিক্ষকতা লাভ ক'রে।

ভৈরব। আর দুদিন পরেই ঘাতকের হাতেই একেবারে সশরীরে আমরা ধন্য হ'য়ে যাব আর কি !

বড়-বৌ। অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে ; তবু প্রহ্লাদকে শাস্তি দিতে যেয়ো না, ঠাকুর-পো !

প্রহ্লাদ। [সুরে] অসার সংসারে সার এক হরিনাম।
সবাই প্রাণ খুলে হরিনাম কর অবিরাম ॥

[ভৈরব ব্যতীত সকলে সমস্বরে—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !]

ভৈরব। [কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে] আরে সর্ব্বনাশ—আরে সর্ব্বনাশ ! একেবারে সবগুলো ক্ষেপে উঠেছে ! দাঁড়া ছোঁড়া ! তোর দফা-রফা ক'রে আজ ছাড়্‌ব। নিজেও মর্‌বে, আমাদেরও সেই সঙ্গে মার্‌বার চেষ্টা ?

[বেত্রাঘাতে উদ্যত, তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়া বড়-বৌ প্রহ্লাদকে কোলে লইয়া বেগে প্রস্থান করিল ; ভৈরবও তৎপশ্চাৎ বেত্র উত্তোলন করিয়া প্রস্থান করিল।]

বটুক। ওরে করিস্ কি—ওরে করিস্ কি ?

[বলিতে বলিতে প্রস্থান :

চতুর্থ দৃশ্য

অন্তঃপুর—নিভৃত-কক্ষ

ভানুমতী একাকিনী নিবিষ্ট মনে গুপ্তভাবে কৃষ্ণমূর্ত্তি পূজা করিতেছিলেন।

ভানু। পতি-হন্তা তুমি মোর, নারায়ণ!
তবু তোমা পূজিবারে প্রাণ কেন চায়?
কহিয়াছে বালক প্রহ্লাদ—
পরম দয়াল তুমি;
নাহি কেহ শত্রু তব এ তিন সংসারে!
নাহি হিংসা প্রেমময় তব।
প্রেমের ঠাকুর তুমি,
প্রেম ভক্তি বিতরিতে
শুনিয়াছি যুগে যুগে হও অবতার।
তব করে দেহত্যাগ করে যেই জীব,
নহে তারে মৃত্যু বলে,
কর তারে স্বহস্তে উদ্ধার।
ভাগ্যবান্ সেই জন,
করে যেবা পরিত্যাগ তব করে
অসার এ মাংসপিণ্ড ভৌতিক শরীর।
ভ্রান্তগণে তব কর্ম্ম না পারি বুঝিতে,
শত্রু বলি' দোষারোপ করে তোমা প্রতি।

কিন্তু তুমি নির্ব্বিকার পরম সুন্দর !
স্তুতি নিন্দা নাহি কিছু তব,
নিজ নিজ কর্ম্মফল লভে জীবগণ ।

ভক্তি আসিয়া গাহিল ।

ভক্তি ।—

গান ।

নাহি কারো অরি প্রেমময় হরি,
প্রেমডোরে বাঁধিয়া রাখ ।
সে যে প্রেমময় হরি, গোলোক-বিহারী
হরি হরি ব'লে দিবানিশি ডাক ॥
ভক্তি-তুলসী মাখি অনুরাগ চন্দনে,
দেহ রে দেহ রে সেই রাতুল চরণে,
রেখে হৃদয়-মন্দিরে হৃদয়-নিধিরে
নয়ন মুদিয়ে তারে সদা দেখ ॥
লাজ মান ভয় করি পরিহার,
চিরদাসী হ'য়ে ভজ চরণ তাঁহার,
জুড়াবে যাতনা, ঘুচিবে বেদনা
যাওয়া-আসা ভবে আর হবে না'ক ॥

[প্রবেশ দ্বার হইতে কয়াধু অঙ্গুলি দ্বারা হিরণ্যকশিপুকে দেখাইতেছিল]

কয়াধু । সত্য কি না, ঐ চেয়ে দেখ ।

হিরণ্য । [বিস্ময়ে ও ক্রোধে] ওঃ, কি অসহ্য আচরণ ! নিজের পতিহন্তার মূর্ত্তি গড়িয়ে তাকে আবার পূজা ! ছিঃ-ছিঃ দানব-ইতিহাসে দানব-রমণীর এ কলঙ্ক-কাহিনী চিরদিন অঙ্কিত হ'য়ে থাকবে !

কয়াধু । এখন বোধ হয় বুঝ্‌তে পেরেছ যে, আমার দুধের ছেলে প্রহ্লাদকে এ কুশিক্ষা দিয়েছে কে, যার জন্য প্রহ্লাদ আজ তোমার মহা

কোপে পতিত হয়েছে? আমি কি সাধ ক'রে এ সব কথা তোমায় বলি? তুমি ভাব যে—ঈর্ষা! কেন, আমি ওদের ওপর ঈর্ষা কর্‌তে যাব কেন?

হিরণ্য। আচ্ছা, চ'লে এস, কয়াধু! এ দৃশ্য দেখা যায় না। সুবাহু কোথায়—তাকে একবার চাই আমার।

[কয়াধু সহ প্রস্থান।

ভক্তি। ভক্তি আমি—
প্রাণ খুলে হরিনাম, হরির ভজনা
করে যেবা একমনে সদা,
তার প্রাণে আবির্ভাব মোর।
ল'য়ে যাই তারে—
হাতে ধরি ধীরে ধীরে প্রেমের দুয়ারে;
মুক্ত ক'রে দিই সেই মন্দিরের দ্বার।
হেরে ভক্তিবলে
ভকত-বৎসল প্রেমময় গোলোক-নিধিরে—
চাহে না সে ভক্ত কভু চতুর্ব্বর্গ ফল।
ভক্ত চায় ভজন-পূজন,
ভক্ত চায় শুধু—
দাস হ'য়ে হরিপদ করিতে সেবন।
হরি-দ্বেষী দানবের কুলে,
হেন ভক্তি ভাব—হেন ভক্তি-ধারা
বহে নাই আর কোন যুগে,
যে ভক্তি-প্রবাহে—
ভাসিয়াছে আজি এই দানব-রমণী,

দেছে প্রাণ কৃষ্ণপদে ঢালি,
প্রাণময় কৃষ্ণ বিনা কিছু নাহি জানে ;
শয়নে স্বপনে সেই ধ্যান—সেই জ্ঞান।
ধন্য ভানুমতি, তুমি দানব-সমাজে !

[অন্তর্দ্ধান।

[তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত এবং বিস্মিত ভাবে সুবাহু প্রবেশ করিল এবং ভানুমতীকে ধ্যানপরায়ণা দেখিয়া নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।]

সুবাহু। একি ! আমার মা—আমার সেই মা ! দানব-কুলেশ্বরী দানব-মহিষী মহা মহীয়সী আমার সেই মা ? বিশ্বাস কর্‌তে ইচ্ছা হয় না যে ! দৃষ্টিভ্রম হয় নি ত ?

হিরণ্য। [নেপথ্য হইতে জলদ গম্ভীর স্বরে] ইতস্ততঃ ক'রো না—সুবাহু, এখনই হত্যা ক'রে ফেল।

সুবাহু। ঐ বজ্রধ্বনি ! হত্যা কর্‌তে হবে এখনি—বিলম্ব কর্‌লে চল্‌বে না। কে কর্‌লে—আমার স্নেহময়ী মাকে কে এমন পরিবর্ত্তন কর্‌লে ? কোন্ যাদুকর আমার মায়ের কানে এমন যাদু-মন্ত্র দিয়ে মুগ্ধ কর্‌লে ? ওঃ, ভাব্‌তে পার্‌ছি নে—এ আমি কোথায় ?

ভানু। [সহসা ধ্যানভঙ্গে উঠিয়া] একি—পুত্র, অমন ভাবে চেয়ে রয়েছ কেন ? স্থির হও—শান্ত হও ! শোন—প্রাণ ভ'রে শোন—মোহন বাঁশী কি মধুর তানে বেজে উঠেছে ! এমন অমিয়—এমন সুধা-মাখানো বংশীরব আর কখনও শুন্‌বে না ! আজ শ্রবণ ভ'রে সেই সুধা পান ক'রে দানব-জন্ম সার্থক কর।

সুবাহু। উন্মাদিনি ! কার কাছে আজ কি প্রলাপ বর্ষণ কর্‌ছ ? আমি যে সেই অখণ্ড-দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ দৈত্যপতি হিরণ্যাক্ষের পুত্র—তুমি

যে সেই আমার মহীয়ান্ পিতার মহিয়সী মহিষী! আমার সেই পিতা কার হস্তে নিহত? তোমার সেই পতি কার হস্তে বিধ্বস্ত? আজ ভুলে যাচ্ছ কেন সে ব্যথা? আজ ভুলে যাচ্ছ কেন সে কথা?

ভানু। সত্যই ভুলে গেছি সে কথা—সত্যই ভুলে গেছি সে ব্যথা, পুত্র! তাতেই ত আজ আমার এত আনন্দ—তাতেই ত আজ এত আমার শান্তি!

সুবাহু। সেই পতিহন্তার প্রতিমূর্ত্তি পূজা ক'রে? সেই দানব-কুলের চির-অরি হরিকে ধ্যান ক'রে? ওঃ, কি শুন্‌ছি আজ? কার মুখে কি ভাবা শুন্‌ছি আজ? সত্যই তুমি আজ উন্মাদিনী!

ভানু। সত্যই কি আমি তাই হ'তে পেরেছি? সত্যই কি আজ আমার প্রেমময় হরির প্রেমে উন্মাদিনী হ'তে পেরেছি? আমার সাধনা তা হ'লে সিদ্ধ হয়েছে? আহা-হা! প্রেমময় হরি! কী মাধুরি তোমার মধুর নামে? কী সঞ্জীবনী সুধাভরা তোমার নামের প্রতি বর্ণে?

সুবাহু। এখনও বোঝ তুমি—কি কর্‌তে বসেছ! এখনও বোঝ তুমি যে—আজ দানব-কুলে কী কলঙ্কের মসী ঢেলে দিচ্ছ! যে তুমি স্বামী-গর্ব্বে এতদূর গর্ব্বিতা ছিলে—যে তোমার সেই গর্ব্বভরা মুখের দিকে তাকালে আপনা হ'তে মাথা হেঁট হ'য়ে আস্‌ত—যে স্বামীর মৃত্যুর পর তুমি পুত্র-কন্যা-সংসার ত্যাগ ক'রে একদিন পরলোকে স্বামি-পদ-সেবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্পা হয়েছিলে—যে তোমার মত স্বর্গাদপি গরিয়সী মাকে মা মা ব'লে একদিন ধন্য হয়েছি—যে তোমার মত মাতৃ-গর্ভে স্থান পেয়ে জীবনকে সার্থক জ্ঞান করেছি, আজ আমার সেই মা তুমি —আজ আমার সেই পতি-পরায়ণা গর্ব্বোন্নতবদনা সেই জননী তুমি— তোমার পতিহন্তাকে আজ পরম আরাধ্য ইষ্ট-দেবতা-জ্ঞানে পূজা ক'রে নিজেকে ধন্য মনে কর্‌ছ? সেই দানব-গৌরবে গৌরবময়ী জননী তুমি

—আজ দানবের চির-অরি হরির নাম মহানন্দে কীর্ত্তন করতে লজ্জাবোধ করছে না ? কি আক্ষেপ আজ আমার বল দেখি, মা ? কি বৃশ্চিক-যন্ত্রণা বল দেখি, জননি ? আমি যে আর তোমার কাছে দাঁড়িয়ে তোমার দিকে চাইতে পারছি না, মা !

ভানু। বৃথা আক্ষেপ, তোমার, পুত্র ! ভুল সংস্কার তোমার, সুবাহু ! আজ তুমি তোমার জননীকে যে ঘৃণিত ভাবে চিত্রিত ক'রে নিজের মাথাকে হেঁট ক'রে ফেলেছ, যে ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে তুমি আজ তোমার জননীকে মা ব'লে ডাকতেও ঘৃণাবোধ করছ, সে ধারণা দানবের বংশগত-স্বভাব সিদ্ধ ধারণা হ'লেও, সত্যের চক্ষু দিয়ে—ধর্ম্মের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে যদি, তা' হ'লে দেখতে পেতে—তোমার মা এতদিন পরে তাঁর যথার্থ পথ চিনে নিয়েছে ! কে আমার পতিহন্তা ? হরি ? মিছে কথা। অমন পরম দয়াল কি কখনও কাউকে হত্যা করতে পারেন ? তাই যদি হবে, তবে আজ আমি ধ্যান-বলে সেই হরির চরণ-তলে আমার স্বামীকে দেখতে পেলাম কেন ? এই যে আমি এখনও বেশ দেখতে পাচ্ছি যে, আমার স্বামী জগৎস্বামী হরির পদসেবা করছেন আর মুখে হরিনাম-কীর্ত্তন করছেন !

সুবাহু। [সবিস্ময়ে] কি বলছ তুমি—উন্মাদিনী ? হরি আমার পিতাকে হত্যা করে নি ? তবে বরাহ-মূর্ত্তি ধারণ ক'রে আমার পিতাকে বধ করেছিল কে সে ?

ভানু। সে বধ করা নয়—সে তাঁকে উদ্ধার করা ! তিনি যে পূর্ব্বজন্মে বৈকুণ্ঠে হরি-দ্বারে দ্বারী ছিলেন। ব্রাহ্মণের অভিশাপে দৈত্য হ'য়ে জন্মেছিলেন। শত্রুভাবে তিন জন্মে উদ্ধার হবেন ব'লে স্থির ছিল ; তারই এক জন্ম শেষ হ'য়ে গেল।

সুবাহু। এ অদ্ভুত উপন্যাস তুমি কোথায় পেলে, উন্মাদিনী ?

ভানু। আমি আজ ধ্যানে সবই জান্‌তে পেরেছি। দয়াল হরি আমার মনের ভ্রান্তি দূর কর্‌বার জন্য সবই আজ দেখিয়ে দিয়েছেন।

সুবাহু। এ অসম্ভব উপন্যাস আমি বিশ্বাস করি না। এখনও বল্‌ছি তোমাকে যে, মা! জননী! তুমি আর আমার মুখ-হাসিয়ো না —আবার তোমাকে আমার সেই মা ব'লে ভাব্‌তে দাও—আবার আমার প্রাণে সেই তোমার মাতৃ-গর্ব্ব অনুভব কর্‌তে দাও! আমি আবার তোমাকে প্রাণ ভ'রে মা মা ব'লে ডেকে ধন্য হই।

ভানু। তা যে পার্‌ব না, বাবা! আমার পতি যার পদসেবা ক'রে ধন্য হচ্ছেন, আমিও যে সেই পথ ধরেছি, বৎস! যাকে পেলে—যার নাম কর্‌লে এ সংসার অসার ব'লে বোধ হয়, পুত্র-কন্যা তুচ্ছ মায়ার গ্রন্থি ব'লে মনে হয়, আমি যে সেই নামের আস্বাদ পেয়েছি, বাবা! দৈত্যকুলের পূর্ণচন্দ্র প্রহ্লাদ যে আমাকে সেই নামের মহিমা পাইয়ে দিয়েছে, বাবা!

সুবাহু। কিন্তু রাজাদেশ কি—তা তুমি জান? পিতৃব্য আজ সেই বজ্রাদেশ আমাকেই প্রদান করেছেন তা জান?

ভানু। আমি কিছুই বুঝি না—কিছুই জানি না! এ সংসারে কে রাজা—কে প্রজা—কার আদেশ কে পালন করে? এ যে সব মিথ্যা! সব স্বপ্ন! এক সেই রাজাধিরাজ বই ত আর কেউ রাজা নাই, বৎস?

হিরণ্য। [নেপথ্য হইতে সক্রোধে] সুবাহু! কাপুরুষ! এখনও ঐ উন্মাদিনীর প্রলাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুন্‌ছ? হত্যা কর—হত্যা কর—একটুও বিলম্ব ক'রো না!

সুবাহু। [সভয়ে] ঐ শোন, জননি! আমি আজ কী সমস্যার মধ্যে পড়েছি! একদিকে তুমি স্নেহময়ী জননী—অন্যদিকে কঠোর রাজাদেশ! একদিকে তুমি গর্ভধারিণী আমার সর্ব্বসন্তাপহারিণী মা—

অন্যদিকে নির্ম্মল রাজাদেশ পালন করতে আমি নৃশংস ঘাতক রূপে তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমি এখন কি করব ? কি করব, কোন্ পথ ধরব ?

ভানু। না, পুত্র ! এ যে আমার প্রেমময় হরির রাজ্য ; এখানে হত্যা ব'লে কিছু নাই। তুলে দাও—পুত্র, এ রাজ্য হ'তে হত্যার আর্ত্তনাদ ! মুছে ফেলে দাও—পুত্র, এ প্রেমের রাজ্য থেকে হিংসার রক্তস্রোত ! ঐ যে বাঁশী বাজ্ছে—মধু ঢেলে দিচ্ছে—সুধাবৃষ্টি হচ্ছে। এখানে ত অসি নাই—কেবল বাঁশী—কেবল বাঁশী ! [কৃষ্ণ মূর্ত্তিকে কোলে লইয়া] এই যে আমার প্রেমের ঠাকুর আমার কোলে ব'সে দু'হাতে প্রেম বিতরণ করছেন !

[নেপথ্যে মাখনলাল গাহিল।]

মাখন।—

গান।

ওরে শোন্ রে আমার মোহন বাঁশী।
আকুল প্রাণে শুনলে কানে,
ছুটবে শুধু সুধারাশি ॥
কে কোথায় আছিস্ তোরা,
আয় না ছুটে আপন-হারা,
আমি খুঁজে খুঁজে হই রে সারা,
তোদের বড় ভালবাসি ॥
প্রেমে গড়া এ তিন সংসার,
প্রেমে মাখা প্রাণ যে সবার,
সবাই আমার, আমি সবার
কেন তবে রেষারেষি ॥

ভানু। ঐ শোন্—ঐ শোন্—সুবাহু ! বাঁশীতে কী গান বেজে উঠছে। আহা, তার প্রেমের সংসার—এখানে তোরা মারামারি

কাটাকাটি করিস্ নে! দে রে—তোর হাতের অসি ফেলে দে—আমার প্রেমময় হরির প্রাণে ব্যথা দিস্ নে!

সুবাহু। [বিচলিতভাবে] কি করব? কার কথা শুনব? কে ঐ বাঁশী শুনিয়ে গেল? কে ব'লে গেল—এ প্রেমের রাজ্য? আমার পিতৃহন্তার বাঁশীর সুর কি ঐ? না কোন যাদুকর দেবতার ছলনা? আমার মা কি তবে ঐ ছলনাময় কোন দেবতার ছলে ভুলে দানবীর মর্য্যাদা হারিয়ে ফেলেছেন?

হিরণ্য। [নেপথ্য হইতে] কুলাঙ্গার সুবাহু! মৃত্যুসাধ হয়েছে?

সুবাহু। ঐ বজ্র ডেকে উঠেছে! না—আর না—এইবার রাজাদেশ পালন করব—স্বহস্তে মাতৃহত্যা করব! এই দৃঢ় হাতে অসি ধরেছি। [অসি ধরিল] দাঁড়াও জননী! স্থির হ'য়ে পুত্রের সম্মুখে দাঁড়াও। পুত্রের শেষ মাতৃ-ভক্তি আজ প্রাণ ভ'রে গ্রহণ কর!

ভানু। বাঁশী শুনেও বুঝ্‌তে পার্‌লি নে?

সুবাহু। চুপ্—আর কোন কথা ব'লো না! আমি নৃশংস ঘাতক—তুমি বধ্য। চোখ মেলে থেকো না—চোখ বুজে ফেল।

ভানু। ঠাকুর! এ কি কর্‌লে? তোমার প্রেমের রাজ্যে হত্যা এনে দিলে কেন? তোমার এ শান্তির কুঞ্জে জিঘাংসার অশান্তি জ্বেলে দিলে কেন? একি লীলা তোমার, লীলাময়? একি খেলা তোমার বনমালী?

সুবাহু। [অসি উত্তোলন করিয়া হাত কাঁপিতেছিল] না—পার্‌ব না! দূর হ অসি! [দূরে নিক্ষেপ] রাজাদেশ—পিতৃব্য-নির্দেশ কিছু মান্‌ব না। চ'লে যাব এ রাজ্য ছেড়ে—এখনই—এই মুহূর্ত্তে চ'লে যাব। মা! মা! মা! আমাকে ক্ষমা কর—আমাকে ক্ষমা কর—আমি মাতৃ-হত্যা কর্‌তে উদ্যত হয়েছিলাম! ব'লে দাও—জননী! ব'লে দাও—দেবি! কি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব? ঐ যে নরক আমাকে গ্রাসের হাত বাড়িয়ে

ডাকছে! ঐ যে কালানল আমার জন্য জলন্ত শিখা তুলে দাঁড়িয়ে আছে! যাই—যাই—ঐ আমার প্রায়শ্চিত্ত—ঐ আমার শেষ আশ্রয়!

[বেগে প্রস্থান।

অসি উত্তোলিত করিয়া ক্রুদ্ধ হিরণ্যকশিপু এবং তাহাকে বাধা দিতে দিতে কয়াধুর প্রবেশ।

হিরণ্য। ছাড়—রাণি, বাধা দিয়ো না! আমি আগে ঐ উন্মাদিনীকে হত্যা কর্‌ব; তারপর সুবাহুকে অতি কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত কর্‌ব!

কয়াধু। আপাততঃ তোমাকে আমি বড়রাণীর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করতে দেবো না। তা'হ'লে তোমার কলঙ্ক রট্‌বে—শক্রপক্ষ বল্‌বে যে, মিথ্যা হিংসা ক'রেই তুমি আজ বড়রাণীকে হত্যা করেছ! সে অপবাদ—সে কলঙ্ক শুনে আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না।

হিরণ্য। একি আশ্চর্য্য কথা! আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্‌ব? আমার রাজ্যে বাস ক'রে—আমার ভ্রাতৃ-বধূ হ'য়ে—আমার নিষেধ সত্ত্বেও আমার ঐ শক্রকে পূজা কর্‌বে? আর তার প্রতিবিধান না ক'রে আমি নিঃশব্দে সহ্য ক'রে যাব? জান তুমি, আমার পুত্র প্রহ্লাদকে পর্য্যন্ত ক্ষমা কর্‌ব না?

কয়াধু। সে নিজের পুত্রকে যা করতে হয় ক'রো, তাতে দোষ হবে না; এ যে ভ্রাতৃ-বধূ, এতে অনেকে অনেক কথা কইবে; কিন্তু তারা এটা বিচার কর্‌বে না—তুমি কাদের জন্য কি কর্‌ছ! আজ হরি তোমার শক্র কাদের জন্য? কাদের জন্য তুমি এতদিন কঠোর তপস্যা ক'রে এলে?

হিরণ্য। যাক্‌, রাণি! হিরণ্যকশিপু কখনও কারও নিন্দা-অপবাদের মুখ চেয়ে তার কর্ত্তব্য পালন করে না। তবে আমার অগ্রজ-পত্নী

ব'লে এঁকে স্বহস্তে হত্যা কর্‌ব না বা কোন ঘাতকের হস্তেও হত্যা করাতে পার্‌ব না। কিন্তু আমার আদেশ—এখনিই উনি আবার স্বর্গরাজ্য ত্যাগ ক'রে বনবাস আশ্রয় করুন। যদি ঐ নাম ত্যাগ ক'রে পূর্ব্বের রাণী-গর্ব্ব নিয়ে পুনরায় রাজ্যে ফিরে আস্‌তে পারেন—আস্‌বেন, নতুবা চির নির্ব্বাসন—এখনই—এই মুহূর্ত্তে।

সহসা দূতের প্রবেশ।

দূত। বড় রাজকুমারকে খুঁজে পাওয়া গেল না, দৈত্যপতি!

হিরণ্য। আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

[দূতসহ প্রস্থান।

কয়াধু। [স্বগত] বড়রাণীকে হত্যা করতে না দিবার উদ্দেশ্য আমার, দৈত্যনাথও বুঝ্‌তে পারেন নি। হত্যা কর্‌লেই ত ফুরিয়ে গেল। তা' হ'লে তার উপরে প্রতিহিংসা দেখানো গেল কৈ? বেঁচে থাক্‌বে অথচ জ্ব'লে জ্ব'লে খাক্ হ'য়ে যাবে, তবে ত কয়াধুর প্রতিহিংসা!

ভানু। কয়াধু—দিদি আমার! যাবার সময় একটা কথা রাখ্‌বি আমার? একবারটী পিলুকে আমার কোলে এনে দে। আমি একবার জন্মের মত তাকে কোলে ক'রে আর তার মুখে সেই হরিনাম শুন্‌তে শুন্‌তে চ'লে যাব।

কয়াধু। প্রহ্লাদকে আমি কোথায় পাব? সে ত শিক্ষা-গৃহে রয়েছে। কাল রাজসভাতে তার অদৃষ্টেই বা বিচারে কি দাঁড়াবে, তা কে জানে?

ভানু। কিছুই হবে না; আমার অমন হরিবোলা পাখীর উপর কেউ কি কখনও কোন অত্যাচার কর্‌তে পারে? ভক্তবৎসল হরি যে তার সঙ্গে-সঙ্গেই আছেন, ভগিনি। একটা কথা ব'লে যাই, দেখিস্—অমন পুত্রকে যেন মা হ'য়ে তুই বিদ্বেষের চক্ষে দেখিস্ নি। প্রহ্লাদ তোর

সাধারণ ছেলে নয় ; আমার নিশ্চয় মনে হয়, এই দৈত্যকুলকে উদ্ধার কর্‌বার জন্যই অমন হরিভক্ত প্রহ্লাদ এই দৈত্য-বংশে এসে জন্ম নিয়েছে। অমন পুত্র গর্ভে ধ'রে তুইও মহাভাগ্যবতী ! তবে যাই, বোন্ ! সুবাহু বোধ হয় আগেই চ'লে গেছে। শোভা আর মহানাভ রইলেন, দেখিস্ তাদের তুই। [হাত ধরিয়া] ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—তুই চিরসুখিনী হ। তবে যাই—বোন, বিদায় ! হে কাঙালের ঠাকুর ! আজ সত্যই কাঙাল সেজেছি। এইবার যেন তোমাকে পাই। জয় হরি শ্রীহরি ! [প্রস্থান।

কয়াধু। বাঁচা গেল ! সুবাহুটাও বোধ হয় আর ফির্‌বে না। থাকল শোভা আর বুড়োটা। তারাও যে টিক্‌বে বোধ হয় না। এমন কৌশল বের্ করেছিলাম যে, নির্ব্বিঘ্নেই আমার আশা পূর্ণ হ'য়ে গেল। এইবার প্রহ্লাদকে বাঁচাতে পার্‌লে তবে সব দিক্ বজায় থাকে। যাই—

[প্রস্থান।

বেগে উন্মত্তের ন্যায় মহানাভের প্রবেশ।

মহা। ওরে কই—আমার মা কই ? আমার মা লক্ষ্মী কোথায় গেল ? কে তাড়িয়ে দিলে ? ঘরের লক্ষ্মীকে কে ঘর ছাড়া ক'রে দিলে রে ? হায়—হায়—হায় ! আজ সত্যসত্যই রাজ্য লক্ষ্মী-ছাড়া হয়েছে ! কি কর্‌লি, রাজা ? কি সর্ব্বনাশ কর্‌লি ? লক্ষ্মী-ছাড়া রাজ্য যে তোর শ্মশান হ'য়ে যাবে ! তবে আর আমি থাকি কেন ? এতদিন যার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, সেই মা-ই যখন চ'লে গেল, তখন আর এ ছেলে কার মুখ চেয়ে থাকবে ? যাই—আমিও যাই। দেখি, কোন্ পথে—কোন্ দিকে কোথায় লক্ষ্মী মা আমার চ'লে গেল।

[বেগে প্রস্থানোদ্যত, তৎক্ষণাৎ শোভা আসিয়া দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল]

শোভা। দাদা মশায় ! দাদা মশায় ! আমাকে কার কাছে রেখে যাচ্ছ, দাদা মশায় ?

মহা। কার কাছে ? আর কার কাছে ! দস্যুদের কাছে—জল্লাদের কাছে—যারা আমার দাদামণিকে তাড়িয়েছে—যারা আমার মা-লক্ষ্মীকে গৃহ-ছাড়া করেছে !

শোভা। তবে আমাকে ফেলে যেয়ো না, দাদা মশায় ! আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে চল। আমি মা-ছাড়া, দাদা-ছাড়া হ'য়ে এ শূন্যপুরীতে কিছুতেই থাক্‌ব না !

মহা। থাক্‌বি না ? তবে চল্—লক্ষ্মীর ভাঁড়ার তুলে নিয়ে যাই। থাক্ প'ড়ে পোড়া শ্মশান। থাক্ প'ড়ে সেই শ্মশানে প্রেতের তাণ্ডব নৃত্য ! থাক্ প'ড়ে সেই শ্মশানের অন্ধকারে পিশাচের হৈ হৈ রব ! কিন্তু—কিন্তু আমার দাদু ? আমার দাদুমণি পিলু ? সে যে এই শ্মশানে প'ড়ে রইল ? না রে না—তার জন্য ভয় নাই—তার জন্য চিন্তা নাই ! তার রক্ষা কর্‌বার রক্ষক আছে। সে তার আশ্রয়কে বেঁধে নিয়েছে। তার জন্য কোন চিন্তা কর্‌বার আর দরকার হবে না। এখন আয়, দিদি আমার ! আজ তোদের নিজের ঘর হ'তে চোরের মত পালিয়ে চ'লে আয় !

শোভা। তাই চল, দাদা মশায় ! মা একা একা চ'লে গেছে ?

মহা। ওরে সাধ ক'রে চ'লে যায় নি রে—সাধ ক'রে চ'লে যায় নি ; তাকে দস্যুতে জোর ক'রে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে ! কোথা আছ, বাবা হিরণাক্ষ ! আজ একবার চেয়ে দেখ—তোমার ঘরের লক্ষ্মী আজ কেমন ক'রে ঘর-ছাড়া হ'ল !

শোভা। কেঁদো না, দাদা মশায় ! চল যাই।

[মহামাত্যের হাত ধরিয়া প্রস্থান।

উন্মাদ আসিয়া গাহিল।

উন্মাদ।—

গান।

গেল—সব গেল রে সব
গেল রে এবার
দেখ্‌তে দেখ্‌তে ভেঙে গেল রে
হায় চাঁদের বাজার।
আজ রাজলক্ষ্মী চ'লে গেল রাজপুরী ছেড়ে,
সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর চেলা সব গেল রে স'রে,
হায় রে শ্মশান হ'ল শ্মশান হ'ল,
বিপুল শোকের অন্ধকার॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

নিভৃত-কক্ষ

বিরক্তভাবে হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ

হিরণ্য। যাক্—সব যাক্! সুবাহু গেছে—তার জননী গেছে—মহানাভ গেছেন—শোভা গেছে, এদিকে একরূপ নিঃশেষ; এদিকেও আরম্ভ ক'রে দিলাম। প্রহ্লাদকে ঘাতকের হস্তে দিয়ে এসেছি, এখনই তার ছিন্নমুণ্ডসহ ঘাতক এসে উপস্থিত হবে। ও পক্ষে কেবল নির্ব্বাসন, আর এ পক্ষে প্রাণ-বিসর্জ্জন। কি আশ্চর্য্য! যাকে বধ করবার জন্য কঠোর তপস্যা ক'রে এলাম, যার নাম পর্য্যন্ত করা আমার রাজ্যমধ্যে

নিষেধ, আমার গৃহমধ্যে আমারই পুত্র—আমারই জ্যেষ্ঠ-জায়া সেই নামে উন্মত্ত! এ হ'তে গ্লানি—এ হ'তে পরিতাপের বিষয় আর কি আছে? সামান্য দুগ্ধপোষ্য শিশু—নিজের পুত্র—কিছুতেই তাকে ঐ শত্রু-নাম ছাড়াতে পার্‌লাম না! শেষে তাকে আজ প্রাণনাশের আদেশ দিতে হ'ল? তবে একি দেব-চক্রান্ত? নির্ব্বিষ ভুজঙ্গ বাসব! তাই যদি হয়—তা'হ'লে এমন বিষাগ্নি জ্বালিয়ে তুল্‌ব, যাতে তোমাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সংসার হ'তে মুছে যাবে। শুধু স্বর্গ-বিতাড়িত ক'রে তোমাদের ক্ষান্ত হয়েছি; কিন্তু এর পর অত্যাচারের চরম দেখিয়ে ছাড়্‌ব! [উত্তেজনা প্রদর্শন]

হাস্যমুখে নারদের প্রবেশ।

নারদ। জয় হোক্, দৈত্যপতির!

হিরণ্য। আসুন—দেবর্ষি, বেশ হয়েছে! আমিও মনে কর্‌ছিলাম—এ সময়ে একবার সাক্ষাৎ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

নারদ। আমাকেও দৈত্যপতির প্রয়োজন হয়?

হিরণ্য। হাঁ, নিতান্ত প্রয়োজন হয়েছে।

নারদ। দৈত্যপতির সঙ্গে আমারও অনেকদিন সাক্ষাৎ হয় নি। মনে করেছিলাম যে, তপস্যায় যখন সিদ্ধিলাভ ঘটেছে, তখন দৈত্যপতিকে সশস্ত্র বৈকুণ্ঠ-দ্বারেই একেবারে দেখ্‌তে পাব; কিন্তু বিলম্ব হওয়াতে সন্দিগ্ধ মনেই আজ চ'লে এসেছি—এরূপ বিলম্বের হেতুটা জান্‌তে। কারণ ক্রুদ্ধ সিংহ কখনও তার চিরশত্রু নিষাদকে আক্রমণ না ক'রে গুহামধ্যে নিশ্চিন্ত ভাবে নিশ্চেষ্ট থাক্‌তে পারে না।

হিরণ্য। হাঁ, সিংহকে তার শত্রুবধে নিশ্চেষ্ট থাক্‌তে হয়েছে। আজ তার ঘরের মধ্যে আগুন জ্ব'লে উঠেছে। আগে সেই অনল নির্ব্বাণ কর্‌তেই সে এখন ব্যস্ত।

নারদ। বড় যে বিস্ময়ের কথা!

হিরণ্য। হাঁ, বিস্ময়ের কথাই বটে! যা একেবারেই অসম্ভব—যা আমার স্বপ্নের অগোচর, আজ তাই আমার নিজের গৃহেই ঘ'টে যাচ্ছে! আমারই নিষিদ্ধ হরিনামে আজ আমার রাজ-প্রাসাদ মুখরিত। এ হরি-ভক্ত কারা জানেন? আমারই অগ্রজ-পত্নী আর আমার কনিষ্ঠ পুত্র বালক প্রহ্লাদ! এ মন্ত্রের শিক্ষাদাত্রী ঐ অগ্রজ-পত্নী—প্রহ্লাদ তারই শিষ্য। ভাবুন একবার, দেবর্ষি! যার স্বামী-হন্তা বরাহরূপী স্বয়ং বৈকুণ্ঠপতি, তাঁর নামই আজ সেই হিরণ্যাক্ষ-মহিষী ভানুমতীর ইষ্টমন্ত্র! এ হ'তে বিস্ময়কর আর কিছু আছে?

নারদ। কী ভয়ানক কথা! কি ব্যবস্থা কর্‌ছেন তার?

হিরণ্য। অগ্রজ-পত্নীকে নির্ব্বাসিত করেছি। আর প্রহ্লাদকে এইমাত্র ঘাতকের হস্তে সমর্পণ ক'রে এলাম। এখনই তার ছিন্নমস্তক দেখ্‌তে পাবেন।

শূন্যহস্তে সভয়ে ঘাতকের প্রবেশ।

[সবিস্ময়ে এবং সক্রোধে] একি! শূন্যহস্তে?

ঘাতক। আজ্ঞে, রাজপুত্রকে হত্যা কর্‌তে পারি নি।

হিরণ্য। পার নি! অর্থ? শক্তিতে কুলায় নি—না অস্ত্র শাণিত ছিল না? কোন্‌টা?

ঘাতক। না—দৈত্যপতি, তা নয়!

হিরণ্য। কেউ বাধা দিলে? মহিষী কি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন?

ঘাতক। না, দৈত্যপতি!

হিরণ্য। তবে কি?

ঘাতক। নগরপালের সমক্ষে কুমারকে দাঁড় করিয়ে খাঁড়া দিয়ে আমি

যতবারই আঘাত করেছি, ততবারই খাঁড়া যেন কঠিন পাথরে আঘাত পেয়ে ঠিকরে গেছে।

হিরণ্য। কুমার তখন কি কর্‌ছিল?

ঘাতক। হাত জোড় ক'রে, চোখ বুজে সেই নাম কর্‌ছিলেন।

হিরণ্য। একি সম্ভব?

নারদ। না—দৈত্যপতি, অসম্ভব নয়। সেই হরিই এসেই কুমারকে রক্ষা করেছেন।

হিরণ্য। সেখানে কুমারকে রক্ষা কর্‌তে কোন দেবতা এসেছিল?

ঘাতক। না, দৈত্যনাথ! কাউকেই দেখ্‌তে পাই নি।

নারদ। দেখ্‌তে ত পাবে না। হরি যে অদৃশ্যভাবেই কুমারের সর্ব্বাঙ্গে প্রস্তরের বর্ম্ম রূপেই আচ্ছাদিত ক'রে রেখেছিলেন।

হিরণ্য। [ঘাতকের প্রতি] যা - দূর হ'!

[ঘাতকের প্রস্থান।

প্রতিহারি!

প্রতিহারীর প্রবেশ।

এখনই হস্তিপালকে আমার আদেশ জ্ঞাপন কর যে, অবিলম্বে প্রহ্লাদকে দুর্দ্দান্ত মদমত্ত বারণের পদতলে নিক্ষেপ ক'রে হত্যা করে। যাও—এখনই।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

নেপথ্যে দৈব গাহিল]

ব।—

গান।

সে কি মর্‌বার ছেলে।
তার কি মরণ হয় রে—
মরণ-বারণ হরির চরণ পেলে।

হাতে পেয়েও চিন্‌লে না হায়,
সে যে কি রতন,
চিন্‌লে পরে করে কি রে,
হেন অযতন,
কাচ ব'লে কাঞ্চনে হায় রে,
আপন হাতে দেয় ফেলে ॥

হিরণ্য। কে ওটা ?

নারদ। ভবিষ্যদ্বক্তা দৈব।

দৈব।— [পূর্ব্ব গীতাবশেষ]

দৈব-বশে দৈব এসে
খাঁটি কথা বলে,
ঘোর দুর্দ্দৈব নইলে কি সে
দৈবে অবহেলে ;
এই দৈবের কথা হয় না বৃথা,
বুঝ্‌বে সেই দিন এলে ॥

[অন্তর্দ্ধান।

হিরণ্য। আমি আজ এই কথাটাই জান্‌তে চেয়েছিলাম দেবর্ষির কাছে যে এই যে, সব দুর্দ্দৈব এসে উপস্থিত হচ্ছে, এ সবের মধ্যে দেবতাদের চক্রান্ত আছে কিনা ? নতুবা আমার নিষেধ সত্ত্বেও আমার গৃহের রমণী —আমার গৃহের শিশু আমার শত্রুর নাম এমন নির্ভয়ে কর্‌তে পারে কোন্ সাহসে ?

নারদ। দেবতাদের নাই বটে, তবে দেবতাদের যিনি দেবতা—তাঁর চক্রান্ত সম্পূর্ণ ভাবেই আছে, দৈত্যনাথ !

হিরণ্য। কে সে ? দেবরাজ বাসব ? স্বর্গ-বিজয় কালে যার নিঃসহায়া শচীকে দেবর্ষির অনুরোধে হরণ না ক'রে পরিত্যাগ

করেছিলাম? ওঃ কি ভুল সেইখানেই ক'রে ফেলেছিলাম! উচিত ছিল আমার—সেই সময়ে শচীকে বন্দিনী করা। তা' হ'লে আজ নির্লজ্জ বাসব এ সব চক্রান্ত করতে কিছুতেই সাহসী হ'ত না।

নারদ। না, দৈত্যপতি! বাসব এ সম্বন্ধে কোন চক্রান্তই করেন নাই।

হিরণ্য। তবে দেবতাদের দেবতা ব'লে কাকে লক্ষ্য করছেন, দেবর্ষি?

নারদ। দেবতাদের দেবতা—সেই আপনার পরম শত্রু বৈকুণ্ঠ-পতি নারায়ণ। তার এক নাম চক্রী। সেই চক্রী ভিন্ন অন্য কোন দেবতাই দৈত্যপতির বিরুদ্ধে এরূপ চক্রান্ত করতে সাহস পায় না।

হিরণ্য। আচ্ছা, এইবার দেখ্‌ব তাকে—সে কত বড় ধূর্ত্ত আর কত বড় চক্রী! এইবার প্রহ্লাদের নিঃশেষ-বার্ত্তা এলেই নিজের গৃহ-বিপ্লব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি! তার পরই যুদ্ধ-যাত্রা!

হস্তি-পালক সহ গীতকণ্ঠে প্রহ্লাদের প্রবেশ।

প্রহ্লাদ।—

গান।

হে ভুবন-মোহন হৃদয়-রঞ্জন।
মরণ ভয়-বারণ মম মানস-মোহন॥
দেহি পদ-পল্লব, শ্রীরাধা-বল্লভ,
(আমি শরণ লয়েছি)
(ওই অভয় পদে তব)
(আমি তোমা বিনা জানি না হে)
(আমায় চরণ-ছাড়া ক'রো না হে)
হে মুকুন্দ সচ্চিদানন্দ আনন্দ-দায়ন॥

হিরণ্য। [সবিস্ময়ে] একি ! কেমন ক'রে মত্ত-বারণ-পদতল হ'তে এ রক্ষা পেলে ?

হস্তি-পালক। দৈত্যনাথ ! আশ্চর্য্য ব্যাপার ! কুমারকে আমি স্বহস্তে সেই দুর্দ্দান্ত হস্তীর পায়ের তলায় নিক্ষেপ করেছিলাম ; কিন্তু নিক্ষেপ কর্‌বামাত্রেই সেই দুরন্ত বারণ কুমারকে শুণ্ডের দ্বারা ধ'রে নিজের মস্তকের উপর বসালে ! আর কুমারের মুখের সেই নাম শুন্‌তে লাগ্‌ল আর আনন্দে নৃত্য কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে !

হিরণ্য। [প্রহ্লাদকে] বল্‌, কিরূপে মত্ত মাতঙ্গকে মুগ্ধ কর্‌লি ?

প্রহ্লাদ। [সুরে] হরিনামে এত গুণ কহিতে না পারি।
যে নামেতে মুগ্ধ হয় মদমত্ত করী ॥
একবার প্রাণ খুলে বল হরিবোল।
ঘুচে যাবে সব দ্বন্দ্ব সব গণ্ডগোল ॥

হিরণ্য। দাঁড়া তবে—আজ তোকে স্বহস্তেই সংহার করব। দেখি, কেমন ক'রে তোর হরি এসে তোকে রক্ষা করে ! [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

তৎক্ষণাৎ গীতকণ্ঠে বালক-মূর্ত্তিতে কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।—

গান।

ওগো রাখ—রাখ—রাখ,
যেরো না—মেরো না—মেরো না।
পিতা হ'য়ে পুত্র-হত্যা ওগো,
ক'রো না—ক'রো না—ক'রো না ॥
ছিঃ—ছিঃ—নাই কি গো দয়া মায়া,
পিতা পুত্রে একই আত্মা শুধু দুটী কায়া ;
কেন তবে এত কঠোর হওয়া ;—
কলঙ্কে কিন্‌ ভ'রো না—ভ'রো না ॥

এখন দাও-দেখি এই অসি ছেড়ে,
এই নিলাম আমি নিজেই কেড়ে, [তথাকরণ]
এসো না আমায় মারতে তেড়ে,
প্রাণটী আমার হ'য়ো না— হ'য়ো না—হ'য়ো না ॥

হিরণ্য। [বালকের স্পর্শে কেমন যেন শিথিল হইয়া গিয়া অসি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন] কি আশ্চর্য্য, দেবর্ষি! এই বালক আমাকে কেমন যেন মুহূর্ত্তের জন্য বিহ্বল ক'রে তুলেছিল। নতুবা আমার মুষ্টিবদ্ধ দৃঢ় অসি খসিয়ে নিতে পারে, এমন বীর এই ত্রিভুবনে কে আছে ?

নারদ। [সহাস্যে] হাঁ, তা ত নিশ্চয়ই !

হিরণ্য। কে তুই বালক ?

বালক। আমি প্রহ্লাদের একজন প্রাণের সখা।

হিরণ্য। এত সাহস হ'ল তোমার যে, আমার হাত থেকে অসি খসিয়ে নিতে এস ?

বালক। নিলামই যখন, তখন আর সে কথায় ফল কি, মহারাজ ?

হিরণ্য। [সক্রোধে] এখনই এ দুঃসাহসের ফল তোমায় দিচ্ছি।

বালক। আমরা ছেলেমানুষ, আমাদের ওপর এরূপ রাগ করলে মহারাজেরই যে তাতে দুর্নাম হবে ? ছিঃ—তা করবেন না, মহারাজ !

হিরণ্য। স্তব্ধ হও, বাচাল বালক !

বালক। বাবা! আপনার রক্তচক্ষু দেখলে যে, পেটের পিলে চমকে যায়, মহারাজ !

হিরণ্য। এখনই দূর হও এখান থেকে !

বালক। এস, প্রহ্লাদ! পালিয়ে এস। [প্রহ্লাদের হস্ত ধরিয়া যাইতে যাইতে] এই দেখুন, মহারাজ!—"রাখে কৃষ্ণ মারে কে ?"

[প্রহ্লাদকে লইয়া প্রস্থান।

হিরণ্য। [সক্রোধে উঠিয়া] কে? কে? কে এই নির্ভীক্ বালক?

নারদ। মহারাজ! চিন্‌তে পারেন নি? ঐ সেই তোমার ভ্রাতৃ-হন্তা স্বয়ং নারায়ণ।

হিরণ্য। য়্যাঁ! য়্যাঁ! ধর্—ধর্—ধর্ তবে—

[অসি উত্তোলন করিয়া বেগে প্রস্থান।

তৎপশ্চাৎ হস্তি-পালকের প্রস্থান।

নারদ। হা ভ্রান্তবুদ্ধি হিরণ্যকশিপু! বৃথা চেষ্টা।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

নন্দন-কানন

হ্রাদ ও ঘণ্টাকর্ণের প্রবেশ

হ্রাদ। যা হোক্, সখা! তোমাকে যে আর দেখ্‌তে পাব, এরূপ আশা ছিল না।

ঘণ্টা। আমারও আশা ছিল না যে, যুবরাজকে আর এমন সশরীরে দেখ্‌তে পাব।

হ্রাদ। সেনাপতিটে যে এরূপ কাণ্ড ঘটাবে, তাত কখনও স্বপ্নেও ভাবি নি, সখা!

ঘণ্টা। কেন—সখা, সেনাপতির কৃতজ্ঞতা দেখানটা যে মস্ত একটা বিশেষত্ব, তা'ত আমি তোমায় বরাবরই ব'লে এসেছি।

হ্রাদ। যাক্, যা হবার তা হয়েছে! এখন ওদিক্‌কার কথা সব শুনেছ ত?

ঘণ্টা। বড় তরফের ?

হ্লাদ। হাঁ, একেবারে ঝাড় সমেত বিসর্জ্জন!

ঘণ্টা। এটা তোমার জননী দেবীর কৌশলে বোধ হয় ?

হ্লাদ। তা নয় ত কি ?

ঘণ্টা। কিন্তু তোমার মাথায় রাজ-মুকুট ওঠাতে পার্‌লেন না ত ?

হ্লাদ। সেটা ক্রমশঃ।

ঘণ্টা। দেখ—একটু ধৈর্য্য ধ'রে থাক—সবুরে মেওয়া ফলে! তবে—

হ্লাদ। তবে কি ?

ঘণ্টা। তবে দেখে যেতে পারি কি না।

হ্লাদ। মা বলেছে, পিতা শীঘ্রই নাকি বৈকুণ্ঠপতির সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে বৈকুণ্ঠ-যাত্রা কর্‌ছেন।

ঘণ্টা। [বিস্ময়ের ভাণ দেখাইয়া] বল কি ? সশরীরে ?

হ্লাদ। তার মানে ?

ঘণ্টা। বৈকুণ্ঠে কেউ সশরীরে যেতে পারে না কি না।

হ্লাদ। কি ভাবে যায় ?

ঘণ্টা। এই বৈকুণ্ঠনাথের কৃপা হ'লে তিনি স্বহস্তেই এই ভৌতিক দেহটা ছাড়িয়ে ফেলে দিয়ে, সূক্ষ্মদেহটাকে তাঁর বৈকুণ্ঠধামে নিয়ে যান্।

হ্লাদ। আরে, বৈকুণ্ঠনাথ যে, পিতার একজন পরম শত্রু; তার কৃপাই বা পিতা চাইতে যাবেন কেন ? আর সে-ই বা কৃপা কর্‌বে কেন ?

ঘণ্টা। কৃপা চাইতে হবে না—তিনি আপনিই এসে কৃপা ক'রে থাকেন।

হ্লাদ। সে—যারা তার ভক্ত, তাদের কর্‌তে পারে; এ যে শত্রুতা সম্বন্ধ!

ঘণ্টা। ঐ শত্রুতা সম্বন্ধ থাক্‌লেই খুব শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর হয়। যেমন তোমার জ্যাঠা মশায়ের হ'ল না ?

হ্রাদ। কি যে হেঁয়ালীর মত বল ছাই, বোঝা যায় না।

। হাঁ, ঝা একটু শক্তই বটে !

হ্রাদ। দূগে ও সব বাজে কথা !

ঘণ্টা। এখন তা' হ'লে একটু কাজের কথা হবে না কি ? শ্রীমতীদের সংবাদ দেওয়া আছে ত ?

হ্রাদ। ঐ যে আস্‌ছে।

অপ্সরাগণের প্রবেশ।

অপ্সরাগণ।—

গান।

আকুল প্রাণে ব্যাকুল মনে,
এসেছি সখা ছুটিয়া।
সরম ভরম সব গো
গিয়েছে মোদের লুটিয়া॥
বহুদিন পরে তব সনে দেখা,
কেমন আছ ত ভাল—আছ ত ভাল হে সখা,
ছিল তোমারি ছবিটি হৃদয়ে আঁকা,
যাই নি ক মোরা পাসরিয়া॥
তোমারি বিরহ অহরহঃ হৃদে জ্বলেছে,
তব দরশনে সে অনল সখা,
আজি গো শীতল হয়েছে ;
এবার, রাখি চোখে চোখে মিশি বুকে বুকে
রহিব—দিব না ছাড়িয়া॥

ঘণ্টা। দেখেছ—সখা, এ[illegible] তোমার বিরহে বিরহিণীরা

একেবারে পুড়ে-পুড়ে বেগুন ভাজা হ'য়ে রয়েছে! বিরহও কি যেমন তেমন? আচ্ছা—বিধুমুখীরা! এইবার একখানা খুব ভাজা গোছের লাগাও।

হ্রাদ। [জনান্তিকে] লাগাবে ত, কিন্তু পিতা জান্‌তে পার্‌লে সব মাটি হ'য়ে যাবে! অনেক চেষ্টা ক'রে তবে আজ এই নন্দন-বন-মুখো হ'তে পেরেছি।

ঘণ্টা। [জনান্তিকে] কোন চিন্তা নাই—দৈত্যরাজ এখন বৈকুণ্ঠ যাত্রার যাত্রী সেজে ব'সে রয়েছেন, এদিকে নজর রাখ্‌বার ফুর্‌সুৎ তাঁর কোথায়? লাগাও সুন্দরীরা!

অপ্সরাগণ।—

গান।

বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না,
পিরীতির এমন রীতি।
চোখে চোখে লাজ, বুকে হানে বাজ,
কাজ কি ক'রে সে পিরীতি॥
ওলোট্‌-পালট্‌ প্রাণের ভিতর,
আর বইতে যেন চায় না গতর,
সাম্‌নে রেখে প্রেমের সাগর,
তবু তৃষায় ফাটে বুকের ছাতি॥
চল চল মোদের নবীন যৌবন,
ঢ'লে পড়ি ফোটা ফুলের মতন,
পিয়ে মধু ছুটবে বঁধু—ওলো,
পুরুষ যে সব তোম্‌রার জাতি॥

[সকলের প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজসভা

চঞ্চলচিত্ত হিরণ্যকশিপু ও মন্ত্রী সুভদ্র আসীন। প্রতিহারী দূরে অপেক্ষা করিতেছিল।

হিরণ্য। কহ, মন্ত্রি! কিবা সুমন্ত্রণা?
অস্ত্রাঘাতে, হস্তি-পদতলে
না মরিল দুর্ব্বৃত্ত প্রহ্লাদ।
মায়াবী সেই বৈকুণ্ঠের পতি—
মায়া-বলে রক্ষা করে তারে;
এ হ'তে কি আছে গ্লানি আর?
এত যে কঠোর তপ করি—
লভিলাম সর্ব্বজয়ী বর,
কিবা ফল হইল তাহাতে?

মন্ত্রী। একমাত্র মিনতি আমার,
পুত্রপ্রতি বিদ্বেষ ত্যজিয়া,
বরঞ্চ বৈকুণ্ঠ জয়ে করুন মনন

হিরণ্য। না, মন্ত্রি!
আগে গৃহ-অরি নাশ,
তার পর হরি-নাশে হবে যাত্রা মোর।

এখন কি উপায়ে
পারি আগে প্রহ্লাদে নাশিতে,
সেই যুক্তি করহ সুস্থির।
অস্থির মস্তিষ্ক মোর—
স্থিরভাবে না পারি চিন্তিতে।

মন্ত্রী। মহারাজ!
ক্ষমিবেন অপরাধ মোর;
কুমার নাশের যুক্তি আসে না আমার!

হিরণ্য। আচ্ছা, কাজ নাই—
চাহি না তোমার যুক্তি;
এইবার সর্পাঘাতে নাশিব প্রহ্লাদে।
প্রতিহারি! যাও ত্বরা—
তীব্র বিষ কালসর্প সহ
আনহ চণ্ডালে হেথা।

[অভিবাদনান্তে প্রতিহারীর প্রস্থান।

বটুকাচার্য্য ও ভৈরবাচার্য্যের প্রবেশ।

[ভৈরবাচার্য্য ভয়ে দুর্গানাম জপ করিতেছিলেন।]

হিরণ্য। এই যে—এসেছ তোমরা? তোমাদের কঠোর শাস্তির কথা তোমরা শুনেছ বোধ হয়?

ভৈরব। [সরোদনে করজোড়ে] দোহাই মহারাজ! গরীব ব্রাহ্মণ দুটীকে এইবার রক্ষা করুন।

হিরণ্য। না—কখনই না! তোমরা সপ্তাহের মধ্যে প্রহ্লাদকে হরিনাম ত্যাগ করাতে পার্‌বে ব'লে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, তা পার নাই;

বরং এই বটুকাচার্য্য আর এঁর পত্নী সেই প্রহ্লাদের সঙ্গে-সঙ্গেই সেই নামই কীর্ত্তন করেছেন। আমি এ সংবাদও রাখি। হিরণ্যকশিপুর রাজ্যে বাস ক'রে, দীন ব্রাহ্মণ যে, তার বজ্রাদেশ লঙ্ঘন কর্‌বার স্পর্দ্ধা রাখ্‌তে পারে, এ আমার ধারণার সম্পূর্ণ অন্যরূপ !

বটুক। আহা, বড় মধুর—বড় মধুর—বড় মধুর—মহারাজ, সে নাম! ধন্য পুত্রলাভ করেছিলেন, দৈত্যনাথ! দৈত্যকুলে এমন পরম ভাগবত আর কখনও জন্মগ্রহণ করেন নি।

ভৈরব। [হিরণ্যকশিপুকে ক্রোধে কাঁপিতে দেখিয়া] মাথা খারাপ—মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে দাদার! এখন দৈত্যরাজ ক্ষমা না কর্‌লে আর এ গরীবদের কোন উপায় নাই।

বটুক। মহারাজ! হরিনামে যে এত মধু—

ভৈরব। [বাধা দিয়া] আহা—আহা—কথা ক'য়ো না—কথা কয়ো না—মাথা খারাপ—মাথা খারাপ তোমার !

বটুক। [নিজভাবে তন্ময় হইয়া] আহা-হা রে !

"কৃষ্ণে ভক্তি কৃষ্ণে রতি কৃষ্ণে প্রেম ভাব।"

ভৈরব। [বাধা দিয়া] আহা-হা! মাথা খারাপ—মাথা খারাপ—মাথা খারাপ !

হিরণ্য। [বটুকের প্রতি] ভয় হচ্ছে না মনে—হিরণ্যকশিপুর কথা শুনে? আতঙ্ক আস্‌ছে না প্রাণে—কালান্তক যম হিরণ্যকশিপুর আরক্ত চক্ষু দেখে ?

বটুক। ভয়? আতঙ্ক? শ্রীকৃষ্ণের রাজ্যে ত সে কথা নাই, দৈত্যরাজ ?

ভৈরব। [বাধা দিয়া] আহা-হা, মাথা খারাপ--মাথা খারাপ !

হিরণ্য। এই—কে আছিস্ এখানে ?

তৎক্ষণাৎ নগরপালের প্রবেশ।

যা, এই ব্রাহ্মণকে নিয়ে কঠিন শৃঙ্খলে বেঁধে কারাগারে রক্ষা কর্ গে।

ভৈরব। [করযোড়ে] দৈত্যপতি! মাথা খারাপ—মাথা খারাপ—দাদার আমার মাথা খারাপ!

[নগরপাল বটুককে বন্ধন করিল]

বটুক। নারায়ণ! কি লীলা দেখাচ্ছ? কি খেলা খেল্‌ছ?

ভৈরব। দেখ্‌ছেন, মহারাজ! একদম মাথা খারাপ—মাথা খারাপ!

হিরণ্য। যা—নিয়ে যা।

[বটুককে লইয়া নগরপালের প্রস্থান।

ভৈরব। মাথা খারাপ—মাথা খারাপ!

[পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান।

অন্যপথে প্রতিহারী সহ বেদিনীবালিকা বেশে সাপের ঝাঁপি কক্ষে গীতকণ্ঠে লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী।—

গান

হুজুর, নয়া নয়া সাপ।

তৎক্ষণাৎ বেদের বালকবেশে সাপের ঝাঁপি মস্তকে গীতকণ্ঠে কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।— ঢোঁড়া বোড়া নেই ত হুজুর,
হামার সাপের দেখো কেত্তা দাপ্।।

লক্ষ্মী।— ও দুষ্ট ছোঁড়া, ঢোঁড়া বোড়া?
দেখ্ না চাহিয়ে,

কেতো দুধরাজ পাত্তরাজ এইসা সাপ,
হুজুর তু বিচার করিয়ে ;

কৃষ্ণ।— এই ঝাঁপিভরা কেউটে গোখ্‌রা,
নামেই হুজুর পরাণে ওঠে কাঁপ ॥

লক্ষ্মী।— শুন্‌ ফোঁস্‌—ফোঁস্‌—ফোঁস্‌—ফোঁস,

কৃষ্ণ।— খুড়ি ছুঁড়ী, রোস্‌—রোস্‌—রোস্‌,
এই হরেক রকম দেখ্‌না হরদম্‌
কিসের এত জাঁক্‌ ;

লক্ষ্মী।— হুজুর, দেখো ও কেলে ছোঁড়া দুষ্‌মণ মেরা
বোড়ো বেইমান্‌ বেখাপ্‌।

লক্ষ্মী। হুজুর, এ কেলে ছেঁড়ো বোড়ো দুষ্টু আছে—বোড়ো সয়তান আছে! উহার ঝাঁপি খালি ঢোঁড়া-বোড়া দিয়ে ভর্‌তি করিয়ে এনিয়েছে।

কৃষ্ণ। হুজুর! বিচার করিয়ে। মালিক! বিচার করিয়ে; ও সয়তানী ছুঁড়ীর ঝাঁপিমে একোবি জ্যান্ত সাপ না আছে। ও কুথা পাবে? বোড়ো বোড়ো পাহাড়ের ওপর ও ত উঠ্‌তে নারে।

লক্ষ্মী। কি কহিস্‌ রে দুষ্টু, সয়তান্‌? হামি পাহাড় মে উঠ্‌তে নারি? হারে! কৈলাস পাহাড় যে, হামার বাপের বাড়ী আছে; আর কহিছিস্‌ যে, হামার সাপের দাঁত্‌মে বিষ না আছে? আর তুহার সাপের দাঁত্‌মে বিষ আছে? আরে! হামার বাপের গলামে কেত্তো কাল্‌সাপ জড়ানো থাকে—সে তু জানিস্‌? আর তুঁকি কখনো সাপ দেখিয়েছিস্‌?

কৃষ্ণ। মালিক! শুনিয়ে; ও দুষ্টু ছুঁড়ী কি বোলে—উহার বাপের গলায় সাপ জড়ানো আছে। লেকেন্‌ হামি যে, সাপের মাথায় চড়িয়ে নাচ্‌না করি, সাগোর জলে অনন্ত সাপ্‌কে বিস্তারা করিয়ে সেথায় ঘুম কোরিয়ে থাকি; আর উ কি না বোলে যে, হামি সাপ কুথায় পাব?

গান

হামি সাপের মাথায় চড়ি।

লক্ষ্মী।— কেত্তো পাহাড়িয়া সাপ বাপ রে বাপ,
আছে হামার বাপের বাড়ী ॥

কৃষ্ণ।— হামি সাপের মাথা বালিস করি,

লক্ষ্মী।— হামি সাপের মুখে চুমকুড়ি মারি,

কৃষ্ণ।— হামার টাটকা বিষে ভর্‌ত্তি কেত্তো
বোড়ো বোড়ো হাঁড়ী ॥

লক্ষ্মী।— হামি বেদিয়ার ঝিয়ারী,

কৃষ্ণ।— হামি বিষের বেপারী,

লক্ষ্মী।— হামি বিষ ঢালিয়ে যাই চলিয়ে,
হুজুর, লি নে কো কৌড়ি ॥

হিরণ্য। যাও, নগরপাল! এদের দুজনকে এখনই মশানে নিয়ে যাও! প্রহ্লাদের সর্ব্বাঙ্গে যাতে সাপে দংশন করে, তার ব্যবস্থা করবে। সাবধান! আদেশ তিল মাত্র যেন লঙ্ঘন না হয়।

[নগরপাল সহ ছদ্মবেশী কৃষ্ণ ও লক্ষ্মীর প্রস্থান।

মনে হয় না কি, সুভদ্র! এইবারেই প্রহ্লাদের প্রাণান্ত হবে?

মন্ত্রী। ঐ সাপুড়ে বালক আর বালিকাটীকে আমার সন্দেহ হয়, দৈত্যনাথ।

হিরণ্য। কি সন্দেহ হয়?

মন্ত্রী। ওদের পরস্পর কথার ভাবে বোধ হয় যেন, ওরা দুটী কোন ছদ্মবেশী বালক-বালিকা।

হিরণ্য। কই, সে কথা ত তুমি আগে বললে না?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, মনে হয়েছিল বলি, কিন্তু মুখ দিয়ে ভাষা বেরুলো না।

হিরণ্য। তার মানে কি? মন্ত্রীর রসনাকে কি কেউ চেপে ধরেছিল? আশ্চর্য্য তোমাদের কথা! আমি দেখ্‌ছি যে, আমার দানব-রাজ্যটা ক্রমশঃ দৈববাদী হ'য়ে দাঁড়াল। হেঁয়ালী ত মন্দ নয়? নিজের মুখে নিজে কথা বল্‌বে, তাতেও স্বাধীনতা নাই? চমৎকার— মন্ত্রি, চমৎকার! ঐ বালক-বালিকা দুটীকে কি ব'লে মনে হয় তোমার?

মন্ত্রী। নারায়ণ আর লক্ষ্মী ব'লে মনে হয়।

হিরণ্য। শেষে কিনা তোমাদের বৈকুণ্ঠের পতি লক্ষ্মীকে নিয়ে সাপুড়ে সেজে অভিনয় দেখাতে এল?

মন্ত্রী। আজ্ঞে, বরাহ-মূর্ত্তি ত ঐ নারায়ণই ধ'রে এসেছিলেন।

হিরণ্য। এবারে একেবারে সস্ত্রীক?

ভয়ে কম্পমান নগরপালের প্রবেশ।

কাজ শেষ?

নগরপাল। না, মহারাজ! কুমার বেঁচে আছেন।

হিরণ্য। [বিস্ময় ও বিরক্তিভরে] সর্প-দংশনেও মৃত্যু হ'ল না!

নগরপাল। না, দৈত্যনাথ!

হিরণ্য। বিষাক্ত সর্পে দংশন করেছিল?

নগরপাল। আজ্ঞে, কেউটে আর গোখ্‌রো। কিন্তু কুমারকে দংশন না ক'রে তাঁর পায়ের তলায় মাথা নুয়ে প'ড়ে থাক্‌ল; তার প টাট্‌কা বিষ খেতে দিলাম।

হিরণ্য। ঠিক বিষ কি না, পরীক্ষা ক'রেছিলে?

নগরপাল। আজ্ঞে, একটা বিড়ালকে খাদ্যের সঙ্গে খেতে দিয়ে পরীক্ষা করেছিলাম। বিড়ালটা তখনই ছট্‌ফট করতে করতে ম'রে গেল।

হিরণ্য। আর প্রহ্লাদ?

নগরপাল। কুমারের হাতে সেই বিষের পাত্র দিলে, কুমার চোখ

দুটী বুজে হরিবোল বল্‌তে বল্‌তে সেই বিষপাত্র এক নিঃশ্বাসে নিঃশেষ ক'রে ফেল্‌লেন।

হিরণ্য। তার পর?

নগরপাল। বাহু তুলে পরমানন্দে নৃত্য কর্‌তে লাগ্‌লেন।

হিরণ্য। তারা দু'জন?

নগরপাল। আর তাদের দেখ্‌তে পাওয়া গেল না·

হিরণ্য। যাও—স্থানান্তরে যাও।

[নগরপালের প্রস্থান।

অনুহ্লাদ ও সংহ্লাদের প্রবেশ।

[অনুহ্লাদ একটু দূরে রহিল]

সংহ্লাদ। বাবা! বাবা! আজ স্বর্গ থেকে না কি সুধার ভাণ্ড খুঁজে পেয়েছ?

হিরণ্য। [সবিস্ময়ে] কি বলে!

সংহ্লাদ। হাঁ, বাবা! পিলুকে সেই সুধা আজ খেতে দিয়েছিলে।

অনুহ্লাদ। পিলু বল্‌লে যে, বাবা আজ আমাকেও সুধা খেতে দিয়েছেন।

সংহ্লাদ। সেই সুধা খেয়ে পিলুর গায়ের রং কেমন লাল টক্‌টকে হ'য়ে উঠেছে। এমন রং কখনও দেখি নি, বাবা! অনুদাদা আর আমাকে একটু সুধা দেও না, বাবা!

হিরণ্য। চ'লে যাও এখান থেকে—বিরক্ত ক'রো না।

অনুহ্লাদ। [জনান্তিকে] দেখ্‌লি, সংহ্লাদ! বলেছিলাম ত, বাবা আমাদের সে সুধা কখনও খেতে দেবে না। কেবল পিলুকেই দিলেন।

হিরণ্য। যাও—

[ভয়ে হিরণ্যকশিপুর ক্রুদ্ধ চক্ষের দিকে চাহিতে চাহিতে উভয়ের প্রস্থান।

[স্বগত] খেলে বিষ—হ'ল সুধা! বিষ পানে গায়ের বর্ণ বিবর্ণ নীল হ'য়ে যায়—এ হ'ল কি না লালবর্ণ!

[প্রকাশ্যে] মন্ত্রি!
ক্রমেই জটিল মূর্ত্তি ধরিছে ঘটনা।
সামান্য বালক মাত্র—
কোনরূপে তারে যদি
না পারি নাশিতে,
তবে মোর বৈকুণ্ঠ-জয়ের আশা,
আকাশ-কুসুমে হবে পরিণত।
ছিঃ ছিঃ ঘৃণা! ছিঃ ছিঃ লজ্জা!
ছিঃ ছিঃ গ্লানি! ছিঃ ছিঃ অবসাদ!
না জানি মোর অন্তরাল হ'তে
দেয় কত টিট্‌কারী বাল-বৃদ্ধ-যুবা।
অলক্ষ্যে থাকিয়া সেই বৈকুণ্ঠের পতি,
হাসিছে বিদ্রূপ-হাসি নিশ্চয়—নিশ্চয়!
ওঃ—এ হ'তে যে মৃত্যু শ্রেয়স্কর!
আচ্ছা, কে আছে রে?

নগরপালের পুনঃ প্রবেশ।

যাও—এখনই প্রহ্লাদকে নিয়ে। ঐ পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখর হ'তে নিম্নতলে নিক্ষেপ করতে হবে—এখনই—এই মুহূর্ত্তে!

নগরপাল। রাজ-আদেশ শিরোধার্য্য। [গমনে উদ্যত]

হিরণ্য। না, দাঁড়াও। আমিও সঙ্গে যাব; নতুবা কাউকে আর বিশ্বাস হয় না। সকলেই আমার সঙ্গে প্রতারণা করছে ব'লে মনে হয়। [গমনে উদ্যত হইয়া কিঞ্চিৎ ভাবিয়া] না, ভাল দেখাবে না সেটা।

আচ্ছা যাও, নগরপাল! আমার বিশ্বস্ত গুপ্ত অনুচর এখনই তোমার অনুসরণ করবে।

[অভিবাদনান্তে নগরপালের প্রস্থান।

হিরণ্য। [ক্ষণেক দাঁড়াইয়া ভাবিয়া] না—ঠিকই হয়েছে! পুত্র-স্নেহের দুর্ব্বলতা? মিথ্যাকথা—কিছুমাত্র নাই। বক্ষঃস্থল—স্নেহশূন্য—বজ্রের ন্যায় কঠিন! হৃদয়—ভীষণ মরুভূমির মত শুষ্ক—নীরস—রুক্ষ! না—কোন স্থানেই একবিন্দু স্নেহ-চিহ্ন লুক্কায়িত নাই। যাক্, মন্ত্রি! তুমি এখনই আমার চতুরঙ্গ দলকে সজ্জিত থাক্‌তে সেনাপতিকে আদেশ জ্ঞাপন কর গে; আমি আজই বৈকুণ্ঠ-জয়ে যাত্রা করব। আর—না—থাক্ এখন। সভাভঙ্গ।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। আজ দৈত্যপতির চিত্ত নিতান্তই অস্থির; লক্ষণ ভাল মনে হচ্ছে না!

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনপথ

জীর্ণবেশা, শীর্ণদেহা ভানুমতীর প্রবেশ

ভানু। কই, কোথা হরি,
গোলোক-বিহারী,
নব নটবর মুরলীধারী ?
শিরে শিখিপাখা, রাধানাম লেখা,
ত্রিভঙ্গ বাঁকা,
ভৃগুপদ আঁকা রাকা শশী পদতলে ?
নয়ন-রঞ্জন—মানস-মোহন !
প্রাণময়—প্রাণ-সখা !
দেখা কি পাব না ?
দেখা কি দেবে না
এ জীবনে কভু মোরে ?

গীতকণ্ঠে নাচিতে নাচিতে বনমালী বেশে কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।—

গান।

আমি বনের বনমালী।
বনে বনে ফিরি, বনফুল পরি—
কেমন বাজাই মুরলী।

হরিনাম লই, হরি-কথা কই,
হরিনামে সাধা বাঁশী,
হরিনাম ব'লে নয়নের জলে,
প্রেমেতে সদাই ভাসি;
নাচি কত রঙ্গে ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গে দিয়ে করতালি ॥
কে আছিস রে শুন্‌বি বাঁশী,
শুন্‌লে প্রাণ হয় উদাসী,
আয় রে তোরা আয় রে ছুটে,
হরি-প্রেমে পড়্‌-না লুটে—
লাজ-মান-ভয়ে দিয়ে জলাঞ্জলি ॥

ভানু। [স্বগত] বড় মিষ্টি গান ত! এমন মিষ্টি গান এক পিলুর মুখে ছাড়া আর ত কোথাও শুনি নি। যেমন চেহারাখানি—তেমনই কণ্ঠস্বর! কাদের ছেলে এটী? এই যে কাছে আস্‌ছে। [নিকটে আসিলে প্রকাশ্যে] তোমার নামটী কি, বাবা?

কৃষ্ণ। শুন্‌লে না? বনমালী।

ভানু। আমিও আমার এক বনমালীকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

কৃষ্ণ। সে তোমার কে?

ভানু। সে আমার? কে যে, তা'ত জানি না, বাবা! কিন্তু আমার সবই—সবই যেন সে।

কৃষ্ণ। কোথায় গেছে তোমার বনমালী?

ভানু। কোথায় গেছে—কোথায় থাকে, তার ত কিছুই স্থির নাই। শুনেছি, সব স্থানেই থাকে সে।

কৃষ্ণ। পালিয়ে চ'লে গেছে বুঝি?

ভানু। কখনও কাছে ত তাকে পাই নি, বাবা!

কৃষ্ণ। তবে তাকে দেখ্‌তে পেলে চিন্‌তে পার্‌বে কেমন ক'রে?

ভানু। সে যদি চিন্‌তে দেয়, তবেই তাকে চিন্‌তে পার্‌ব।

কৃষ্ণ। যাকে দেখ নাই—যে কাছে কখনও আসে নাই, তবু তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ? এ কেমন কথা হ'ল?

ভানু। শুনেছি, তাকে প্রাণ খুলে ডাক্‌লে, সে এসে দেখা দেয়।

কৃষ্ণ। তবে এক কাজ কর; আমার নামটীও ত বনমালী, আমাকেই তোমার কাছে রাখ না কেন? ধর, যদি আমাকেই খুঁজে থাক, তা'হ'লে ত আমাকে তুমি পেয়েছই।

ভানু। তুমি কি আমার কাছে থাক্‌বে, বাবা?

কৃষ্ণ। তা কেন থাক্‌ব না? আমারও ত আর কেউ নেই। তা তুমি আমাকে আদর ক'রো—ভালবেসো, আমি আদর ভালবাসার কাঙাল কি না। কিন্তু একটা কথা তোমায় আগে থেকে ব'লে রাখি, যদি কোনদিন তোমার সেই আসল বনমালী এসে হাজির হয়, তা'হ'লে কিন্তু আমাকে তখন তাড়াতে পার্‌বে না।

ভানু। কিন্তু ভাব্‌ছি এক কথা। যে বনমালীকে পাবার জন্য সংসারের পুত্র-কন্যা সব বন্ধন ছিন্ন ক'রে বনে চ'লে এসেছি, আবার তোমাকে পেয়ে সেই বন্ধনে জড়িয়ে যাব না ত? কোন বন্ধন থাক্‌লে ত সে বনমালীকে পাওয়া যায় না, বাবা!

কৃষ্ণ। না গো না—সে ভয় তোমার নেই। আমি কাছে থাক্‌তে আর কোন বাঁধনই তোমাকে জড়াতে পার্‌বে না। আমি যে তোমার বাঁধন-ছেড়া বনমালী। আমাকে একবারটী কোলে কর না গা।

ভানু। [কোলে লইয়া] আহা-হা! আজ এ কাকে কোলে কর্‌লাম! এমন শীতল পরশ আর ত কখনও অনুভব করি নাই! মনে হচ্ছে যেন, আমি যে বনমালীকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—এ যেন সেই বনমালী। আজ বনমালীকে বুকে ক'রে আমার যেন সকল বাঁধন কেটে গেল।

কৃষ্ণ।—

গান।

মা তোর বাঁধন মোচন করব ব'লে,
গোলোক ছেড়ে এসেছি।
তাই তোর বাঁধনে বাঁধা প'ড়ে
আজ মা মা ব'লে ডেকেছি॥
বেঁধেছিল এক মা মোরে,
উদুখলে শক্ত ক'রে,
মোরে নিয়েছিল দখল ক'রে,
আজ আবার তোর হাতে পড়েছি॥
আমিই যে এক বনমালী,
আর কোথা নাই বনমালী,
মাগো, আমিই তোর সেই বনমালী,
আজ মায়ের কোলে উঠেছি॥

[উভয়ের প্রস্থান

অন্যপথে বিষণ্ণমুখে, মলিনবেশে সুবাহুর প্রবেশ।

সুবাহু। কোথায় চলেছি? লক্ষ্যহারা—পথহারা—
কক্ষচ্যুত উল্কা সম কোথায় ছুটেছি?
কোথা জন্মভূমি? কোথা বা জননী?
কোথা আদরিণী শোভা প্রাণের ভগিনী?
কোথা স্বর্গ-নিকেতন নন্দন-কানন?
সবই আজি স্বপ্নের মতন!
ফুরায়েছে জীবনের সব আকিঞ্চন,
ভাঙিয়াছে জীবনের আশা-নিকেতন;
কেবল বিষাক্ত স্মৃতি বৃশ্চিক-দংশনে

জর্জ্জরিত করিছে অন্তর।
নিরন্তর অশান্তি-অনল
জ্বলিতেছে ধূ ধূ র'বে মরমের মাঝে।
হায়, সব ছিল – সব ছিল মোর!
আজি আর কেহ নাহি কোথা।
সাজানো বাগান হায়—
কেবা যেন দিয়ে গেছে সমভূমি ক'রে!
আজি আমি একাকী—অনাথ—
নিরলম্ব—নিরাশ্রয়—পথের জঞ্জাল!

[নেপথ্যে দৈব গাহিল]

গান।

এমনি হয় রে এমনি হয়,
এই মজার সংসারে।
কেউ জেতে না সবাই ঠকে,
এসে এই বেল্লিক বাজারে॥
ফোটা ফুল ফুটে ফুটে,
শুকিয়ে ভুঁয়ে পড়ে লুটে,
আবার ফোটে, আবার লোটে—
কত হাজার হাজারে॥
কত গড়্‌লো, কত ভাঙ্‌লো,
কত ডুবলো, কত ভাসলো,
কত কেঁদে কেঁদে ম'লো,
প'ড়ে অকূল পাথারে॥

সুবাহু। এই ত সংসার!

[দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান।

অন্যপথে ধীরে ধীরে মলিনবেশে শ্রান্ত ক্লান্ত
মহানাভ ও শোভার প্রবেশ।

শোভা। এম্‌নি ক'রে কতদিন আর বনে বনে, পথে পথে ঘুরবে, দাদামশায়?

মহা। যতদিন না আমার মা আর ভাইয়ের সন্ধান পাব, ততদিন এম্‌নি ক'রে বনে বনে পথে পথে ঘুর্‌ব—সমস্ত জগৎ তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজ্‌ব—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অনুসন্ধান ক'রে দেখ্‌ব যে, আমার মা আর ভাই কোথায় আছে।

শোভা। পেটে অন্ন নাই—চোখে নিদ্রা নাই—দাঁড়াবার স্থান নাই—এমন ক'রে বৃদ্ধ শরীরে কত আর সইবে, দাদামশায়?

মহা। [বিষণ্ণহাস্যে] সে জন্য তোর চিন্তা নাই, দিদি! এখনও এ বৃদ্ধের অস্থি ক'খানার অস্তিত্ব লোপ পায় নাই—এখনও বৃদ্ধের দৃষ্টিশক্তি একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই—বুঝেছিস্?

শোভা। আমাদের উপর এত টান্, তোমার দাদামশায়! কিন্তু এই টান্ যদি তোমার ভগবানের উপর থাকৃত—

মহা। [বিরক্তভাবে] তা' হ'লে কি হ'ত?

শোভা। উদ্ধার হ'য়ে যেতে।

মহা। নে—নে—আর উদ্ধার হ'য়ে কাজ নাই! উদ্ধার! উদ্ধার! আগে আমার তাদের উদ্ধার সাধন, তার পর অন্য কথা!

শোভা। ভগবান্‌কে পেলে, এ সব মায়া মোহ তখন সব কেটে যেতো।

মহা। তবে ত আমি চরিতার্থ হ'য়ে যেতাম আর কি! কেন, ভগবান্ আমার কে যে, তাকে ডাক্‌তে যাব? আমার ভগবান্ যারা, তাদেরই আমি ডাক্‌ব—তাদেরই আমি খুঁজ্‌ব—তাদের জন্যই আমি এই

হাড় ক'খানা একেবারে জল ক'রে ফেল্‌ব। চাই না আমি ভগবান্‌কে—চাই না আমি বৈকুণ্ঠ লাভ কর্‌তে—চাই না আমি মোক্ষধামে যেতে!

শোভা। তবে না চাইলে; কিন্তু আজ এখানে একবার বিশ্রাম ক'রে নাও। পা দু'খানা যে একেবারে ছিঁড়ে গেছে! পেট্ যে পিঠের সঙ্গে জুড়ে গেছে! এখানে একটু ব'সো—জিরোও, তার পর আবার তোমার ভগবান্‌দের খোঁজে লেগে যেয়ো।

মহা। না, একটু কোথাও ব'স্‌বো না—একটুও কোথাও জিরোবো না। আমার তারা কোথায় কি ভাবে কাটাচ্ছে, না জান্‌তে পেলে আর আমার স্বস্তি নাই। এখন চল্—নূতন পথ ধ'রে চল্, আর দেরি করিস্ নে।

শোভা। [স্বগত] এ বৃদ্ধের কষ্ট ত আর দেখা যায় না! আহার-নিদ্রা—আমাদের জন্য সব ভুলে গেছেন।

মহা। কই, নড়্‌ছিস্ না যে? আজ সন্ধ্যার মধ্যেই এই সমস্ত বনটা পাতি পাতি ক'রে খুঁজ্‌তে হবে।

শোভা। তোমার না হয় ক্ষুধা-তৃষ্ণা পায় না, কিন্তু আমারও ত ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে? আমি যে আর পার্‌ছি না, দাদামশায়!

মহা। তা বটে! তা বটে! ক্ষুধা-তৃষ্ণা ত তোর থাক্‌তে পারে। আমি ত সে কথাটা এতদিন একেবারেই ভাবি নি, দিদি! একবারও সে কথা আমায় বলিস্ নি কেন? আহা, কার কন্যা তুই—আজ কি ভাবে বনে বনে ঘুর্‌ছিস্! এই যে মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে। [শোভার মুখে হাত বুলাইতে বুলাইতে] একবারও ত এ চাঁদমুখের দিকে চেয়ে দেখি নাই! আচ্ছা, এই গাছতলায় একবার ব'স, দিদি আমার! আমি এখনই ফল আর জল নিয়ে আসি।

শোভা। তুমি কোথায় যাবে, দাদামশায়? তুমি ব'সো—আমিই ফল জল নিয়ে আসি।

মহা। পাগ্‌লি আমার! আমি বস্‌ব, আর উনি ফল জল খুঁজে নিয়ে আস্‌বেন? কথার মত কথা আর কি? ব'স্ তুই—আমি এখনই আস্‌ছি।

[সত্বর প্রস্থান।

শোভা। দেখি আজ যদি কিছু খাওয়াতে পারি দাদামশায়কে। আমার নিজের ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা না বল্‌লে, কিছুতেই ফল-জল আন্‌তে যেতেন না।

সহসা নিঃশব্দে দূষণ আসিয়া উপস্থিত হইল।

দূষণ। [শোভার হস্ত ধরিয়া] কোথা যাবে এবার, শোভা?

শোভা। [সহসা চকিতভাবে] এখনও বেঁচে আছ, পাপিষ্ঠ! হাত ছাড়্।

দূষণ। বহুকষ্টে হাতে পেয়েছি, আর কি হাত ছাড়ি? এবার আর ছাড়াছাড়ি নাই—বৃথা চেষ্টাও ক'রো না। প্রয়োজন হ'লে—আমার লুক্কায়িত ভীলদস্যুদল এখনই এখানে এসে উপস্থিত হবে। তার চেয়ে আমার সঙ্গে চ'লে এস, শোভা! জীবনটাকে আর কেন বিড়ম্বনা ক'রে নিয়ে বেড়াবে? ছিলে স্বর্গে—এসেছ বনে। অদৃষ্ট ত ঢের পরীক্ষা করেছ; আর কেন? এইবার ফিরিয়ে দাও জীবনের গতি। প্রতিজ্ঞা করছি—তোমার রাজরাণী করব।

শোভা। পিশাচ! হাত ছাড়্ বল্‌ছি। [হাত ছাড়াইতে চেষ্টা]

দূষণ। পার্‌বে না—বৃথা কেন লাঞ্ছিত হ'তে চেষ্টা কর্‌ছ? চ'লে এস আমার সঙ্গে।

শোভা। কেন? অসহায়া একাকিনী পেয়ে আমার উপর

পুরুষকার দেখাতে পারছ ব'লে ? কাপুরুষ যারা—তাদের বীরত্ব এই-রূপেই প্রকাশ পায়।

দূষণ। এ তোমার রাজ-প্রাসাদ নয়, শোভা! এখানে তোমার পিতৃ-অন্নে পরিপুষ্ট সৈন্যদল নাই যে, তারা তোমার কাতর আর্ত্তনাদে মা মা ব'লে ডেকে উঠে তোমাকে রক্ষা করবে। এখানে আছে—বন্য নিষ্ঠুর দুর্দ্দান্ত দস্যুদল—যারা আমার একটা ইঙ্গিতে প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে।

শোভা। ধিক্ কাপুরুষ—নির্লজ্জ—কৃতঘ্ন—কুকুর!

দূষণ। সাবধান, শোভা! সংযত রসনায় কথা বল : ভেবে দেখ—তোমার হস্তদ্বয় আমার দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ ; কোনরূপে নিস্তারের উপায় নাই।

শোভা। মহাপাপীর দৃষ্টি যেখানে কোন উপায় দেখ্‌তে পায় না, আমি জানি—সেখানে নিশ্চয়ই বিপন্নের জন্য ভগবানের অনন্ত অভয় হস্ত প্রসারিত থাকে। এই নির্জ্জন অরণ্যমধ্যেই তার রক্ষার জন্য শত শত রক্ষক মাভৈঃ রবে এসে উপস্থিত হয়! এই অরণ্যের বৃক্ষরাজিই তখন সেই অসহায়াকে পাষণ্ডের হাত হ'তে উদ্ধার করবার জন্য জীবন্ত রক্ষক মূর্ত্তি ধারণ ক'রে দাঁড়ায়।

দূষণ। আচ্ছা—তাই করুক। কল্পনা আর বাস্তবে কত তফাৎ, তাই একবার পরীক্ষা ক'রে দেখ, শোভা! এই আমি তোমায় আকর্ষণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছি, এখন রক্ষা করুক এসে তোমার ভগবানের অনন্ত হস্ত। [হস্তাকর্ষণ]

শোভা। [উচ্চৈঃস্বরে] কোথা, মা মহাশক্তি! দে, মা—দস্যু-দলনে তোর মহাশক্তির একটু কণা! দে, মা—পশু-সংহারে তোর উদ্যত খড়্গ।

তৎক্ষণাৎ যষ্টি উত্তোলন করিয়া মহানাভের পুনঃ প্রবেশ।

মহা। [প্রবেশ পথ হইতে] কোন্ দস্যু রে—কোন্ দস্যু ? [নিকটে আসিয়া] কে তুই ? কেন বালিকার উপর অত্যাচার কর্‌ছিস্ ? দে—হাত ছেড়ে দে ; নতুবা এই যষ্টির আঘাতে তোকে ধরাশায়ী কর্‌ব !

শোভা। এ সেই নির্লজ্জ কৃতঘ্ন কুকুর সেনাপতি !

মহা। এখনও তোর কলুষিত আত্মা নরকে নিমগ্ন হয় নি ? পাপিষ্ঠ ! সতী-লক্ষ্মীর হাত ছাড়্ বল্‌ছি।

দূষণ। নিষ্ফল তর্জ্জন-গর্জ্জন, বৃদ্ধ। প্রাণের আশা রাখ ত স'রে যাও—আমায় শিকার-লাভে বাধা দিতে এস না ? চ'লে এস, শোভা। [পুনঃ আকর্ষণ]

মহা। এ বৃদ্ধের দেহে একবিন্দু শোণিত থাক্‌তে, আমার দিদিকে তুই নিয়ে যেতে পার্‌বি না, পাপিষ্ঠ !

দূষণ। পারি কি-না দেখ্ চেয়ে। [পুনঃ সবলে আকর্ষণ]

মহা। তবে দেখ্, দস্যু ! [যষ্টি উত্তোলন]

দূষণ। আচ্ছা, আগে তোমাকেই শেষ করি।

[শোভার হস্ত ছাড়িয়া মহানাভের উপরে সেই মুহূর্ত্তে লম্ফ দিয়া পড়িল এবং মহানাভকে ভূতলে পাতিত করিয়া তরবারি দ্বারা বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে লাগিল।]

শোভা। [চীৎকার পূর্ব্বক] ওগো কে আছ এই বনের মধ্যে—দস্যুর হাতে বিপন্নকে রক্ষা কর !

[তৎক্ষণাৎ নেপথ্য হইতে "ভয় নাই—ভয় নাই" বলিয়া উন্মুক্ত তরবারি হস্তে বেগে সুবাহুর প্রবেশ।]

দাদা ! দাদা ! এসেছ ? এসেছ ? আগে দাদামশায়কে রক্ষা কর।

সুবাহু। [শোভা ও মহানাভকে দেখিয়া সবিস্ময়ে] অ্যাঁ—অ্যাঁ।

এ—কি দৃশ্য? আরে আরে কৃতঘ্ন পশু! [দূষণের পৃষ্ঠদেশে সজোরে পদাঘাত]

[দূষণ তড়িতের ন্যায় উঠিয়া বংশীধ্বনি করিল এবং সেই মুহূর্ত্তে একদল ভীলদস্যু "মার্—মার্" শব্দে আসিয়া উপস্থিত হইল।]

দূষণ। এখনই এই শত্রুকে পঙ্গপালের মত ঘিরে ফেল! অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত কর।

[দস্যুগণের তথাকরণ]

সুবাহু! এইবার তোমার জীবন শেষ!

সুবাহু। আয়, পশু!

[উভয়ের যুদ্ধ চলিতে লাগিল; দস্যুদল চারিদিক্ হইতে সুবাহুকে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিল, দূষণও যুদ্ধ করিতেছিল, পরে যুদ্ধ করিতে করিতে যোদ্ধগণের প্রস্থান।]

শোভা। [মহানাভের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া] দাদামশায়! দাদামশায়!

মহা। [আর্ত্তস্বরে] দিদি! দিদি আমার! তোর মহাশক্তি মা তোকে রক্ষা কর্‌বার জন্য দাদাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। আমি চল্‌লাম। যাবার সময় সুবাহু ভাইয়ের মুখখানি দেখে গেলাম—কিন্তু মাকে দেখে যেতে পার্‌লাম না, এই দুঃখই বড় দুঃখ র'য়ে গেল! ওঃ—যাই, দিদি! মা—[মৃত্যু]

শোভা। [সরোদনে] দাদামশায়! দাদামশায়! কি কর্‌লে? কোথায় গেলে? আজ তুমি আমার জন্যই প্রাণ দিলে?

[পুনঃ যুধ্যমান রক্তাক্ত কলেবরে অবসন্ন দেহে সুবাহু—ভীলগণ ও দূষণের সহিত প্রবেশ পথ পর্য্যন্ত আসিলেন।]

সুবাহু। শোভা! শোভা! আর বুঝি পার্‌লাম না—দস্যু-হস্তে প্রাণ দিতে হ'ল। এইবার নিজেকে রক্ষা কর্‌বার জন্য প্রস্তুত হও, ভগিনি!

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

শোভা। আজ শোভার জন্য তুমিও প্রাণ দিলে, দাদা? তবে আর আমিই বা থাকি কেন? [বস্ত্র মধ্য হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া] না—আগে ঐ কুক্কুরকে স্বহস্তে হত্যা, তার পর নিজের পথ দেখ্‌ব।

সুবাহু। [আর্ত্তস্বরে নেপথ্য হইতে] শোভা—গেলাম।

তৎক্ষণাৎ রক্তাক্তদেহে সুবাহুর ছিন্নমুণ্ড হস্তে
বেগে দূষণের প্রবেশ।

দূষণ। এই দেখ—এই দেখ—এ কার ছিন্নমুণ্ড! [প্রদর্শন]

শোভা। [দেখিয়া] উঃ—আয়, পিশাচ!

[একলম্ফে দূষণের উপর পতিত হইয়া ছুরিকা দূষণের বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিল ; দূষণ পড়িয়া গেল।]

দূষণ। উঃ—উঃ—রাক্ষসি! [মৃত্যু]

শোভা। দস্যুর হাত হ'তে সতীত্ব রক্ষা করেছি, এইবার দাদামশায় আর দাদার সঙ্গে যাত্রা করি। মাগো! দেখা হ'ল না।

[নিজ বক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিতে উদ্যত]

সহসা সেবকগণ সহ সন্ন্যাসিনী বেশে মহাশক্তির প্রবেশ।

সন্ন্যাসিনী। [ছুরিকা সহ হস্ত ধরিয়া] ছিঃ, মা! আত্মহত্যা কর্‌তে নাই—মহাপাপ।

শোভা। কে, তুমি সন্ন্যাসিনি—আমাকে মরণে বাধা দিতে এসেছ?

সন্ন্যাসিনী। মরণের সময় তোর এখনও আসে নি, যে, মা!

শোভা। আমার আজ কি সর্ব্বনাশ হয়েছে, তা যদি জানতে, তা' হ'লে বুঝতে—আমি কেন মরতে যাচ্ছিলাম!

সন্ন্যাসিনী। সব জানি—মা, সব জানি! জানি ব'লেই ত বাধা দিতে এসেছি। তোর ত এ পথ নয়, মা; তোর যে, অন্য পথ।

শোভা। আর কোন্ পথ আছে আমার?

সন্ন্যাসিনী। মহাসাধনা—মহাসাধনা! আয়—মা, আমার সঙ্গে; আমিই তোর সেই পথ দেখিয়ে দেবো।

শোভা। তুমি কে, তা ত বল্‌লে না?

সন্ন্যাসিনী। যার শক্তিতে তুই শক্তিশালিনী—সেই মহাশক্তি আমি! আয়—মা, চ'লে আয়! সেবকগণ! তোমরা এই মহাত্মার দেহ আর সুবাহুর দেহের যথাবিধি সংকার সাধন কর গে। আয় মা—আমার সঙ্গে।

[শোভা সহ প্রস্থান।

[মহানাভের মৃতদেহ লইয়া সেবকগণের প্রস্থান।

অন্য পথে ভীলদস্যুগণের পুনঃ প্রবেশ।

দস্যুগণ। ওরে, মরিয়েছে রে—মরিয়েছে—সর্দ্দার হামাদের মরিয়েছে! চল্ উহাকে নিয়ে যাই।

[দূষণের দেহ লইয়া সকলের প্রস্থান।

সহসা উন্মাদ আসিয়া গাহিল।

উন্মাদ।—

গান।

যার যার খেলা খেলে গেল সব।
প'ড়ে রইল খালি ধূলো-বালিভরা মৃত শব॥

তাও থাক্‌বে না—তাও হবে রে ছাই,
পাঁচে পাঁচে মিশে গেলে আর ত কিছুই নাই ;
যে যাবার সে চ'লে গেছে, দিতে নিজের কাজের জব্ ॥
এই ত ভবের খেলা রে ভাই—এই ত ভবের ধারা,
এই ভাবেই ত খেল্‌তে আসা, আবার এই ভাবেই ত ফেরা,
ভাবুক অঘোর ভাবে, মূঢ় বে করে,
তার এই যাওয়া আসার রব ॥

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজ-প্রাসাদ

মন্ত্রী সহ উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হিরণ্যকশিপুর প্রবেশ

হিরণ্য। মন্ত্রি !
হের ওই মহাশূন্য মাঝে
নিরালম্ব বৈকুণ্ঠ নগরী।
বিচিত্র ওই চিত্রময়ী পুরী,
কোটি ইন্দুপ্রভা পুঞ্জময়
স্ফুরিছে কি স্নিগ্ধ শুভ্র হর্ম্ম্যরাজি !
ধবল রজতধারা—
ধারাকারে হয় বিগলিত,
বিমোহিত নয়ন যুগল।

মন্ত্রী। [স্বগত]
দিবানিশি সদা চিন্তা বৈকুণ্ঠে জয়ের,
তাই সেই চিন্তাজাল
দানব-পতির—
উদ্‌ভ্রান্ত মস্তিষ্কমাঝে
জাগায়েছে আজি এই বৈকুণ্ঠ-কল্পনা।

হিরণ্য। হের, মন্ত্রি! তার পর—
ওই শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় মন্দিরের মাঝে,
রজত-আসনে কে ওই
ঝলমল অঙ্গ-আভরণে,
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-করে
কনককুণ্ডলধারী হিরণ্ময় বপু ?
হাস্যাধর অতি মনোহর,
পরমসুন্দর ওই বৈকুণ্ঠ-বিহারী !
হের কিবা নয়ন-রঞ্জন,
চিত্ত-বিনোদন—
বিশ্ব-বিমোহন নারায়ণ কমলার সনে !

মন্ত্রী। [সবিস্ময়ে স্বগত] একি শুনি !
নাহি হেরি শত্রুভাব,
এ যে পূর্ণ ভক্তিভাবভরা বাণী !
নিতান্ত এ মস্তিষ্ক-বিকৃতি !
[প্রকাশ্যে] দৈত্যপতি !

হিরণ্য। না—না—
নাহি হেথা দৈত্যপতি কেহ ;

হের ওই বৈকুণ্ঠের পতি বিদ্যমান—
বেষ্টিত ওই সপ্তর্ষিমণ্ডলে ;
শোন ওই স্তোত্র-গীতি—
চারিদিক্ করে মুখরিত ;
শ্রবণ-বিবর হইল পবিত্র আজি !

মন্ত্রী । [স্বগত] হায়, দৈত্যনাথ !
সত্য যদি নারায়ণে
এই ভক্তিভাব,
জাগিত আজ তোমার অন্তরে !

হিরণ্য । হের ওই মন্দির-দুয়ারে,
দ্বারিরূপে জয় ও বিজয়—
রক্ষা করে মন্দিরের দ্বার ।
কি সৌভাগ্য কহ, মন্ত্রি !
পাইয়াছে দ্বারিরূপে বৈকুণ্ঠে আশ্রয় !

মন্ত্রী । [স্বগত]
বাহ্যজ্ঞানহীন একান্ত তন্ময় !
যেন, মহাসমাধিতে মগ্ন সাধক-প্রবর ।

হিরণ্য । কিন্তু—ওই ব্রহ্মশাপ—
খ'সে পড়ে বেত্র-দণ্ড দ্বারি-কর হ'তে !
শত্রুভাবে জয় ও বিজয়,
তিন জন্মে হইবে উদ্ধার ।
তার এক জন্ম যায় এই—
হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু-রূপে ।

দয়াময় হরি !
বরাহ মূরতি ধরি—
উদ্ধারিলে আহা হিরণ্যাক্ষ্যে !
বাকী এবে হিরণ্যকশিপু।
কোন্ রিপুরূপে
করিবেন উদ্ধার তাহারে—
এখনও নাহি জানা যায়।

মন্ত্রী। [স্বগত] সত্যই কি তাই ?
বৈকুণ্ঠের পতি জয় ও বিজয়,
দৈত্যপতিরূপে—
হিরণ্যাক্ষ—হিরণ্যকশিপু ?

হিরণ্য। মন্ত্রি ! আর কিবা দেখ ?
আঁখি মিলে চাহ একবার,
প্রাণভরি লহ হরিনাম।
ওই শোন চারিদিক্ হ'তে—
অবিরাম ওঠে হরিনাম !
ওই শোন—
আকাশ বাতাস ভরি
অবিরাম ওঠে হরিনাম !
গাও বাহুতুলে—
প্রাণ খুলে—কুতূহলে—উচ্চ রোলে—
দিবানিশি অবিরাম হরিনাম।
হরি হরিবোল—হরি হরিবোল !

[জ্ঞানহারা ভাবে বিচরণ]

গীতকণ্ঠে ভাবোন্মত্ত প্রহ্লাদের প্রবেশ।

প্রহ্লাদ।—

গান।

গাও পিতা অবিরাম মধুমাখা হরিনাম,
হরিনাম বিনে নাহি কিছু আর রে।
হরিনামে মেতে রও, উধাও হইয়ে ধাও,
হরিনাম কর শুধু সার রে॥
(আর ভাবনা র'বে না) (ভব ভয় দূরে যাবে)
হরিনাম লহ অবিরাম রে॥

হিরণ্য। [তন্ময় ভাবে] বাঁশী থাম্‌ল কেন? বাজাও—বাজাও—প্রাণ খুলে বাজাও—অনন্ত কাল ব'সে বাজাও!

প্রহ্লাদ।— [গীতাংশ]

(বাঁশী বেজে ত আছে গো) (হরিনামে সাধা—)
(জলে স্থলে সদাই—) (আকাশে বাতাসে—)
যে বাঁশী শুনিতে চায়, সে বাঁশী শুনিতে পায় ;
(তার প্রাণে সদা বাজে গো) (তার প্রাণের তারে মধুর তানে)
(আর শুন্‌তে কোথা যেতে হয় না)
কেঁদে কেঁদে ডেকে ডেকে মোহন বাঁশী বাজে উভরায় ;
তাঁরে কর আপনার রে।

হিরণ্য। [সোচ্ছ্বাসে] আয়—আয়—কোলে আয় রে—কোলে আয়!

[হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে কোলে লইয়া সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।]

প্রহ্লাদ। বাবা!

হিরণ্য। [চিনিতে না পারিয়া সবিস্ময়ে] হ্যাঁ! কে এই বালক?

প্রহ্লাদ। বাবা!

হিরণ্য। মন্ত্রি! কে—এ?

মন্ত্রী। ছোট রাজকুমার প্রহ্লাদ।

হিরণ্য। [চিনিতে পারিয়া পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠায় সবিস্ময়ে] উচ্চ গিরি-শিখর হ'তে একে নিক্ষেপ করতে নগর-পালকে আদেশ দিয়েছিলাম, মন্ত্রি?

মন্ত্রী। হাঁ, মহারাজ!

হিরণ্য। কেমন ক'রে বাঁচ্‌ল তবে?

প্রহ্লাদ। হরিই বাঁচিয়েছেন, বাবা!

কৃষ্ণ। [নেপথ্য হইতে] রাখে কৃষ্ণ মারে কে, দৈত্যনাথ?

হিরণ্য। ঐ—ঐ—ঐ সেই ধূর্ত্ত যাদুকর হরি! ধর্—ধর—ধর্।

প্রহ্লাদ। এই যে এতক্ষণ আমার হরিনাম-সুধা প্রাণভরে পান কর্‌ছিলে, বাবা! আবার রাগ করছ কেন তবে হরির উপর?

হিরণ্য। [সক্রোধে] দূর হ, দুর্ব্বৃত্ত!

[প্রহ্লাদকে দুই হস্তে দূরে সরাইয়া দিলেন]

মন্ত্রী। [স্বগত] আবার পূর্ব্বজ্ঞান ফিরে এসেছে মহারাজের।

প্রহ্লাদ। কত আনন্দ পাচ্ছিলে যে, বাবা! আবার কেন এমন হ'য়ে গেলে? [করযোড়ে ঊর্দ্ধমুখে] হে হরি! হে কৃষ্ণ! আবার আমার বাবাকে তুমি দয়া কর, ঠাকুর!

হিরণ্য। সাবধান, প্রহ্লাদ! নগরপাল—

[নগরপাল আসিয়া অভিবাদন করিল]

গিরি-চূড়া হ'তে একে নিক্ষেপ করা হয়েছিল?

নগরপাল। হাঁ, দৈত্যনাথ।

হিরণ্য। তবে রক্ষা পেলে কিরূপে?

নগরপাল। কিরূপে জান্‌ব, মহারাজ ?

হিরণ্য। নিশ্চয়ই এর মধ্যে তোমাদের কোন চতুরতা আছে। এইবার আমি উপযুক্ত ব্যবস্থা করছি। মন্ত্রি! এবার তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে। নগরপাল ঠিক আদেশ পালন করে কি না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুমি তাই দেখ্‌বে। যাও, নগরপাল! প্রহ্লাদের হস্ত-পদ দৃঢ়রূপে বন্ধন ক'রে অতল জলধি তলে নিমগ্ন ক'রে আস্‌বে। যাও—এখনই নিয়ে যাও! এবারও যদি রক্ষা পায়, তা' হ'লে ব'লে রাখ্‌ছি—তোমাদের কারও স্কন্ধে শির থাক্‌বে না। যাও, মন্ত্রি! এদের সঙ্গে যাও।

মন্ত্রী। [স্বগত] হায়, দৈত্যনাথ! এখনও ভ্রম গেল না?

[প্রহ্লাদকে লইয়া নগরপাল ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

কৃষ্ণ। [পুনর্নেপথ্যে] মহারাজ! রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

হিরণ্য। [চমকিত হইয়া] ঐ আবার সেই বজ্রকণ্ঠ! হ'ক্ বজ্র-কণ্ঠ—কিন্তু আমি তাতে চম্‌কে উঠ্‌লাম কেন? মহাপ্রলয়ের শত বজ্রনাদে যার একটা কেশাগ্রও কম্পিত হয় না, সে আজ একটা বালকের কণ্ঠস্বরে সহসা চম্‌কে উঠ্‌ল? এ কি অসম্ভব ব্যাপার ঘট্‌তে লাগল? কিছুই যেন বোঝা যাচ্ছে না! কি যেন একটা অস্পষ্ট ভাব আমার মনের মধ্যে আজ ক'দিন হ'তে ভেসে-ভেসে উঠ্‌ছে। কোন যেন একটা লুপ্ত স্মৃতির উন্মেষ আমার মনে মধ্যে-মধ্যে জেগে উঠ্‌ছে। ঠিক যেন বুঝ্‌তে পারছি না। যেন আমি কোথায় একটা সুন্দর লোকে বাস কর্‌তাম। সেখানে যেন পূর্ণ আনন্দ—পূর্ণ শান্তি! কিন্তু আবার ভাসা-ভাসা মনে হয়—কে যেন আমাকে সেখান থেকে দূর ক'রে—অতি দূরে কোথায় নির্ব্বাসিত ক'রে রেখেছে। কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! আবার সময় সময় মনে হচ্ছে যেন—এ একটা কারাগার! স্বর্ণ-সিংহাসন যেন একটা

জ্বলন্ত অনলকুণ্ড! এখান থেকে যেন স'রে যেতে পার্‌লে বাঁচি! এখানে যেন নিঃশ্বাস রোধ হ'য়ে আস্‌ছে! এই সব অস্পষ্ট ছাই-ভস্ম মাথা-মুণ্ড আজ ক'দিন ধ'রে মাঝে-মাঝে মনের মধ্যে জেগে উঠ্‌ছে। কেন এ সব অসম্ভব ভাব মনে আস্‌ছে? আমি ত্রিলোক-বিজয়ী দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ অখণ্ড-প্রভাব মহাবল হিরণ্যকশিপু! আমার প্রাণে ত এ সব দুর্ব্বলতার স্থান পাবার কথা নয়!

সহসা ভীতত্রস্তা কম্পমানা কয়াধুর প্রবেশ

কয়াধু। মহারাজ! মহারাজ! বড় ভীষণ দৃশ্য—বড় ভীষণ দৃশ্য!

[সভয়-দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিকে চাহিতেছিলেন]

হিরণ্য। একি, মহিষি! আজ তোমারও ভয়? তোমারও কম্পন?

কয়াধু। কী সে ভীষণ দৃশ্য, মহারাজ! কী সে ভয়ঙ্কর হুঙ্কার, মহারাজ! আমার মনে হ'ল—সে হুঙ্কারে বুঝি ত্রিভুবন বধির হ'য়ে গেল! এখনও যে, সেই ভীষণ হুঙ্কার-ধ্বনির রেশটুকু আমার কর্ণে লেগে রয়েছে!

হিরণ্য। স্বপ্নে—না জাগ্রত অবস্থায়?

কয়াধু। না, মহারাজ! জাগ্রত—দাঁড়িয়ে—এইমাত্র।

হিরণ্য। ব্যাপারটা কি দেখ্‌লে?

কয়াধু। মহারাজ! রাত্রিশেষে যখন একটা দুঃস্বপ্ন দেখে আমার ঘুম ভেঙে গেল, তখন—

হিরণ্য। আবার দুঃস্বপ্নও তা'হ'লে একটা দেখেছ?

কয়াধু। জীবনে আর কখনও কোনও দুঃস্বপ্ন দেখি নাই, মহারাজ! মাত্র আজ দেখেছি। যাক্—সে স্বপ্নের কথা পরে বল্‌ছি, আগে সেই ভীষণ দৃশ্যের কথাটা শোন।

হিরণ্য। বল।

কয়াধু। ঘুম ভেঙে যখন শয্যাতলে উঠে বসেছি, তখন—তখন, মহারাজ! সহসা আমার সম্মুখে এক ভীষণ মূর্ত্তি এসে দাঁড়াল।

হিরণ্য। কি মূর্ত্তি সে?

কয়াধু। সে যে কি মূর্ত্তি—চিন্‌তে পার্‌লাম না। অর্দ্ধ-নরাকৃতি আর অর্দ্ধ-সিংহাকৃতি!

হিরণ্য। নর আর সিংহ? এর কোন মূর্ত্তিই ত বিশেষ ভীষণ হ'তে পারে না। আচ্ছা—বল।

কয়াধু। বল কি, মহারাজ! সে কি সাধারণ নর আর সাধারণ সিংহ? দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই নর-সিংহ মূর্ত্তির মস্তক আমার প্রাসাদের ছাদ ভেদ ক'রে ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। তার সেই পিঙ্গলবর্ণ জটাজাল সঞ্চালিত ক'রে, বিকট বদন ব্যাদান ক'রে, দীর্ঘ দীর্ঘ দংষ্ট্রা বহির্গত ক'রে, যখন মস্তক দ্বারা আকাশ স্পর্শ ক'রে দাঁড়াল, তখন সে বিরাট মূর্ত্তির দিকে তাকাতে পারি, এমন সাধ্য আমার ছিল না! তার জলন্ত চক্ষুদুটী হ'তে যেন আগুনের ঝর্‌ণা ছুট্‌তে লাগ্‌ল! চোখ আমার ঝল্‌সে গেল—চাইতে পার্‌লাম না—চক্ষু মুদ্রিত কর্‌লাম। তার পর কী ভয়ঙ্কর হুঙ্কার! যেন প্রলয়ের বজ্রধ্বনির মত ব্রহ্মাণ্ড স্তব্ধ ক'রে দিলে! আমি তখন জ্ঞানশূন্য। কোথায় আছি—কি কর্‌ছি—কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। এই ভাবে কতক্ষণ ছিলাম জানি না! যখন জ্ঞান হ'ল, তখন চক্ষু মিলে চেয়ে দেখ্‌লাম—সে দৃশ্য আর সেখানে নাই।

হিরণ্য। হুঁ—আর দুঃস্বপ্নের কথা কি বল্‌ছিলে?

কয়াধু। সে আবার আর এক শোচনীয় দৃশ্য! দেখ্‌লাম যেন একটা মহা বন—সেখানে একটা দুর্দ্দান্ত দস্যু এসে মহাত্মা মহানাদের বক্ষঃস্থলে তীক্ষ্ণ অসি আমূল বিদ্ধ ক'রে দিলে। বৃদ্ধ তখন রক্তাক্ত বক্ষে বিকট চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে প্রাণত্যাগ কর্‌লেন। আর কতকগুলি

পিশাচ একত্র হ'য়ে আমাদের সুবাহুকে হত্যা ক'রে তার ছিন্নমুণ্ড এনে দিদির চক্ষের উপর ধর্‌লে। দিদি ভানুমতি যেন তখন সে দৃশ্য দেখে শান্তভাবে, শান্তমূর্ত্তিতে তার হরির পাদপদ্মে সচন্দন তুলসী প্রদান কর্‌তে লাগ্‌লেন, আর হরিবোল হরিবোল বল্‌তে বল্‌তে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন কর্‌তে লাগ্‌লেন।

হিরণ্য। আর শোভাকে দেখ্‌তে পেলে না?

কয়াধু। হাঁ, শোভাকেও দেখ্‌লাম। একজন জ্যোতির্ম্ময়ী সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে শোভা সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তিতে কার যেন সাধনা কর্‌ছে। সে দৃশ্যটী বড় সুন্দর দেখ্‌লাম, মহারাজ!

হিরণ্য। এ সমস্ত ব্যাপার আর কিছুই নয়—এক সেই ধূর্ত্ত যাদুকর বৈকুণ্ঠপতির যাদু-প্রদর্শন। বৈকুণ্ঠ-জয়ে যাত্রা কর্‌ব শুনে, আমাদের মনে নানারূপ আতঙ্কের সঞ্চার ক'রে দেবার জন্য ঐ সমস্ত বিভীষিকা বিস্তার কর্‌তে আরম্ভ করেছে।

কয়াধু। যাই হোক্, একটী প্রার্থনা, মহারাজ! তোমাকে তা রাখ্‌তেই হবে।

হিরণ্য। কি, বল।

কয়াধু। তুমি আবার তাদের রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে এস।

হিরণ্য। কাদের কথা বল্‌ছ?

কয়াধু। মহাত্মা মহানাভ, দিদি ভানুমতী, সুবাহু আর শোভা—এদের কথা বল্‌ছিলাম, মহারাজ!

হিরণ্য। কেন, আজ আবার এ ইচ্ছা হ'ল কেন, কয়াধু? যাদের নাম পর্য্যন্ত তোমার কর্ণে বিষ ঢেলে দিত?

কয়াধু। সত্যই, মহারাজ! তাদের নাম পর্য্যন্ত আমি শুন্‌তে পার্‌তাম না। হিংসায় আমাকে এমনই অন্ধ ক'রে তুলেছিল—আমিই

তাদের রাজ্যছাড়া করিয়েছি, মহারাজ ! যেদিন হ'তে সেই ঘরের লক্ষ্মী ভানুমতীকে ঘরছাড়া করিয়েছি, সেইদিন হ'তেই যেন এ রাজ-পুরীতে অলক্ষ্মী এসে বাসা বেঁধেছে। আহা ! তাদের ত কোন দোষই ছিল না। কেবল আমিই তাদের নামে তোমার কাছে নানা মিথ্যা ব'লে ব'লে তাদের উপর তোমাকে বিষিয়ে তুলেছিলাম। আজ আমি অকপটে সব দোষ স্বীকার কর্‌ছি, মহারাজ !

হিরণ্য। আজ এত অকপট হবার হেতু বুঝি সেই বিভীষিকা আর দুঃস্বপ্ন ?

কয়াধু। হাঁ, মহারাজ ! সেই বিভীষিকা আর দুঃস্বপ্ন দেখ্‌বার পর থেকেই আমার মনের সমস্ত ভাব বদ্‌লে গেছে। মহারাজ ! মহারাজ ! আমাকে দণ্ড দাও—আমিই এই রাজ্যের সমস্ত অশান্তির মূল।

হিরণ্য। আমি ত মাত্র তোমার কথার উপর বিশ্বাস ক'রে বড়রাণী ভানুমতীকে নির্ব্বাসিত করি নাই, কয়াধু ? আমি স্বচক্ষেই তাঁকে সেই কৃষ্ণ-মূর্ত্তি পূজা কর্‌তে দেখেছিলাম।

কয়াধু। হাঁ, দেখেছিলে সত্য ; কিন্তু আমি তোমার হৃদয়ে পূর্ব্ব হ'তেই একটা মিথ্যা ধারণা বদ্ধমূল ক'রে দিয়েছিলাম।

হিরণ্য। কি ?

কয়াধু। তোমাকে তখন বুঝিয়েছিলাম যে, আমার প্রহ্লাদকে একমাত্র বড়রাণীই আমাদের শত্রু-নাম কীর্ত্তন কর্‌তে শিক্ষা দিয়েছে।

হিরণ্য। [সবিস্ময়ে] তবে অন্যে আর কে শিক্ষা দিয়েছে ?

কয়াধু। দেবর্ষি নারদই প্রহ্লাদকে হরি-মন্ত্র শিক্ষা দেবার গুরু।

হিরণ্য। অ্যাঁ ! বল কি ? দেবর্ষি নারদ ?

কয়াধু। সত্য, মহারাজ ! বরং প্রহ্লাদই আবার দিদি ভানুমতীর

কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দেবার শিক্ষাদাতা। দিবানিশি প্রহ্লাদের মুখে ঐ নাম-কীর্ত্তন শুনে শুনে, দিদি শেষে ঐ নামই সার ক'রে ব'সেছিলেন। এ সব কথা আমি তোমাকে আগা-গোড়া গোপন ক'রে গিয়েছিলাম।

হিরণ্য। ওঃ, কি ভুল ক'রে ফেলেছি, বড়রাণীকে নির্ব্বাসিতা ক'রে ? কেন কর্‌লে এ সব তুমি ?

কয়াধু। হিংসায়। যেদিন তুমি আমার ভ্রাদকে রাজ্য না দিয়ে, সুবাহুকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তপস্যা-যাত্রা কর্‌লে, সেইদিন থেকেই সুবাহুর সর্ব্বনাশ কর্‌বার চক্র, সেনাপতির সঙ্গে কর্‌তে আরম্ভ ক'রে-ছিলাম। তুমি ফিরে এলে সেই আগুন সহস্র শিখায় জ্বালিয়ে তুলে-ছিলাম। তারই ফলে সুবাহুর স্বর্গ ত্যাগ ক'রে পলায়ন—ভানুমতীর নির্ব্বাসন—মহাত্মা আর শোভার অদৃশ্য হওয়া। আহা! আজ মনে পড়্‌ছে, মহারাজ, দিদির সেই বিদায়ের দিনের সজল চক্ষের দৃষ্টি আর তার সরল উপদেশ গুলি।

হিরণ্য। কিন্তু দেখ্‌লে, কয়াধু! পরের সর্ব্বনাশ কর্‌তে গিয়ে প্রথমতঃ নিজের বিপদ্‌কেই টেনে আন্‌লে। নিজের পুত্র প্রহ্লাদকেই প্রথম হারাতে বসেছ।

কয়াধু। আজ সে কথা হাড়ে-হাড়ে বুঝ্‌তে পেরেছি। তখন মনে করি নাই যে, তুমি নিজ পুত্র প্রহ্লাদের উপর এতদূর ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌বে। একমাত্র বড়রাণীর দোষ দিয়েই প্রহ্লাদের সকল অপরাধ ঢেকে রাখ্‌ব—এই ছিল আমার উদ্দেশ্য ; কিন্তু সবই দেখ্‌ছি, এখন বিপরীত হ'য়ে দাঁড়াল! ধর্ম্মের চক্ষু কেহই রোধ ক'রে রাখ্‌তে পারে না।

হিরণ্য। বুঝ্‌লাম ব্যাপারটা এতদিনে। তবে বড়রাণী প্রহ্লাদের শিক্ষাদাত্রী না হ'লে, তাঁর স্বামি-হন্তাকে ত পূজা করেছেন ? বিশেষতঃ

আমার নিষেধ-সত্ত্বে। কিন্তু তার জন্ত তাঁর শিরশ্ছেদ না ক'রে নির্ব্বাসন দিয়েছি, এতে বরং নিজের প্রতিজ্ঞাই আমি ভঙ্গ করেছি। শুধু তোমার প্ররোচনাতে কিছু করি নাই, কয়াধু!

কয়াধু। সেই সঙ্গে সঙ্গে যে, মহাত্মাও চ'লে গেছেন—সুবাহু আর শোভাও চ'লে গেছে। তাঁরাই যেন্ এ রাজ্যের লক্ষ্মী ছিলেন। আমি তখন হিংসার চক্ষে দেখে কিছুই ঠিক পাই নাই। আজ আমার সে চক্ষু ফুটেছে! আজ বুঝ্‌তে পেরেছি যে, এই রাজ্যের কি সর্ব্বনাশ করেছি আমি।

সহসা উন্মাদ আসিয়া গাহিল।

উন্মাদ।—

গান

ওই কাল সাপিনী সকল খেয়েছে।
ঘরের ভিতর ব'সে ব'সে শুধু,
হিংসার বিষ ঢেলেছে।
হায়, ঘরের লক্ষ্মী ক'রে ঘর-ছাড়া,
হ'য়ে গেছ রাজা তুমি একদম লক্ষ্মীছাড়া,
ওই কালসাপিনী ঘোর ডাকিনী,
তোমার মরণ-পথে এনেছে।
তুমি যতই খাটাও বল,
তুমি যতই খাটাও ছল,
কিন্তু আড়াল থেকে ঘুরছে যে এক কল,
সেই কলে যে সব ঠেকেছে।

[প্রস্থান।

কয়াধু। একটুও মিথ্যাকথা বলে নাই উন্মাদ! সত্যই আমি ভীষণ কালসাপিনী। আমার বিষেই এ রাজ্য তোমার বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে।

আমাকে এখনই কেটে ফেল, মহারাজ! নতুবা এ রাজ্যের কল্যাণ হবে না।

হিরণ্য। যাক্, রাণি! আমি একটু নিভৃতে গিয়ে সকল কথা ভাব্‌ব। মানসিক অবস্থা আর মস্তিষ্কের গতি আমার আজ বেশ ভাল নাই। [গমনোদ্যত]

তৎক্ষণাৎ নগরপালের প্রবেশ।

সংবাদ?

নগর-পাল। এবারও কুমার রক্ষা পেয়েছেন।

[অবনতমস্তকে দণ্ডায়মান।]

[হিরণ্যকশিপু সবিস্ময়-দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ নগরপালের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে গভীর চিন্তামগ্নভাবে প্রস্থান এবং তৎপশ্চাৎ নগরপালেরও নতমুখে প্রস্থান

কয়াধু। প্রহ্লাদ সম্বন্ধে কোন কথা মুখে আন্‌তেও আর মহারাজের কাছে সাহস হয় না। আমার জন্যই প্রহ্লাদ আমার বার বার মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। আমি যদি পূর্ব্ব হ'তেই প্রহ্লাদের দিকে তাকাতাম, তা' হ'লে আর এতদূর গড়াত না। হায়! কী যে একটা সর্ব্বনাশ ঘট্‌বে, তা যেন কল্পনাও কর্‌তে পার্‌ছি না। কয়াধু! রাক্ষসি! তুইই সব খেলি—তুইই সব খেলি—

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

সমুদ্র-তীর

প্রহ্লাদকে কোলে করিয়া লক্ষ্মী বসিয়াছিলেন

লক্ষ্মী।—

গান।

আজ পেয়েছি রে কোলে তোরে,
　　ওরে আমার প্রাণধন।
আজ ভক্তধনে কোলে পেয়ে,
　　জুড়াল তৃষিত জীবন॥
এমন হরিবোলা পাখী,
ত্রিসংসারে নাহি দেখি,
আজ সিন্ধু-জলে সিন্ধুবালা,
　　পেয়েছে তার প্রাণের রতন॥

রাখালবেশে কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ।—

গান।

বলি, বেশ ত এসেছ,　　কোলে ত করেছ
　　আমারি ভক্ত-প্রাণধনে।
আমি গোলোক ত্যজিয়া　　এসেছি ছুটিয়া,
　　দাও দাও কোলে আমার রতনে॥

লক্ষ্মী।—(আমার যে সাধ মেটে নাই) (এমন হরিভক্ত বুকে ধ'রে)
তুমি সদা কাছে থাক, সদা চোখে দেখ,
তবু মেটে নাকো সাধ পরাণে॥
কৃষ্ণ।— আমার ভক্ততরে খেলা, ভক্ত তরে লীলা,
ভক্ত ছাড়া আমি রইতে নারি।
লক্ষ্মী।—(তোমার এই ত খেলা) (ভক্তে ফেলে ঘোর বিপদে)
(তোমার লীলাখেলার বলিহারি)
তুমি কাঁদাবার গোঁসাই, দয়ামায়া নাই,
নিঠুর আর কে তোমার মতন॥

প্রহ্লাদ! বল দেখি, আমি তোমার কে?

প্রহ্লাদ। তুমি আমার মা।

লক্ষ্মী। তবে এ মায়ের সঙ্গে কোন কথা কইছ না কেন, প্রহ্লাদ?

প্রহ্লাদ। তোমাদের দু'জনকে পেলে আর কোন কথা ত তার থাকে না, মা!

লক্ষ্মী। কই, আমাকে ত কখনও তুমি একবারও ডাকও নি?

প্রহ্লাদ। হরিকে ডাক্‌লে কি তোমায় ডাকা হয় না? রাধা আর কৃষ্ণ ত পৃথক্ নও তোমরা। তোমরা যে, দুয়ে এক আবার একে দুই।

কৃষ্ণ। প্রহ্লাদ আজ তুমি বর নাও। তোমার সাধনা পূর্ণ হয়েছে—তোমার সত্যাগ্রহ এতদিনে সিদ্ধ হয়েছে! তোমার মত সত্যাগ্রহী ভক্ত আর ত্রিলোকে কোথাও নাই! হিংসাশূন্য প্রাণে তুমি যে সত্যের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে চলেছ, তেমনটী আর এতদিন কেউ পারে নাই! প্রহ্লাদ! যুগে যুগে যেন তোমার ন্যায় সত্যাগ্রহী ভক্তের আবির্ভাব হয়। এখন যে বর চাইবে, তাই দেবো।

প্রহ্লাদ।—

গান।

জনম জনম ভরি তোমারি সাধনা করি'
সাধ ত পোরে না শ্রীহরি।
আমি নাহি চাহি আন্ বর, দেহ মোরে এই বর
যেন তোমারি সাধনা করি।
(আমি মুক্তিও চাহি না) (ভক্তি অনুরক্তি ছেড়ে)
আমি তোমাতে না হব লীন, এই ভাবে চিরদিন,
তোমারি চরণ আমি করিব সেবন।
(আমি—তুমি হ'তে চাই না) (তুমি থাক আর আমি থাকি)
(তুমি সখা আমি সখী) (তুমি প্রভু আমি দাসী)
আমি চিনি হ'তে চাই না হরি, চিনি খেতে ভালবাসি,
আমি জনম জনম ভরি শুনব তোমার মোহন-বাঁশী।

কৃষ্ণ। [উচ্ছ্বাসের সহিত প্রহ্লাদকে বক্ষে ধরিয়া দাঁড়াইয়া সুরে]
ওরে আয় রে আমার প্রাণের ভক্ত
আজ প্রাণে প্রাণে গেঁথে রাখি।

লক্ষ্মী। [উঠিয়া প্রহ্লাদকে জড়াইয়া ধরিয়া সুরে]
এমন ভক্ত নাই কোথা আর,
তুই রে মোদের প্রাণের পাখী।
আজ দেখ্ রে চেয়ে ভক্ত সনে,
ভগবানের মাখামাখি ॥

প্রহ্লাদ। [সুরে]
যেন এই ভাবেতে বিভোর হ'য়ে, জনম জনম থাকি।
সবাই চাঁদবদনে হরি ব'লে, হরি-প্রেমে মাত দেখি।
[ভাবোন্মত্ত ভাবে নৃত্যপরায়ণ সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

শিক্ষাগার

বড়-বৌ ও ভৈরবাচার্য্যের প্রবেশ

ভৈরব। [রোদন-স্বরে] কি হবে, বড়-বৌ ? দাদা যে অনাহারেই কারাগারে ম'রে যাবে। মাথা খারাপ না হ'লে কি এ দশা ঘটে ?

বড়-বৌ। না, তিনি যে সুধা পান ক'রে ব'সে আছেন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ত আর তাঁর নাই, ঠাকুর-পো।

ভৈরব। কোথায় পাবে সুধা সেখানে, বড় বৌ ? সুধার ভাণ্ড একটীও দেবতারা স্বর্গে রেখে যায় নি।

বড়-বৌ। রেখে না গেলে কি হয়, তিনি যে হরিনাম-সুধা পেয়েছেন, সে যে অফুরন্ত, ঠাকুর-পো !

ভৈরব। ঐ ত তোমাদের মাথা খারাপের কথা ! তোমারও দাদার দশা ধরেছে ! হায়—হায় ! আমার অমন পণ্ডিত দাদা—এক মাথা খারাপেই মাটি হ'ল গো ?

বড়-বৌ। না গো না, মাটি হয় নি—বরং খাঁটিই হয়েছেন।

ভৈরব। আরে, তুমি বুঝ্ছ না, বড়-বৌ ! যে অন্ধকার কারাগারে দাদা আছে, সেখানে আহার নাই—নিদ্রা নাই—শুকিয়ে শুকিয়ে শুট্কী মাছের মত হ'য়ে যাচ্ছে ! তার পর ঐ কারাগারের মাটির সঙ্গে মাটি হওয়া ! বস্তেমাটি হ'তে আর বাকী থাক্‌ল কৈ ?

বড়-বৌ। বল্‌লামই ত, হরিনাম সুধা পান কর্‌লে, তার আর কখনও

মৃত্যু কাছে ঘেঁস্‌তে পারে না। দেখ্‌ছ না—প্রহ্লাদকে দৈত্যরাজ এত চেষ্টা ক'রেও মার্‌তে পার্‌ছেন না।

ভৈরব। তা'ত পার্‌ছেন না; কিন্তু সে কি ঐ হরিনামের গুণে?

বড়-বৌ। তবে আবার কি? হরি নিজে এসে প্রহ্লাদকে রক্ষা কর্‌ছেন।

ভৈরব। আরে, সে যে রাজপুত্র—তার কথা স্বতন্ত্র! তাকে রক্ষা কর্‌তে সকলেই আসেন; কিন্তু এ যে গরীব ব্রাহ্মণ—দীন-ভিখারী, তাতে আবার মাথা খারাপ! এখানে কে মর্‌তে আস্‌বে বল?

বড়-বৌ। ঐ দীন-ভিখারীকেই তিনি বেশি ক'রেই দয়া করেন, ঠাকুর-পো! তিনি যে দীনের দয়াল।

ভৈরব। সেটা কি বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তে, না ম'রে গেলে?

বড়-বৌ। রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

ভৈরব। ও বুলিটাও শিখে ফেলেছ? তোমরা দেখ্‌ছি, সবাই মাথা খারাপের দল!

বড়-বৌ। আচ্ছা, ঠাকুর-পো! তুমিও একবার ও নামটা ক'রে দেখই না কেন?

ভৈরব। হাঁ, তা' হ'লে আমাকে কারাগারে গিয়ে সেই ভট্‌কী মাছের দলে মিশ্‌তে হবে আর কি?

বড়-বৌ। জীবনে যদি একবারও ব'লে দেখ্‌তে, ঠাকুর-পো?

ভৈরব। আমার ত এখনও এতটা মাথা খারাপ হ'য়ে ওঠে নি?

বড়-বৌ। আচ্ছা, একবারটী ব'লে দেখ না!

ভৈরব। একবারটী বল্‌লেই হবে?

বড়-বৌ। ভক্তি ক'রে প্রাণখুলে একবারটী বল্‌লেই হবে।

ভৈরব। আচ্ছা, রাজী আছি। কিন্তু ঐ একবারটীর বেশি নয়।

বড়-বৌ। আচ্ছা ; কিন্তু খুব প্রাণের সঙ্গে।

ভৈরব। আচ্ছা, খুব প্রাণের সঙ্গেই হবে। [চারিদিকে চাহিয়া লইয়া] কেউ কোথাও নাই ত ? তবে একবারটী ব'লে ফেলি, বড়-বৌ! তুমি গুরুজন, অত ক'রে জিদ্ ধরেছ যখন—তখন যা থাকে কুল-কপালে!

বড়-বৌ। হাঁ, বল। চোখ বুজে—হাত যোড় ক'রে—খুব ভক্তিভাবে।

ভৈরব। [চক্ষু মুদিয়া করযোড়ে] এইবার বলি তবে ? একবারটী শুধু [হরিবোল] এই একবারটী বলেছি, বড়-বৌ! খুব ভক্তি ক'রেই বলেছি কিন্তু ; আচ্ছা, আর একবার ব'লেই দেখি না। হরিবোল! বড়-বৌ, বড় মিষ্টি লাগ্‌ছে যেন। আচ্ছা, আর একবার ব'লে ফেলি। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল! ব্যস্—আর নয়। হরিবোল! য়্যাঁ! এবার যেন আরও মিষ্টি। ভারি মজা ত! বলি তবে আর একবার—হরিবোল! না—থাম্‌তে দিচ্ছে না—কে যেন এসে বলাচ্ছে, বড়-বৌ! বলি আবার—হরিবোল—হরিবোল—হরি হরিবোল! বাঃ রে, এ যে আপনিই মুখ দিয়ে হুড়্‌হুড়্ ক'রে বেরুতে আরম্ভ হ'ল—আর যে থামাতে পারা যাচ্ছে না! একেবারে খাঁটি টাট্‌কা মধুমাখানো। বল, বড়-বৌ—তুমি বল! আর ভয় নাই—যায় প্রাণ যাবে ভিক্ষা মেগে খাব। তুমিও বল, বড়-বৌ!

উভয়ে। [একস্বরে] হরিবোল—হরিবোল—হরি-হরিবোল!

ভৈরব। এইবার বাহু তুলে বল্‌ব—নেচে নেচে বল্‌ব। [তথাকরণ এবং স্বরে] হরিবোল বল্ রে—হরিবোল বল্ রে।

বড়-বৌ। দেখ্‌লে, ঠাকুর-পো! নামের কী গুণ!

ভৈরব। আরে, এখন আর বাজে কথা ক'য়ো না! বল শুধু—হরিবোল—হরিবোল। ওগো, হুড়্ হুড়্ ক'রে মধু ঢেলে দিচ্ছে গো!

প্রহ্লাদ! প্রহ্লাদ! কোথায় বাবা তুই? অমন নাম তুই কোথায় পেয়েছিলি রে? কেন তোকে মানা করেছিলাম? কেন তোকে মেরেছিলাম? আর আমাকে কি ক'রে ফেল্‌লি রে—কি ক'রে ফেল্‌লি? বল—বল, বড়-বৌ! আবার বল—আবার বল।

উভয়ে। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

[বলিতে বলিতে উভয়ের প্রস্থান।

ক্রোড় অঙ্ক

রাজসভা

নগরপাল অগ্নিকুণ্ড যথাস্থানে সজ্জিত করিয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিল। অনল জ্বলিয়া উঠিল। উন্মাদিনী কয়াধু প্রহ্লাদকে কোলে করিয়াছিল। উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জোর করিয়া ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে করিতে প্রবেশ করিলেন।

কয়াধু। [চীৎকারপূর্ব্বক] ওগো! ওগো! রক্ষা কর—রক্ষা কর—দোহাই, মহারাজ! আমার প্রহ্লাদকে রক্ষা কর।

হিরণ্য। [আরক্ত নেত্রে সক্রোধে] না—আর কিছুতেই রক্ষা নাই! আজ স্বহস্তে ঐ প্রজ্বলিত অনলকুণ্ডে প্রহ্লাদকে নিক্ষেপ কর্‌ব, দেখি কেমন ক'রে হরি এসে রক্ষা করে। কেন, রাণি! নাহি রাখ বাণী? ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও।

কয়াধু। দোহাই, মহারাজ! দোহাই, মহারাজ!

হিরণ্য। কিছুতেই না। [প্রহ্লাদকে ছিনাইয়া লইয়া স্বহস্তে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া] এইবার বাঁচ্‌ দেখি।

কয়াধু। [অস্থিরভাবে] হায়! হায়! হায়! দেবো—তবে আমিও ঐ অনলে ঝাঁপ্‌ দেবো! [ঝাঁপ্‌ দিতে উদ্যত, হিরণ্যকশিপু সজোরে বাহুবেষ্টনে ধরিয়া রাখিলেন; কয়াধু ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে বাহু-পাশ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে করিতে] ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—আমি ঝাঁপ্‌ দেবো—আমি ঝাঁপ্‌ দেবো!

হিরণ্য। [সহসা ভাবান্তরিত হইয়া] চুপ্ চুপ্! ঐ শোন—ঐ শোন—প্রহ্লাদ বুঝি তার হরিকে ডাক্‌ছে!

প্রহ্লাদ। [অগ্নিকুণ্ড হইতে স্বরে] হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

কয়াধু। [বিচলিত ভাবে] মহারাজ! মহারাজ! ঐ-ঐ-ঐ—

হিরণ্য। আর গোল ক'রো না, মহিষি! হরিকে প্রহ্লাদের কাছে আস্‌তে দাও। হরি এসে উপস্থিত হ'লে আর কিছু ভয় থাক্‌বে না—ঠিক বাঁচ্‌বে তা' হ'লে—অতল সমুদ্র-তল হ'তেও যে হরি এসে প্রহ্লাদকে বাঁচিয়ে ছিল, এবারও বাঁচাবে, মহিষি—এবারেও বাঁচাবে! কোন ভয় নাই—কোন চিন্তা নাই! ঐ শোন—হরি এসেছে! [সানন্দে] আর চিন্তা নাই—আর ভাবনা নাই।

[অগ্নিমধ্য হইতে সমাধিমগ্ন প্রহ্লাদকে লইয়া গীতকণ্ঠে কৃষ্ণ ধীরে ধীরে উঠিতেছিলেন]

কৃষ্ণ।—

গান।

যে জন প্রাণ খুলে হরি হরি বলে,
তার কি মরণ হয় রে ॥
অনল মাঝারে রাখি আমি তারে,
হরি-ভক্তের নাহি ক্ষয় রে ॥
হরিভক্তের তরে অনল মাঝে,
কেমন শীতল সরসী রাজে,
(যারে রাখে কৃষ্ণ মারে কে তার)
(ওরে সাধে কি বিষ সুধা হয় রে)
আমি ভক্তি-ডোরে বাঁধা, তাই ভক্তের বাধা—
ঘুচাই হ'য়ে সজল রে ॥

[প্রস্থান।

হিরণ্য। কী মিষ্টি বাঁশী—শুনছ, কয়াধু? কে বাজাচ্ছে জান? প্রহ্লাদের হরি। কিন্তু তাকে ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

কয়াধু। [আবেগে হস্ত প্রসারিত করিয়া] ওরে আয়, প্রহ্লাদ—আয়—আয়!

কৃষ্ণ। যাও, প্রহ্লাদ—মায়ের কোলে যাও। [অদৃশ্য হইলেন]

কয়াধু। [প্রহ্লাদকে কোলে লইয়া] আজ তোকে বুকে ক'রে রাজ্য ছেড়ে নিবিড় অরণ্যে পালিয়ে যাব। [যাইতে উদ্যত]

হিরণ্য। [শান্তভাবে] না—কয়াধু, আর ভয় নাই। আজ হ'তে আমি আর প্রহ্লাদকে কিছু বল্‌ব না। দাও প্রহ্লাদকে একবার আমার কোলে। যার স্পর্শে জ্বলন্ত অনল আজ শীতল হ'য়ে গেল, দেখি তার স্পর্শে আজ আমার বুকের আগুন শীতল হয় কি না! [কোলে করিয়া বসিলেন] যাও, কয়াধু! নিশ্চিন্ত মনে অন্তঃপুরে চ'লে যাও—আমি এখনই ভানুমতী আর তাদের সকলকে অনুসন্ধান ক'রে আন্‌তে চর পাঠাব।

কয়াধু। তাই পাঠাও, মহারাজ! তা' হ'লেই এ রাজ্যে আবার শান্তি ফিরে আস্‌বে।

[প্রস্থান।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। আর চর পাঠাতে হবে না, দৈত্যপতি! মহামতি মহানাভ আর সুবাহু অরণ্যমধ্যে ধূর্ত্ত সেনাপতির করে নিহত। সেনাপতিও শোভার হস্তে বিধ্বস্ত। পরমা বৈষ্ণবী ভানুমতী বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু-পাদপদ্মে অবস্থিত। কুমারী শোভা মহাশক্তি মায়ের সঙ্গে মহা সাধনায় নিযুক্ত।

হিরণ্য। ওঃ, কি দুঃসংবাদ! অনেক দিন যে, দেবর্ষিকে দেখি নাই?

নারদ। বৈকুণ্ঠের পথেই দেখা হবে মহারাজের সাথে ব'লে অপেক্ষা কর্‌ছিলাম। কিন্তু তা যখন হ'ল না, কাজেই এখানে আস্‌তে হ'ল। বিশেষতঃ শিষ্যের নিকট হ'তে আজ গুরু-দক্ষিণাটী নিয়ে যেতে হবে।

হিরণ্য। কে শিষ্য এখানে দেবর্ষির ?

নারদ। রাজপুত্র প্রহ্লাদ।

হিরণ্য। [সানন্দে] প্রহ্লাদ দেবর্ষির শিষ্য ? প্রহ্লাদ! বাবা! ঐ দেখ তোমার গুরুদেব এসে উপস্থিত—প্রণাম কর।

প্রহ্লাদ। গুরুদেব! অধম শিষ্যের প্রণাম গ্রহণ করুন।

[প্রণাম ও পদধূলি গ্রহণ]

নারদ। আর অধম বল্‌লে চল্‌ছে না, প্রহ্লাদ! আজ আমারে গুরুদক্ষিণা দিতেই হবে।

প্রহ্লাদ। কি দিলে গুরুদক্ষিণা দেওয়া হবে, গুরুদেব ?

নারদ। ব্যস্ত হ'তে হবে না, ঠিক সময়েই বল্‌ব।

হিরণ্য। আজ আপনার শিষ্যকে যে, আমি স্বহস্তে জ্বলন্ত অনল-কুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিলাম, দেবর্ষি!

নারদ। কিসে রক্ষা পেলে ?

হিরণ্য। সেই কথাটাই আজ ভাল ক'রে শুন্‌ব প্রহ্লাদের মুখে। বল ত, প্রহ্লাদ! তোমাকে আজ অনল-মধ্যে কে রক্ষা কর্‌লে ?

প্রহ্লাদ। আমি ত কিছু জানি না, বাবা! আমি জানি যে, আমি যেন একটী নীল সরোবরের মাঝে একটী নীলপদ্মের উপরে ঘুমিয়েছিলাম।

হিরণ্য। আজ তোমার হরি এসে তোমাকে বাঁচান্‌ নাই ? তবে কে বাঁশী বাজাচ্ছিল তখন ?

প্রহ্লাদ। [সাগ্রহে] বাঁশী শুন্‌তে পেয়েছিলে, বাবা ? আমি ত আজ কিছুই শুন্‌তে পাই নাই।

নারদ। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। আজ সমাধিমগ্ন প্রহ্লাদকে কোলে ক'রে নীল কমলরূপে সেই নীলমাধব হরিই অনলমধ্যে নীল সরোবরের সৃষ্টি ক'রে ব'সেছিলেন। ধন্য—ধন্য রে, প্রহ্লাদ—ধন্য!

হিরণ্য। [সবিস্ময়ে] আমি যে নিজেই এবার সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলাম, দেখ্‌তে পাই নি ত কাউকে সেই জ্বলন্ত বহ্নি-কুণ্ড মাঝে প্রবেশ কর্‌তে?

নারদ। ভুলে যাও কেন, দৈত্যরাজ! বৈকুণ্ঠপতি হরি যে একজন শ্রেষ্ঠ মায়াবী?

প্রহ্লাদ। আর তিনি যে, সব স্থানে—সব সময়েই আছেন, বাবা! এমন স্থান বা এমন কিছু নাই যে—হরি আমার তার মধ্যে নাই!

[সুরে] সে যে জলে স্থলে আকাশে, অনল অনিলে ভাসে।

হিরণ্য। আচ্ছা,—প্রহ্লাদ! সব স্থানেই তোমার হরি আছেন?

প্রহ্লাদ। হাঁ, বাবা! সব স্থানেই হরি আছেন।

[সুরে] (তিনি সর্ব্বব্যাপী হে) (হরিশূন্য স্থান কোথা নাই)
বিশ্বব্যাপী—তাই বিষ্ণুনাম গো ॥

হিরণ্য। আচ্ছা, এইবার—এইবার শেষ-পরীক্ষা হবে, প্রহ্লাদ! দেবর্ষি সাক্ষী। [চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল]

নারদ। [স্বগত] আবার শত্রুভাব এসে উপস্থিত হিরণ্যকশিপুর চক্ষুর্দ্বয় আরক্ত—ললাট কুঞ্চিত—ওষ্ঠাধর কম্পিত! ঠিকই হয়েছে। শত্রুভাব না এলে ত হবে না।

প্রহ্লাদ। আবার অমন ক'রে চাইছ কেন, বাবা? এতক্ষণ ত বেশ ছিলে। রাগ ছাড়, বাবা! রাগ ছেড়ে অনুরাগ দেখাও। চক্ষু আরক্ত না ক'রে, সজল কর; ক্রোধে না কেঁপে, প্রেমে গদ্‌গদ হ'য়ে ওঠ।

হিরণ্য। [সক্রোধে] ক্ষান্ত হ নির্ব্বুদ্ধি, বালক! আবার মৃত্যু সাধ হয়েছে?

প্রহ্লাদ [ঊর্দ্ধমুখে করযোড়ে সুরে]

হরি কৃপা কর পিতারে, বলি আমি কাতরে,

(তুমি কৃপাসিন্ধু কৃপাময় হে) (আমার পিতারে তারিতে হবে)

দুস্তরে নিস্তার দয়াময় হে ॥

হিরণ্য। চুপ্—[তরবারি নিষ্কাশিত করিয়া] না—আগে পরীক্ষা। [তরবারি কোষ গুপ্ত করিয়া] আচ্ছা, বল্ প্রহ্লাদ! ঐ স্তম্ভের মধ্যে তোর হরি আছে কি না ?

প্রহ্লাদ। আছেন, বাবা!

হিরণ্য। যদি না থাকে, তা' হ'লে আজ তোকে স্বহস্তে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে কাট্‌ব। এখনও ঠিক ক'রে বল্—আছে কি না ?

প্রহ্লাদ। হাঁ—বাবা,—আছেন।

[হিরণ্যকশিপু তৎক্ষণাৎ ক্রোধে উত্থিত হইয়া তরবারি দ্বারা স্তম্ভ দ্বিখণ্ড করিলেন এবং সেই মুহূর্ত্তে ভীষণ হুঙ্কার করিতে করিতে ভীষণ মূর্ত্তি নৃসিংহ স্তম্ভ হইতে বহির্গত হইলেন। হিরণ্যকশিপু ভয়ে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছিলেন। প্রহ্লাদ করযোড়ে দাঁড়াইয়াছিলেন।]

নারদ। [স্বগত] এবার নরসিংহ মূর্ত্তি। সৃষ্টিতত্ত্বের ক্রমবিকাশ! অৰ্দ্ধ নর—অৰ্দ্ধ পশু। [ধ্যান মগ্ন হইলেন]

হিরণ্য। [সভয়ে]

একি রে—একি রে মূর্ত্তি!

ভীষণ—ভীষণ—অতীব ভীষণ!

অৰ্দ্ধ নর, অৰ্দ্ধ সিংহ—নরসিংহ রূপ।

ওই—ওই বৰ্দ্ধিত শরীর!

দেখিতে দেখিতে

ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া,
জল স্থল অন্তরীক্ষ সব আচ্ছাদিয়া
একমাত্র নরসিংহ মূর্ত্তি বিদ্যমান্।
কি ভীষণ জটাজাল ব্যোমতল ভেদি—
ঊর্দ্ধমুখে গিরিশৃঙ্গ সম।
চন্দ্র সূর্য্য—চক্ষুর্দ্বয়!
মস্তক—আকাশ!
বিরাট—বিরাট মূর্ত্তি!
না পারি চাহিতে আর।
ওই—ওই প্রতি অঙ্গে রোমকূপ হ'তে
কোটি কোটি হিরণ্যকশিপু,
কোটি কোটি হিরণ্যাক্ষ
হ'য়ে বহির্গত—
বিকট বদন মধ্যে করিছে প্রবেশ।

নরসিংহ। [ঘন ঘন হুঙ্কার]

হিরণ্য। ওই পুনঃ ভীষণ হুঙ্কার!
শ্রবণ বধির হয়—শ্রবণ বধির হয়।
কোথা যাই—কোথায় পালাই?

[যেদিকে পলাইতে চেষ্টা, সেইদিকে সম্মুখে নৃসিংহ মূর্ত্তির আগমন]

না পারি পালাতে—
সর্ব্বদিকে ওই মূর্ত্তি!
আচ্ছা—আচ্ছা তবে,
যুদ্ধ—যুদ্ধ—মহা যুদ্ধ হবে।

হিরণ্যকশিপু আমি,
বিধাতার বরে—
সর্ব্বজয়ী হিরণ্যকশিপু আমি!
আয় যুদ্ধে—করি পরাজয়।

[হিরণ্যকশিপু অসি ঘূর্ণন করিতেছিলেন; নরসিংহ হুঙ্কার করিতে করিতে বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ করিতেছিলেন।]

গেল অস্ত্র—গেল অস্ত্র,
নরসিংহ করিয়াছে গ্রাস।
নাহি আর পরিত্রাণ!
কে আছ কোথায়—রক্ষা কর মোরে।
পরিত্রাহি—পরিত্রাহি—যায় প্রাণ যায়।

[নৃসিংহ সহসা হিরণ্যকশিপুকে ধরিয়া নিজ উরুদেশে পাতিত করিয়া, নখর দ্বারা বক্ষঃ বিদীর্ণ করত নাড়ীগুলি বাহির করিলেন; হিরণ্যকশিপুর সংহার হইল।]

নারদ। প্রহ্লাদ! তোমার পিতার উদ্ধার হ'য়ে গেল। তুমি এখন স্তব দ্বারা হরি যাতে ঐ ভীষণ মূর্ত্তি সংবরণ করেন, তাই কর। নতুবা সৃষ্টি রসাতলে যায়!

প্রহ্লাদ। [করযোড়ে]
সম্বর সম্বর রূপ হরি দয়াময়।
নতুবা এ সৃষ্টিলীলা ধ্বংস বুঝি হয়॥

[তৎক্ষণাৎ নৃসিংহ মূর্ত্তি সহ হিরণ্যকশিপু অদৃশ্য হইলেন, এবং সেইস্থলে হাস্যমুখে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি দৃশ্য হইল।]

নারদ। এইবার গুরুদক্ষিণা তোমার কাছে প্রাপ্ত হ'লাম প্রহ্লাদ! এই দক্ষিণার জন্য আজ এখানে আমার আগমন।

প্রহ্লাদ। [করযোড়ে] স্তব গান।

জয় জগদীশ হরে।
তব কর-কমলবরে—
নখমদ্ভুতম শৃঙ্গম্।
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্।
কেশব ধৃতনরহরিরূপ
জয় জগদীশ হরে।

[যবনিকা।

নূতন নাটক প্রকাশিত হইল—[illegible]

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
অভিনব পৌরাণিক নাটক

শম্বরাসুর

(শ্রীগৌরাঙ্গ আদর্শ যাত্রা সম্প্রদায়ে অভিনীত)
"যুগলবীর" শম্বর অম্বরের
অপূর্ব্ব বীরত্ব-কাহিনী ;
অপ্সরা মেনকার প্রেম ও প্রতিহিংসা,
দেবাসুরে মহাসমর
রণাঙ্গণে মোহিনীর মোহজাল,
রুদ্রসেনের কঠোর পরীক্ষা,
পদ্মাসতীর সতীত্ব-গৌরব
পিতৃ আজ্ঞায়, মাতৃকরে শিশুহত্যা
রেবতীর জ্বালাময়ী উত্তেজনা
সকলই অপূর্ব্ব মনোমুগ্ধকর,
সহজে সুন্দর অভিনয়, মূল্য ১।০ মাত্র

উদীয়মান সুকবি
শ্রীপঙ্কজভূষণ রায় প্রণীত
অভিনব দেব-নাটক

যুগ-সন্ধি

(বীণাপাণি নাট্য-সমাজে অভিনীত)
ভাষার ঝঙ্কারে, কাব্যের অলঙ্কারে
ইহার সর্ব্বাঙ্গ সমুজ্জ্বল !
দ্বাপর কলিযুগের সন্ধিক্ষণে
আর্য্য-অনার্য্যের সমর-রঙ্গে যোদ্ধা অবধান,
মৃণ্ময়ী মনসা ও শীতলা দেবীর,
চিন্ময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা ;
সেই বজ্র, দুর্ব্বাসা, দেবদত্ত, আস্তিক,
সেই সবিতা, কারু, তড়িতা, বেদবতী
কবির কল্পনা-কাননের প্রস্ফুট প্রসূন !
সহজে সুন্দর অভিনয়, মূল্য ১॥০ মাত্র

সুসংবাদ ! ছাপা হইতেছে !!
"শম্বরাসুর" প্রণেতার নূতন নাটক

মানিনী সত্যভামা

(পারিজাত-হরণ)
(বীণাপাণি নাট্যসমাজে অভিনীত)
শ্রীকৃষ্ণসহ ইন্দ্রাদি দেবগণের যুদ্ধ,
অর্জ্জুনের সুভদ্রা-হরণ
বলরামের যুদ্ধোদ্যম
রুক্মিণীর সীতামূর্ত্তি ধারণ,
সত্যভামার দর্পচূর্ণ
তুলসীদান ও শ্রীকৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য
প্রভৃতি আছে, মূল্য ১।০ মাত্র।

"সপ্তমাবতার" লেখক
শ্রীনিতাইপদ কাব্যরত্ন প্রণীত
সেই সকরুণ অন্নপূর্ণা নাটক

অন্নপূর্ণা

(বা, দিবোদাস)
সত্যম্বর অপেরাপার্টিতে অভিনীত,
কাশী-মাহাত্ম্যের পবিত্র কাহিনী
ইহাতে সেই মাতাল, প্রেমদাস,
ভৃগু, ধীমন, সম্বর, সঞ্জিত,
শ্রী, মানসী, মুকুল, লীলাবতী
প্রভৃতি সকলই আছে।
ইহার বল সর্ব্বজন জানেন, মূল্য ১।০ মাত্র

দাস ব্রাদার্স, ৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

যাত্রামোদীগণের সুবর্ণ-সুযোগ—নূতন নাটক

"শ্মশানে মিলন" প্রণেতা সুকবি
নিতাইপদ বাবুর লেখনী নিঃসৃত

সপ্তমাবতার

[সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত]
একাধারে রামায়ণের সারাংশ
হরধনুর্ভঙ্গ, রাম-বনবাস,
মায়ামৃগ, সীতাহরণ,
তরণীবধ, মেঘনাদবধ,
প্রমীলার চিতারোহণ,
রাবণবধ
প্রভৃতি সবই আছে, অতীব
বিচিত্রভাবে চিত্রিত। মূল্য ১।৷০ মাত্র

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ-প্রণীত,

প্রতিজ্ঞা-পালন

[বা, জয়দ্রথ বধ]
(শশী হাজরার অপেরাপার্টিতে অভিনীত)
কাহার প্রতিজ্ঞাপালন ? অর্জ্জুনের।
দ্বিতীয় অভিমন্যুতুল্য বিকর্ণের বীরত্ব,
মাধবিকার প্রেম-পবিত্রতা!
বীর-শিশু বিরজাকুমার ও মণিভদ্রকে
জানি না, জীবনে কে ভুলিতে পারে!
প্রভাকরের হাস্যপ্রভার প্রভাব!
উত্তরা, লক্ষণা ও চন্দ্রিকার চরিত্র
অতি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত। মূল্য ১।৷০

প্রবীণ কবি শ্রীযুক্ত ভবতারণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
শশী অধিকারীর যাত্রাপার্টিতে অভিনীত ২ খানি গীতাভিনয়

অজামিল-উদ্ধার ১।০ রুক্মিণী-হরণ ১।০

সুমধুর সুললিত সঙ্গীত রচনায় ভবতারণ বাবু অদ্বিতীয়!

"কর্ম্মফল" প্রণেতা শ্রীযুক্ত রাইচরণ সরকার প্রণীত
শশী অধিকারীর অপেরাপার্টিতে অভিনীত ২ খানি নূতন নাটক

শ্বেতার্জ্জুন

বীরবর শ্বেতবাহু রাজার সহিত
বীরেন্দ্র অর্জ্জুনের ঘোরতর সংগ্রাম
আর সেই সিংহবাহু, রুদ্রানন্দ,
হংসধ্বজ, বৃষধ্বজ, কুশধ্বজ,
বহ্নিমুখ, অমলা, কমলা, সুশীলা,
অরুণা, কুন্দকলিকা, কালিন্দী প্রভৃতি
অতীব হৃদয়গ্রাহী। মূল্য ১।৷০ মাত্র।

বেদ-উদ্ধার

ইহার যশ সর্ব্বত্র, সর্ব্বজনে—সর্ব্বদেশে,
বিরাট বীরত্ব, সদর্প তেজস্বিতা,
শঙ্খগ্রীব, দুর্ম্মদ, সুমদ, সুষীম,
উগ্রাচার্য্য, মন্থু, আজব, বিরাধ,
অঞ্জনা, রেণুকা, বাসন্তী, গহনা, কমলা
প্রভৃতির কার্য্যকলাপে, ঘটনাচক্রে
বিমোহিত করিবে। মূল্য ১।৷০ মাত্র।

পাল ব্রাদার্স, ৭ নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

সুকবি শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ-প্রণীত

জনপ্রিয় নাটকাবলী।

হরিশ্চন্দ্র প্রবীণ কবি শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ কৃত, ভাণ্ডারী অপেরা পার্টীর কীর্ত্তিস্তম্ভ, সেই বিশ্বামিত্রের ধন-শোধার্থ রাজার পত্নীপুত্র বিক্রয়, নিজে চণ্ডালের দাসত্ব, রোহিতাশ্বের সর্পাঘাত,সেই ভীষণ শ্মশান-দৃশ্য, শৈব্যার হৃদয়ভেদী করুণ বিলাপ, সেই বীরেন্দ্রসিংহ, গোপাল, অন্নপূর্ণা সবই আছে। সচিত্র মূল্য ১৷৷০

অনন্ত-মাহাত্ম্য উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, সত্যম্বর অপেরার যশঃপূর্ণ অভিনয়, ইহাতে চিত্রাঙ্গদ, সুধীর, বিজয়সিংহ, সমরকেতন, চন্দ্রকেতু, নীলধ্বজ, নির্ব্বাসিতা রাণী করুণা, বনবাসিনী ব্যাধ-বালিকা দুলালী, নিরাশ-প্রেমিকা চন্দ্রাবতী, প্রতিহিংসাময়ী উপেক্ষিতা মোহিনী প্রভৃতি সকলই আছে। দেশ-বিদেশে সর্ব্বত্র সর্ব্ব নাট্য সম্প্রদায়ে অভিনীত। [সচিত্র] মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

চন্দ্রকেতু উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, শশিভূষণ হাজরার দলে যশের অভিনয়। বিক্রমকেতু, ধর্ম্মকেতু, ভবানন্দ, জয়সিংহ, দুর্জ্জয়সিংহ, রস-সাগর, মদনলাল, অলকা, যমুনা, জয়ন্তী, রঙ্গিণী সবই আছে। মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

সংসার-চক্র উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, ভূষণ দাসের যাত্রা পার্টিতে নব-রসময় অভিনয়, ইহাতে চন্দ্রহংস, ধৃষ্টবুদ্ধি, সরলকুমার, দুর্জ্জয়কেতন, দুলালী,ধুরন্ধর, ভদ্রাবতী, বিষয়া, শান্তি, মনুয়া সবই পাইবেন। মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

সতী বা দক্ষযজ্ঞ, উক্ত অঘোর বাবুর কৃত এবং ভাণ্ডারী অপেরার ইহা অতীব যশের অভিনয়। সে দর্পান্ধ দক্ষের শিবদ্বেষ, শিবহীন যজ্ঞানুষ্ঠান, দশমহাবিদ্যার আবির্ভাব, পিতৃমুখে পতিনিন্দা শ্রবণে যজ্ঞস্থলে সতীর প্রাণত্যাগ, শিবানুচরগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞভঙ্গ, সতীর মৃতদেহস্কন্ধে শিবের হৃদয়োন্মাদকারী বিলাপে নয়নে অজস্রধারে অশ্রুধারা বিগলিত হইবে। মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

অদৃষ্ট উক্ত প্রবীণ কবি অঘোর বাবুর কৃত ষষ্ঠী-অপেরাপার্টির বিজয়-বৈজয়ন্তী, ইহাতে সেই পুরঞ্জন, সুরথসিংহ, বীরসেন, ধীরসেন, ভৈরবানন্দ কাপালিক, বদলচাঁদ, রঞ্জিতা, পিঙ্গলা, কমলা, বীরাঙ্গনা সবই আছে। মূল্য ১৷০ মাত্র।

সৎমা বা বিজয়-বসন্ত। উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, ভাণ্ডারীর অপেরার দিগ্বিজয়ী যশের অভিনয়। সেই জয়সেন, রঘুদেব, কমল, আনন্দরাম, বীরসিংহ, গঙ্গারাম, কমলা, দুর্জ্জয়ময়ী, শান্তা, দুর্ম্মতা সবই আছে। মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

মিবার-কুমারী উক্ত অঘোরবাবুর কৃত, ষষ্ঠী অপেরাপার্টির মহাযশের অভিনয়, ইহাতে ভীমসিংহ, সুরজিৎ, অজিৎসিংহ, মানসিংহ, জগৎসিংহ, রঙ্গলাল, নন্দলাল, মোহন মাধুরী, কৃষ্ণা, রত্নাবতী, চতুরা প্রভৃতি সবই আছে, সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। মূল্য ১৷০ মাত্র।

সুকবি শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত

ধাত্রী পান্না বা বনবীর। উক্ত অঘোর বাবুর কৃত, ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনয়ে এক বিজয়-বৈজয়ন্তী। ইহাতে বিক্রমজিৎ, উদয়সিংহ করমচাঁদ, জগমল, বিজয়সিংহ, সখারাম, চৈতন্যরাম, জয়দেবী, মন্দাকিনী, শীতলসেনী, পান্না, কমলা সবই আছে। মূল্য ১॥০ মাত্র।

সরমা বা বীরমাতা (তরণীর যুদ্ধ) পণ্ডিত শ্রীঅঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ প্রণীত, ভাণ্ডারীর অপেরার অভিনয়ে কীর্ত্তিস্তম্ভ। ইহাতে সেই রাম-লক্ষ্মণ, তরণী, মেঘনাদ, মকরাক্ষ, কুম্ভ, নিকুম্ভ, রসমাণিক্য, সীতা, সরমা, সূর্পনখা, আর সেই কুশীলব, সুরজার পাষাণ-ভেদী শোকোচ্ছ্বাস সবই আছে। মূল্য ১॥০ মাত্র।

সিন্ধুবধ বা অকাল-মৃগয়া (অভিশাপ) উক্ত অঘোরবাবুর কৃত; ষষ্ঠী অপেরাপার্টির অভিনয়। ইহাতে ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত রাবণের যুদ্ধ, দশরথের মৃগয়া, বালক সিন্ধুবধ, সখা দীনবন্ধু ও ভবিতব্যের গীতসুধা সবই আছে। মূল্য ১॥০ মাত্র।

মথুরা-মিলন অঘোর বাবুর অক্ষয় কীর্ত্তি, বহু অপেরাপার্টিতে অভিনীত। ইহাতে রাধাকৃষ্ণের মান-মাথুরলীলা, গোষ্ঠলীলা, কংসবধ, রাই উন্মাদিনী, দশম দশা প্রভৃতি ভাবুক দর্শক ও পাঠকের চিত্তবিনোদন-নিত্যনূতন। অথচ সহজে অতি সুন্দর অভিনয় হয়। মূল্য ১॥০ মাত্র।

প্রেমতি-মুক্তি সুকবি সতীশচন্দ্র কবিভূষণ প্রণীত; সত্যম্বর অপেরায় ত্রিশঙ্কুর ন্যায় সমান যশের অভিনয়। ইহাতে সেই সুকেতু, কঙ্কনকেতু, অমল, মকরকেতন, ধনজিত, রণজিত, সত্যব্রত, ধৃতবুদ্ধি, সাধু, অধর্ম্ম, কামরূপ, সুচরিতা, আশা, মনোরমা, মায়া, কমলা সবই আছে, মূল্য ১॥০ মাত্র।

পূর্ণাহুতি উক্ত সতীশবাবুর কৃত, সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত। ইহা কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মযুদ্ধের শেষ পূর্ণাহুতি, অশ্বত্থামা দ্বারা দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নিশীথে নিহত, দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ, বলরাম-কন্যা রুচির প্রণয়-প্রসঙ্গ প্রভৃতি আছে, মূল্য ১॥০।

সরোজিনী প্রবীণ নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত বিশ্ববিজয়ী ঐতিহাসিক নাটক, বহু থিয়েটার ও অপেরাপার্টিতে অভিনীত। সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। সেই রাণা লক্ষ্মণসিংহ, বিজয়সিংহ, রণধীর, ভৈরবাচার্য্য, আলাউদ্দীন, সরোজিনী, রোষেণারা, মনিয়া, অমলা ইত্যাদি সবই আছে, মূল্য ১।০ মাত্র।

কনোজ-কুমারী নাট্যবিনোদ অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল প্রণীত। বীণাপাণি নাট্যসমাজে অভিনীত। পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে যেন হীরামুক্তা বসানো, সহজে সুন্দর অপেরা অভিনয় হয়। মূল্য ১৲ মাত্র।

দুর্ব্বাসা-দমন বা অম্বরীষের ব্রহ্মশাপ, ভাবুক কবি শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত, অভয় দাস, শশী অধিকারীর যাত্রাপার্টিতে যশের অভিনয়; সেই বিরূপ, কেতুমান, সেই লহরী, লীলা, সেই প্রেমদাস, ভজনদাস, জীবণ চক্রান্ত, সবই আছে, সহজে সুন্দর অভিনয় হয়, [সচিত্র] মূল্য ১॥০ মাত্র।

পাল ব্রাদার্স—৭নং, শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

বিখ্যাত যাত্রাদল-সমূহে অভিনীত

সুকবি ৺অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল কর্ত্তৃক গীতাভিনয়

অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ

সেই পিতৃমাতৃভক্ত অজামিল, মদিরামোহে নরহত্যা ব্রহ্মহত্যাকারী ভয়ানক দস্যু; সেই অপ্সরার ছলনা, সেই মৃতপুত্রস্কন্ধে পিতার হৃদয়ভেদী বিলাপ, সেই নরকের দৃশ্য, কত রকম পাপী পাপিনীর পীড়ন, আর্ত্তনাদ এবং যমের সহিত বিষ্ণুর যুদ্ধ, রণস্থলে শঙ্করের আবির্ভাব। সেই গান, বক্তৃতা, সেই সব। [সচিত্র] সুলভ মূল্য ১৶০।

কার্ত্তবীর্য্য সংহার বা পরশুরামের মাতৃহত্যা, দিগ্বিজয়ে কার্ত্তবীর্য্যের ভীষণ যুদ্ধ, পতিশোক-বিহ্বলা রাণীর দারুণ প্রতিহিংসা, লোমহর্ষণ নারী-যুদ্ধ। জমদগ্নিহত্যা, নিঃক্ষত্রিয়া ধরণী, রাজমহিষীর ক্রোড় হইতে রাজপুত্রকে কাড়িয়া লইয়া হত্যা ইত্যাদি করুণরসাত্মক ঘটনায় হৃদয় বিগলিত হইবে। [সচিত্র] মূল্য ১৶০ মাত্র।

বভ্রুবাহনের যুদ্ধ বা অর্জ্জুন-পরাভব। পিতা অর্জ্জুনের সহ বীরপুত্র বভ্রুবাহনের মহাযুদ্ধ, পিতৃহত্যা, চিত্রাঙ্গদা-বিলাপ, নাগকন্যা উলুপীর মন্ত্রশক্তিতে জনার প্রেতাত্মার মহা বিড়ম্বনা. [সচিত্র] মূল্য ১।০।

কনোজ-কুমারী বীণাপাণি নাট্যসমাজের সহজে সুন্দর অভিনয়, পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে যেন হীরামুক্তা বসানো, মূল্য ১৲

শ্রীদাম উন্মাদ বা ব্রজলীলার অবসান [সচিত্র] ১৶০

সুধন্বা উদ্ধার সুকবি শ্রীশশিভূষণ দাস প্রণীত,সুধন্বাকে তপ্ততৈলে নিক্ষেপ, ভক্তে ভক্তে মহাসমর, শ্রীকৃষ্ণের উভয় সঙ্কট, সুধন্বার যুদ্ধে অর্জ্জুনের প্রাণরক্ষার্থে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, হংসধ্বজের মহামুক্তি। [সচিত্র] মূল্য ১।০।

ভাবুক-কবি শ্রীহেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত

দুর্ব্বাসা-দমন বা অম্বরীষের ব্রহ্মশাপ, অভয় দাস, শশী অধিকারীর যাত্রাদলের যশের অভিনয়; সেই বিরূপ কেতুমান্, সেই লহরী, লীলা, সেই প্রেমদাস, ভজনদাস, ভীষণ চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র সবই আছে, সহজে সুন্দর অভিনয় হয়, [সচিত্র] মূল্য ১।০ মাত্র।

বাণ-বিক্রম বা উষাহরণ, যাদব বীরত্বের প্রসিদ্ধ অভিনয়: দারুণ যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ, শিব, বলরাম, অনিরুদ্ধ, বাণ ও মুকেতুর অপূর্ব্ব বীরত্ব, উষা, চিত্রলেখা, মুরলা, সুষমা, ভক্তপাগল শান্তিরাম, কান্তিরাম সবই আছে, [সচিত্র] মূল্য ১।০ মাত্র।

পাল ব্রাদার্স—৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

সুগায়ক গোবিন্দ অধিকারীর

কৃষ্ণযাত্রা

অভিনব ভাবে পরিকল্পিত, পরিবর্দ্ধিত হইয়া
নবপর্য্যায়ে খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইল।

প্রথম খণ্ডে

কলঙ্ক-ভঞ্জন, মানভঞ্জন, মাথুর।

দ্বিতীয় খণ্ডে

সুবল-মিলন, যোগী-মিলন,
প্রভাস-মিলন

তৃতীয় খণ্ডে

চাঁদ-ধরা, ননীচুরি,
কালিয়-দমন, গোষ্ঠ-বিহার

চতুর্থ খণ্ডে

মুক্তালতাবলী, দেয়াশিনা-মিলন
কৃষ্ণকালী।

পঞ্চম খণ্ডে

দান-লীলা বা নৌকা-বিলাস,
অক্রূর-সংবাদ, নিমাই-সন্ন্যাস,
অষ্টকালীয় নিত্যলীলা।

৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ—প্রতি খণ্ডের মূল্য ১॥০ মাত্র।

পাল ব্রাদার্স কোং, ৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, পোঃ বড়বাজার, কলিকাত

যখন অতি অল্পদিনে ৭ম সংস্করণে ১৪,০০০ পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে!!
তখন ইহাই এই উপন্যাসের প্রকৃষ্ট পরিচয় ও প্রশংসা!

শক্তিশালী যশস্বী সুলেখক "মায়াবী" প্রণেতার

অপূর্ব্ব-রহস্যময়ী লেখনী-প্রসূত—সচিত্র

নীলবসনা সুন্দরী

অতীব রহস্যময় ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।

পাঠকদিগকে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, ইহা মায়াবী, মনোরমার সেই সুনিপুণ, অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ডিটেক্‌টিভ অরিন্দম ও নামজাদা দুঃসাহসী ডিটেক্‌টিভ ইন্‌স্পেক্টর দেবেন্দ্রবিজয়ের আর একটি নূতন ঘটনা—সুতরাং ইহা যে গ্রন্থকারের সেই সর্ব্বজন সমাদৃত ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের শীর্ষস্থানীয় "মায়াবী" ও "মনোরমা" উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পাঠকালে যাহাতে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাঠকের আগ্রহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, এইরূপ রহস্য-সৃষ্টিতে গ্রন্থকার বিশেষ সিদ্ধহস্ত; তিনি দুর্ভেদ্য রহস্যাবরণের মধ্যে হত্যাকারীকে এরূপভাবে প্রচ্ছন্ন রাখেন যে, পাঠক যতই নিপুণ হউক না কেন, যতক্ষণ গ্রন্থকার নিজের সুযোগমত সময়ে স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক অঙ্গুলি নির্দ্দেশে হত্যাকারীকে না দেখাইয়া দিতেছেন, তৎপূর্ব্বে কেহ কিছুতেই প্রকৃত হত্যাকারীর স্কন্ধে হত্যাপরাধ চাপাইতে পারিবেন না—অমূলক সন্দেহের বশে পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদে কেবল বিভিন্ন পথেই চালিত হইবেন; এবং ঘটনার পর ঘটনা যতই নিবিড় হইয়া উঠিবে, পাঠকের হৃদয়ও ততই সংশয়ান্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে থাকিবে। ইহাতে এমন একটিও পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত হয় নাই, যাহাতে একটা-না-একটা অচিন্তিতপূর্ব্ব ভাব অথবা কোন চমকপ্রদ ঘটনার বিচিত্রবিকাশে পাঠকের বিস্ময়-তন্ময়তা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত না হয়; এবং যতই অনুধাবন করা যায়, প্রথম হইতে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত রহস্য নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইতে থাকে—গ্রন্থকারের রহস্য-সৃষ্টির যেমন আশ্চর্য্য কৌশল, রহস্য-ভেদেরও আবার তেমনি কি অপূর্ব্ব ক্রম-বিকাশ! পড়ুন—পড়িয়া মুগ্ধ হউন। ৩০৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, চিত্র-পরিশোভিত, সুরম্য বাঁধান, মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

পাল ব্রাদার্স—৭নং শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।